পরিমার্জিত

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম

(পরিমার্জিত ডিপিএড/প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক, ধারাবাহিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ)

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একসময়ে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই কোর্সটি পরিমার্জন করে ২০১১ সাল হতে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এ ডিপোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্কস্থাপন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতার বিকাশসাধন করাই ছিল এ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য। বৈশিষ্টগত দিক দিয়ে এই শিক্ষাক্রমের প্রশিক্ষণ কোর্সটি ছিল এডুকেশন মোডে পরিচালিত যাতে মোট কোর্সের সংখ্যা ৭টি এবং সকল ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রীসহ মোট ২৯ গ্রন্থের সমাহার যার ব্যপ্তিকাল ছিল এক বছর ছয়মাস। প্রশিক্ষণটি ১১ বছর যাবৎ চলমান থাকলেও এর বাস্তবায়নগত প্রক্রিয়া এবং প্রভাবগত দিকের উপর উলেখযোগ্য কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। পাইলটিং পর্যায়েই পরিচালিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ কারিকুলাম শিক্ষকের কাঙ্খিত দক্ষতার চাহিদা পূরণে কতটা সফল তা সাম্প্রতিক একটি গবেষণা (DPEd Effectiveness Evaluation Study, 2020) ফলাফলে স্পষ্ট করা হয়েছে। তদুপরি বিশ্বায়নের চাহিদা পূরণ, বাস্তব চাহিদা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় ডিপিএড কোর্সটির পরিমার্জন সময়ের দাবী হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান যেমন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার, ব্র্যাক আইইডি, ইউনিসেফসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পেশাদার কর্মী ও বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে সম্প্রতি ডিপিএড শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি প্রচলিত শিক্ষাক্রম হতে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনেকটা হাতে-কলমে বা অনুশীলনধর্মী। দুই ধরনের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে এ শিক্ষাক্রমে - চাকরিপূর্ব এবং চাকরিকালীন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ডিপিএড প্রশিক্ষণটি চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। এ শিক্ষাক্রমেও এটিকে সেভাবেই রাখা হয়েছে। তবে ডিপিএড কোর্সটির উপর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল এবং স্টেকহোল্ডার মতামতের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ শিক্ষাক্রমের নামকরণ, সময়কাল, ধরন, প্রশিক্ষণ পরিচালনা মোড, জাতীয় শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন সহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ শিক্ষাক্রমটির নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিএডকে শিক্ষাক্রম বলা হলেও এটি মূলত ছিল একটি কোর্স, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি মূলত এটি সম্পূর্ণই একটি শিক্ষাক্রম। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষকদের পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণটি বিদ্যমান ডিপিএড প্রশিক্ষণের পরিবর্তে পরিচালিত হবে। এই শিক্ষাক্রমটিতে আরও দুই ধরনের প্রশিক্ষণ রাখা হয়েছে একটি ধারাবাহিক এবং অন্যটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণে শিক্ষক, মেন্টর, মনিটর, প্রশিক্ষকসহ সকল ধরনের প্রশিক্ষণ রাখা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষায় একটি শৃঙ্খলিত ধারা তৈরি হবে এবং অন্যদিকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রশিক্ষণ সমন্বয় তৈরি হবে, যার নির্দেশনা এই শিক্ষাক্রমে বর্ণিত হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করছি এই শিক্ষাক্রমটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ভিত বিনির্মিত হবে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্যতম শর্ত হলো নিবেদিত ও দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টি। শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনে প্রশিক্ষণ মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিগত কয়েক দশকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনগত কাঠামোর ভিন্নতা থাকার কারণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিভিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে, যার ফলে অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন অতীব জরুরী, যার আলোকে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে এবং পেশাদার ও অংগীকারাবদ্ধ শিক্ষক গড়ে তোলা যাবে।

ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম রুপরেখা-২০২১ প্রণীত হয়েছে এবং এই রুপরেখার আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ও যুগের চাহিদার নিরিখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণসমূহ ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে এই প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি প্রণীত হয়েছে। সকল পর্যায়ের অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রক্রিয়া হিসাবে প্রথমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ, বেড়ু'র বিশেষজ্ঞ, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউআরসি/টিআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে মিল রেখে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র বা শিখন স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয় এবং শিখন স্তম্ভের সাথে নির্বাচিত প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এরপর প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের কাঙ্খিত যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয় এবং শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ, স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ডকুমেন্টের উপর আলোচনা হয় এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে এই প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করা হয়।

আশা করা যায়, এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষায় পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন পেশাদার ও দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম
বিষয়সূচি

অধ্যায়	অধ্যায় শিরোনাম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
		প্রসঙ্গকথা	i
		ভূমিকা	ii
প্রথম	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পটভূমি	ভূমিকা	১
		প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ পটভূমি	২
		ডিপএড প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন যৌক্তিকতা	২-৭
		শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত কতিপয় ধারণার সংজ্ঞায়ন	৮-৯
		প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অনুসৃত মডেলসমূহ	৯-১২
দ্বিতীয়	প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক	রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৩
		শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও যোগ্যতাসমূহ	১৩-১৬
		শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ	১৭-১৮
		প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক	১৯
		প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়া	২০
		শিখন স্তম্ভ ও উপস্তম্ভসমূহ	২০-৩১
তৃতীয়	প্রশিক্ষণ ধরন ও মডিউলভিত্তিক বিষয়বস্তু	ভূমিকা	৩২
		প্রশিক্ষণের ধরনঃ চাকুরিপূর্ব এবং চাকুরিকালীন	৩৩
		পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণ	৩৪-৪০
		ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন	৪১-৪৯
		উচ্চতর প্রশিক্ষণ	৫০-৫২
চতুর্থ	পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি	ভূমিকা	৫৩
		পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কাঠামো	৫৩-৫৪
		মডিউলভিত্তিক মূল্যায়ন (গাঠনিক ও সামষ্টিক)	৫৪-৬২
পঞ্চম	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	ভূমিকা	৬৩
		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	৬৩
		প্রশিক্ষণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও অধিক্ষেত্রসমূহ	৬৪
		প্রশিক্ষণভিত্তিক মনিটরিং ও মেন্টরিং প্রতিবেদন	৬৫
		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকারীর দায়িত্বাবলি	৬৫
		মুল্যায়নে অসুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতি	৬৬
		পরিবীক্ষণ ও মল্যায়নকারীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা	৬৭
		পরিবীক্ষণকালীন পরিবীক্ষণকারীর অনুসরণীয় বিষয়াবলি	৬৭
		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল	৬৮
ষষ্ঠ	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম গবেষণা ও উন্নয়ন	ভূমিকা	৬৯
		গবেষণা ক্ষেত্র ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৬৯-৭০
সপ্তম	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন	৭১
	গ্রন্থ সহায়িকা		৭২

অধ্যায়: এক
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পটভূমি
Background of the Primay Teacher`s Training Curriculum

১. ভূমিকা (Introduction):

প্রাথমিক স্তরের গুণগত শিক্ষা এবং দক্ষ শিক্ষক তৈরিতে কার্যকর প্রশিক্ষণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষার্থীর শিখনযোগ্যতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন ও শিখন পরিবেশের সাথে অভিযোজনে সক্ষম করে তোলে। শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতা, দক্ষতা, শিখনের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কৌশল, মূল্যায়নসহ বিস্তারিত উপাদান জাতীয় শিক্ষাক্রমে বিন্যস্ত থাকে। জাতীয় শিক্ষাক্রমের এই উপাদানসমূহের সার্থক বাস্তবায়নে শিক্ষক ও মেন্টরদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, উপলব্ধি, অনুশীলন, মূল্যবোধ ও মননে যোগ্য ও দক্ষ করা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃত কার্যক্রমে সরকারি পর্যায়ে দু'কোটির অধিক শিক্ষার্থীর জন্য তিন লক্ষ ঊনষাট হাজার পঁচানব্বই জন শিক্ষক রয়েছে[১]। এ মহাকর্মযজ্ঞ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এক বিশাল মেন্টর ও পরিবীক্ষণ কর্মীবাহিনী রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থাকলেও যা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনাগত কাঠামো ভিন্নতায় বিভিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সমন্বিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ এক নজরে অবলোকনে ডিপোমা-ইন-এডুকেশন শিক্ষাক্রম (DPEd শিক্ষাক্রম) পরিমার্জনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের পেছনে আরও তিনটি কার্যকর উপাদান যেমন, ডিপএড শিক্ষাক্রম ফলপ্রসূতা স্ট্যাডি এবং সংশিষ্ট অংশীজন মতামত, প্রতিবেদন (Effectiveness Study on DPEd Curriculum and Stakeholder Opinion Report) এবং ব্রাক আইইডি, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত ডিপিএড শিক্রাক্রম রিভিউ রিপোর্ট (Review report of DPEd curriculum, April 2022) পর্যালোচনা করা হয়েছে যা সমন্বিতভাব প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পথনির্দেশনা হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ শিক্ষাক্রম উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বিকাশে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা দক্ষতা পেশাগত আদর্শমান বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অকাঠামোগত শিখন স্তম্ভ (Pillars) এবং উপস্তম্ভ (Sub-pillars) বিনির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এই অকাঠামোগত শিখন স্তম্ভ (Pillars) আলোকে বিষয়বস্তু ম্যাপিং (Content Mapping) করা হয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ধরন ও প্রতিষ্ঠানভিন্নতায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো গড়ে তুলবে। পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের ফ্রেমওয়ার্কে যার স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমটি মূলত শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতা ও দক্ষতার উন্নয়নে শিক্ষকের যোগ্যতা দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এটিকে শিখন ধরনে (Education Mode) পরিবর্তন আনয়ন করে দক্ষতাভিমুখী (Skill focused) করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারণে চারটি স্তম্ব ও কতগুলো উপস্তম্ব বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। যোগ্যতা নির্ধারণের এই স্তম্ব ও উপস্তম্বগুলো মূলতঃ শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমটি শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় মূলত শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কার্যকর অংশগ্রহণ। এ কারণে, প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর সকল যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের শিখন স্তম্ব এবং উপস্ত ম্বের কাঠামো ও ধারণা ম্যাপিং অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ধরন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাঠ পর্যায়ে সরাসরি নিয়োজিত মেন্টর এবং মনিটর দলের পেশাগত আদর্শমান ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে কার্যক্রমভিত্তিক ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তোলা হবে। এ কারণে ক্ষেত্রভিত্তিক রিসোর্সপুল গঠন এবং শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূতা যাচাই ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ করা হবে। প্রশিক্ষণের ধরন ও ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানভিন্নতায় একটি সুস্পষ্ট কাঠামোর নির্দেশনা এ শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত হবে। এ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণের তথ্য ট্রেনিং ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে যাতে সমন্বিত প্রশিক্ষণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষসাধন, উদ্ভাবনী শক্তি ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের কথা বলা হয়েছে।[২] তাছাড়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ন বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাথমিক

---

[১] Annual Primary School Census 2021, Monitoring and Evaluation Division, Directorate of Primary Education, p.xii

[২] জাতীয় শিৰানীতি ২০১০, পৃ. ৫৬।

শিক্ষায় মৌলিক , সিইনএড ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কথাও এ নীতিতে বিধৃত হয়েছে।[৩] প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিফলনে শিক্ষকের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (Foundation Training), ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Continuous Professional Development Training) এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ (Advance Training) রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ যেমন, সার্টিফিকেট কোর্স ইন পেডাগগি (Peadagogy), সার্টিফিকেট কোর্স ইন এসেসমেন্ট (Assessment) এবং চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য কোর্স রাখা হবে যা, রিসোর্সপুল (Resource pool) সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাবে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট মডিউলভিত্তিক ম্যানুয়ালের বিন্যস্ত অধিবেশনসমূহের শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী সময়কাল বন্টন করা হবে এবং অধিবেশনসমূহ কার্যক্রমভিত্তিক করা হয়েছে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ পটভূমি (Background of the Primary Teacher`s Training):

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রশিক্ষণ বিভাগ, পলিসি ও অপারেশন বিভাগ, ইনফরমেশন ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। প্রশিক্ষণ বিভাগের অধীন ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সিপিডি) সম্পর্কিত ১৩টি প্যাকেজে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ রয়েছে। এই প্রশিক্ষণগুলো সাধারণত কোনটি ম্যানুয়াল ভিত্তিক এবং কোনটি মডিউল ভিত্তিক পরিচালিত হয়ে আসছে। তাছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন

(নেপ) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে আসছে, দেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিটিআই) এর মাধ্যমে এই দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকদের চাকুরীকালীন দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারসমূহে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চাকুরীকালিন স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক) দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

গুরু প্রশিক্ষণ

ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ হিসেবে গুরু প্রশিক্ষণ, সি-ইন-এড এবং ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উলেখ্য, ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ ভূখন্ডে গুরু ট্রেনিং স্কুল ও নরমান স্কুলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো, এবং ১৯১৬ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার শিক্ষকগণের চাকরি স্থায়ীকরণের শর্ত হিসেবে এই শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে। এই গুরু প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল মধ্য-ভার্নাকুলার সনদপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য এক বছর এবং সনদবিহীন শিক্ষকদের জন্য দুই বছর। প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের বাংলা ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কন, সাধারণ নির্দেশনা, শারীরিক শিক্ষা এবং হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হতো। পরবর্তীতে, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আরো জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৫১ সালে গুরু ট্রেনিং স্কুলের স্থলে সারাদেশে ৪৫টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রতিষ্ঠিত হয় (উলাহ, ১৯৮০)।

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড)

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ হিসেবে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্স প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এ চালু করা হয়। সি-ইন-এড কোর্সটি জাতীয় দর্শন ও প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর ওপর ভিত্তি করে রচিত। এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের তাত্ত্বিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলন এর মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ রাখা হয়। কোর্সের মেয়াদকাল ০২টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল; প্রথম ০৯ মাস পিটিআইতে মুখোমুখী শিখন এবং শেষের ০৩ মাস নির্ধারিত বিদ্যালয়ে পাঠদান অনুশীলন। উক্ত শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুসমূহ ০৪ টি মডিউলে বিভক্ত ছিল। যথা- ক) প্রাথমিক শিক্ষা নীতি ও ধারণা খ) প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন শেখানো কৌশল গ) অনুশীলন ঘ) সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি। ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন দীর্ঘ মেয়াদি এই সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে এবং দেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিটিআই) এর মাধ্যমে এই দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। সি-ইন-এড শিক্ষাক্রমে মোট ১৫ টি বিষয়ে তাত্ত্বিক অংশে ৭৬০ নম্বর ও ব্যবহারিক অংশে ৪৪০ নম্বর সহ মোট ১২০০ নম্বরের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের করা হয়। তাত্ত্বিক মূল্যায়নের ৫০% অভ্যন্তরীণ (পিটিআই ভিত্তিক) ও ৫০% বহি: বোর্ড মূল্যায়ন হয়। অনুশীলন পাঠদান মূল্যায়নে অভ্যন্তরীণ ১০০ নম্বর ও বহি: মূল্যায়ন ১০০ নম্বরসহ মোট ২০০ নম্বরের মূল্যায়ন হয়, তাছাড়া সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ১০০ নম্বরের ব্যবহারিক মূল্যায়ন আছে। সি-ইন-এড কোর্সটি পরবর্তীকালে পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়স্তর সাথে মিল রেখে ১৯৯২ এবং ২০০১ সালে

[৩] প্রাগুক্ত।

পরিমার্জন করা হয় (নেপ, ২০১৫)। সি-ইন-এড কোর্স সফলভাবে সমাপ্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সি-ইন-এড বোর্ড, নেপ, ময়মনসিংহ থেকে সনদ প্রদান করা হয়।

ডিপোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ সি-ইন-এড কোর্স শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও এর মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে দেড় বছর মেয়াদি করার পরামর্শ প্রদান করে। সেই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১১ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য ১৮ মাস মেয়াদি ইন-সার্ভিস শিক্ষক প্রশিক্ষণ ডিপোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-কে শিক্ষাক্রম এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রথমত, ২০১২ সালে ৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রোগ্রাম শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালে দেশের ৬৭টি পিটিআই-এ তা চালু করা হয় (Akhter, ২০২১)। এই ডিপিএড কোর্সের মেয়াদ ১৮ মাস, যা ৪টি টার্মে শেষ করা হয়। সমগ্র শিক্ষাবর্ষের (১৮ মাস) জন্য ৯৬ ক্রেডিট ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে- (ক) তাত্ত্বিক বা পিটিআই ভিত্তিক কোর্সের জন্য ৪৭.৫ ক্রেডিট ঘণ্টা এবং (খ) বিদ্যালভিত্তিক অনুশীলনের জন্য ৪৮.৫ ক্রেডিট ঘণ্টা নির্ধারণ করা রয়েছে। গঠনবাদী শিখনতত্ত্ব ও শিক্ষকমানের আলোকে মুখোমুখি শিখন ও বিদ্যালয়ে অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে প্রতিফলনমূলক চর্চার মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক তৈরীর জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। তত্ত্বীয়/মুখোমুখি শিখনের জন্য পিটিআইভিত্তিক ১২টি কোর্স নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ০৫ টি বিষয়জ্ঞান কোর্স: বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়; ০৫ টি শিক্ষণবিজ্ঞান কোর্স: বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়; ০১ টি এক্সপ্রেসিভ আর্টস: চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা এবং সংগীত; ০১ টি পেশাগত শিক্ষা (০৪ টি খন্ড): প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, সংগঠন ও কৌশল, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিখন শেখানো পদ্ধতি, বিভিন্ন শিখন তত্ত্ব, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একীভূত শিক্ষা, কর্ম সহায়ক গবেষণা, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা এবং শিখন মূল্যায়ন কৌশল।

প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ অনুশীলনের (Teaching Practice) জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক দুইটি কোর্স- (ক) ১ম থেকে ৩য় টার্মে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ভিত্তিক ০১ টি কোর্স (খ) ৪র্থ টার্মে নিজস্ব বিদ্যালয়ভিত্তিক ০১টি কোর্স বা ইন্টার্নশীপ, যার মেয়াদ ৬ মাস। ডিপিএড কোর্সে শিক্ষার্থীদেরকে মোট ১২০০ নম্বরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে সনদ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ৬৭০ নম্বর পিটিআই কর্তৃক আভ্যন্তরীণ এবং ৫৩০ নম্বর নেপ কর্তৃক বহিঃমূল্যায়ন করা হতো। প্রথম টার্ম শেষে শিক্ষার্থীদের লিখিত ইন-কোর্স পরীক্ষা, তৃতীয় টার্ম শেষে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং চতুর্থ টার্ম শেষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমান মূলায়ন ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ডিপিএড কোর্স সফলভাবে সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়, ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সফল প্রশিক্ষণার্থীদের আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সনদ প্রদান করে, পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ডিপিএড বোর্ড, নেপ, ময়মনসিংহ থেকে সনদ প্রদান করা হয়।

খ) স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণসমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে থাকে। শেষ কয়েক দশকে পিইডিপি প্রোগ্রামের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে থাকে এবং সেসব স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পিটিআই ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) এর মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়। উলেখযোগ্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণসমূহ-

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ

যুগের চাহিদার নিরিখে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়, শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের অংশ হিসেবে পাঠ্যবই, শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রমের এইসব পরিবর্তন বিষয়ে অবগত করার জন্য মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এই প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করে কোর ট্রেইনার ও মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরবর্তীতে মাস্টার ট্রেইনারদের মাধ্যমে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এই শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে থাকে। সর্বশেষ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সারাদেশে কিছু সংখ্যক প্রধান শিক্ষককে ১০ (দশ) দিনব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়জ্ঞান এবং শিক্ষণবিজ্ঞানে কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিপদপ্তর পিডিইপি প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। মোট ৮টি বিষয়, যথা- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সংগীত বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬দিন। মাঠ পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য কোর ট্রেইনার ও মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়, এবং মাস্টার ট্রেইনারদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পিইডিপি-৪-এ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি বিদ্যালয় থেকে মূল বিষয়ে ২জন এবং সংগীত, চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে ১জন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (DPE, ২০১৮)।

চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ

বিদ্যালয় ও শিখন-শেখানো কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও স্থানীয়ভাবে বিদ্যালয় পাঠদান সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে পিইডিপি ৩ এর আওতায় চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রচলন করা হয়। এই প্রশিক্ষণটি ১৯৮৬ সালের পূর্বে 'ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ' এবং ১৯৯৩ সালের পূর্বে এ প্রশিক্ষণ 'সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ' নামে পরিচিত ছিল (ডিপিই, ২০১১)। এই চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণটি পূর্ব নির্ধারিত একটি বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, প্রতি সাব-ক্লাস্টারের ৫-৬টি বিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষক বিদ্যালয়ে সমবেত হয়ে এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। এইউইও/এটিইও এবং একজন শিক্ষক একটি লিফলেট অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করে থাকেন। প্রতি তিন মাসে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়।

একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্কুল ক্যাচমেন্ট এলাকার আওতাভুক্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকল শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে, তাই ভর্তিকৃত স্বল্প এবং মাঝারি ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিখন পরিকল্পনা ও শিখন পরিচালনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ইতিমধ্যে, ডিপিই একীভূত শিক্ষা বিষয়ক তিনটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করেছেঃ শিক্ষকদের জন্য ম্যানুয়াল, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ম্যানুয়াল এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) ম্যানুয়াল। প্রথমদিকে এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৩দিন, পরবর্তীতে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এই প্রশিক্ষণটি ৫ দিনে উন্নীত করা হয়।

শিক্ষায় তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার নিরিখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য সরকার আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও শ্রেণিকক্ষে তা কার্যকরভাবে প্রয়োগের বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিইডিপি-২ এর আওতায় শিক্ষকগণের জন্য প্রথম এই আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং বর্তমানেও এই প্রশিক্ষণ চালু আছে । এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১২ দিন এবং প্রতিটি পিটিআই-এর সুসজ্জিত আইসিটি ল্যাবে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ব্যাচে ২৫জন শিক্ষক এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

নবনিযুক্ত শিক্ষকগণের জন্য ইনডাকশন প্রশিক্ষণ

প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে, নবনিযুক্ত এইসব শিক্ষকগণকে বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন। এরই প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নবনিযুক্ত শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করো তোলার জন্য ইনডাকশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিইডিপি-২-এর আওতায় ২০১০ সালে এই প্রশিক্ষণ চালু করে এবং বর্তমানেও তা চালু আছে। ম্যানুয়াল ভিত্তিক এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১২ দিন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১১ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে শ্রেণিকক্ষ সম্প্রসারণ করে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। নবনিযুক্ত এইসব প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করো তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রারম্ভিক (ওরিয়েন্টশন) প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১৫ দিন, উপজেলা/থানা পর্যায়ে ইউআরসিতে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন এবং টেস্ট এডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক স্তরে ১৯৯২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু হলেও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি গতানুগতিক ছিল। ২০১২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষকগণকে যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদ তৈরিতে দক্ষ করে তোলা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য ২০১২ সাল থেকে এই যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন এবং টেস্ট এডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩দিন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এই প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল তৈরি করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষকদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং ইউআরসির মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন করে।

লিডারশিপ ট্রেনিং

একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিইডিপি৩-এর আওতায় প্রধান শিক্ষকদের জন্য ২১দিনের লিডারশিপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণের প্রথম ৬দিন হলো তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তারপর পর্যায়ক্রমে ১দিন বিদ্যালয় পরিদর্শন, ২দিন অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন, ৭ দিন নিজ বিদ্যালয়ে অনুশীলন এবং শষ ৫দিন প্রতিফলনমূলক ও চূড়ান্ত আলোচনা সংক্রান্ত কার্যক্রম। এই লিডারশিপ ট্রেনিং মাঠ পর্যায়ে ইউআরসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় (নেপ, ২০২১)।

৩. ডিপিএড প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন যৌক্তিকতা (Rationale of Training Curriculum Revision):

প্রাথমিক শিক্ষায় ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭ টি বিভাগীয় পর্যায়ের পিটিআইতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল ডিপিএড প্রশিক্ষণ। পর্যায়ক্রমিকভাবে এ প্রশিক্ষণ ৬৭টি পিটিটিআইতে পরিচালিত হয়েছে এবং চলমান। শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্কস্থাপন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতার বিকাশসাধন করাই ছিল এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। অদ্যবধি পাইলটিং পর্যায়ে পরিচালিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ কারিকুলাম শিক্ষকের কাঙ্খিত দক্ষতার চাহিদা পূরণে কতটা সফল তা গবেষণা (DPEd Effectiveness Evaluation Study, Page-৬১) ফলাফলে স্পষ্ট করা হয়েছে। তদুপরি বিশ্বায়নের চাহিদাপূরণ, বাস্তবচাহিদা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যহীন ডিপিএড শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সময়ের দাবী হিসেবে বিবেচিত।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের যৌক্তিক ভিত্তি: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক শিক্ষা মুডে (education mood) পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ইফেক্টিভনেস মূল্যায়ের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক জনাব সালমা আখতারের মাধ্যমে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত মূল্যায়ন গবেষণা কার্যক্রমের সিদ্ধান্তসমূহ ডিপিএড শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। তাছাড়া এ শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে স্টেকহোল্ডার মতামত এবং ডিপএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৬৭ জন শিক্ষকের উপর পরিচালিত মতামত জরিপের ফলাফল এবং ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত ডিপিএড শিক্রাক্রম রিভিউ রিপোর্ট (Review report of DPEd curriculum, April 2022) অনুযায়ী এ শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম উন্নয়নে নতুন দিক নির্দেশনার মূল ভিত্তি।

১. ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডির সিদ্ধান্তসমূহ:

১.১ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা: বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় মূলত সে দেশের জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের সফল বাস্তবায়নের জন্য। বাংলাদেশেও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম বাস্ত বায়নে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মৌলিক প্রশিক্ষণ হলো ডিপিএড প্রশিক্ষণ। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য পরিচালিত ডিপিএড কারিকুলামের সাথে জাতীয় কারিকুলামের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে (DPEd Effectiveness Evaluation Study 2020, Page-৪৩)। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সাথে ডিপিএড কারিকুলামের সমন্বয়করণ পূর্বক এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিএড কারিকুলাম পরিমার্জন অবশ্যম্ভাবী ।

১.২ পুস্তক সর্বস্য বিষয়বস্তুর আধিক্য ও বিষয়বস্তু বর্ণনামূলক: ডিপিএড প্রশিক্ষণের রিসোর্স বুকসমূহের বিষয়বস্তু বেশিরভাগই বর্ননামূলক এবং উপস্থাপনায় সুসংগততার অভাব সুস্পষ্ট এবং যা প্রশিক্ষণবান্ধব নয়। তাই ডিপিএড ইফেক্টিভনেস এভ্যালুয়েশেনের অন্যতম সুপারিশ হচ্ছে, ২৯টি বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও রিসোর্সবুক এর ভারে জর্জরিত ডিপিএড প্রশিক্ষণের বিষয় ও বিষয়বস্তু বাস্তবতার নিরিখে সহজ ভাষায় পরিমার্জন করা এবং সংখ্যার আধিক্য প্রয়োজন মাফিক করা। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক

তথ্য সংযোজন, জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ, বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদের অধিক ব্যবহার এড়িয়ে চিত্রাঙ্কন সারণী ব্যবহার করা, শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগে reflecting constructivist নীতির প্রতিফলন ঘটানো এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক অধ্যায় সংযোজন করা যেতে পারে।

১.৩ বাংলা বা গণিতে প্রস্তাবিত শিখন কৌশলগুলো (ডিফারেনসিয়েটেড লার্নিং কৌশল) শিক্ষক সংস্করণে প্রস্তাবিত কৌশলগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১.৪ ডিপিএড প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুসমূহ তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রেক্ষিতে নির্বাচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদেরও বিষয়জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

১.৫ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালসমূহ ডিফারেনসিয়েটেড লার্নিং তত্ত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নকৃত যা শিক্ষক সংস্করণে প্রস্তাবিত কৌশলগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১.৬ ডিপিএড প্রোগ্রামে শিখন-শেখানো কাজে Independent and Collaborative শিখনকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় খুব অল্প সংখ্যক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যায় যাদের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে।
১.৭ বেশিরভাগ পিটিআই এর শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে এখনও প্রশ্ন-উত্তর এবং বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা উপকরণ ও সম্পূরক উপকরণের ব্যবহার অপ্রতুল।

১.৮ বিভিন্ন কারণে মূল্যায়নের অস্পষ্ট ধারণা, কোনো সুস্পষ্ট কাঠামো এবং ইনডিকেটর নেই প্রভৃতি। মূল্যায়ন পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা যায়নি। যদিও প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষকের মান অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের মতামত রেকর্ড করার কথা এবং এই মতামতগুলি পিটিটিআই প্রশিক্ষকদের দ্বারা চূড়ান্ত মূল্যায়নের ভিত্তি, কিন্তু এটি নিয়মিত এবং সঠিকভাবে করা হয় না। এই ধরনের পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে, টিচার স্ট্যান্ডার্ডের মূল্যায়ন যা ডিপিইড প্রোগ্রামের একটি অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া তা যথাযথ হচ্ছে না ফলে ডিপিএড প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

১.৯ ডিপিএড প্রোগ্রামে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রশিক্ষকই উন্নয়নের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না।

গবেষণালব্ধ সুপারিশসমূহ:

১.১০ অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ডিপিএড ফ্রেমওয়ার্কটি পর্যালোচনা ও সংশোধনের আওতায় আনা যেতে পারে বিশেষ করে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সেকশনে;
১.১১ বাস্তবতার নিরীখে ডিপিএড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং গাইডবুকসমূহ পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা যেতে পারে বা এটিকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে;
১.১২ শিক্ষকের মূল যোগ্যতাসমূহ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সূচকগুলো সুস্পষ্ট ও সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা উচিত। বিভিন্ন যোগ্যতা মূল্যায়নকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য মূল্যায়নে একটি রুব্রিক্স অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
১.১৩ ডিপিএড প্রোগ্রাম/প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। ইন্টারেক্টিভ ক্লাসরুম শিক্ষার্থীদের বিশেষণধর্মী/ যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের শিখতে উৎসাহিত করে এবং তারা যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তিক, সংগঠন, সময় ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীল চিন্ত াভাবনা এবং উদ্ভাবন, নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
১.১৪ ডিপিএড প্রশিক্ষণের মোট ক্রেডিট ঘন্টা ৯৬ (১ ক্রেডিট ঘন্টা = ১৫ ঘন্টা)। বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজির মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্রেডিট ঘন্টা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে কোর্স ক্রেডিট ঘন্টা ভারসাম্যপূর্ণ ও যৌক্তিক হয়।
১.১৫ ডিপিএড প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১৮ মাস। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মতামত দিয়েছেন যে ৪র্থ টার্মের ০৬ মাসের ইন্টার্নশিপ বাদ দেয়া যেতে পারে এবং ডিপিএড এর সর্বমোট সময়কাল বারো মাস (এক বছর) এ করা যেতে পারে।
১.১৬ ডিপিএড প্রোগ্রামে গাঠনিক মূল্যায়নের উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার অভীক্ষাপদসমূহ প্রায়শই মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করছে। অভীক্ষার অভীক্ষাপদসমূহ এমন হওয়া উচিত যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা স্মৃতি থেকে উত্তর না দিয়ে সৃজনশীল হয়ে বিশেষণধর্মী উত্তর প্রদানে অভ্যস্থ হয় এবং যা পেশাগত দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত হয়।

২. ডিপিএড পরিমার্জনের নিমিত্ত আয়োজিত সভায় সংশিষ্ট অংশীজনের মতামত:

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২১ এ শিক্ষর্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতা ও পেশাদারীত্বের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ডিপিএড শিক্ষাক্রম প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা;
- পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এই প্রশিক্ষণটি প্রি-সার্ভিস হিসেবে প্রদান করা হয়, এটিও ভেবে দেখা যেতে পারে;
- প্রাথমিক শিক্ষায় এক নজরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখা যায় এমন প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন;
- এই প্রশিক্ষণটি এডুকেশন মোড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এটি মেন্যুয়াল ও কার্যক্রমভিত্তিক (Activity Based) হওয়া আবশ্যক;
- প্রশিক্ষণ অধিবেশন ও শিখনফলের চাহিদা অনুসারে এর যৌক্তিকভাবে সময়কাল নির্ধারণ করা আবশ্যক;
- চাহিদা অনুসারে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উপকরণ পরিমার্জন করা আবশ্যক;
- কনটেন্টের চাহিদার ভিত্তিতে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্সের সময়কাল নির্ধারণ করা উচিৎ;
- জাতীয় শিক্ষাক্রমের বিষয়ভিত্তিক শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা;
- প্রশিক্ষণের জন্য বইয়ের সংখ্যা কমানো জরুরী। প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে আনন্দ পায় এমনভাবে এই প্রশিক্ষণটির ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজানো উচিৎ;
- বিষয়জ্ঞান (Subjective Knowledge) এবং শিখনজ্ঞান (Professional Knowledge) এর অংশ একীভূত করে ম্যাটেরিয়াল প্রণয়ন করা আবশ্যক;
- কার্যক্রমভিত্তিক এবং হাতে কলম পদ্ধতিতে প্র্যাকটিস টিচিং রাখা;
- শিক্ষাক্রমটিতে সুস্পষ্ট মূল্যায়ন, মেন্টরিং, মনিটরিং এবং পরিমার্জন ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা নেই;
- ৪র্থ টার্মের ০৬ মাসের ইন্টার্নশিপ বাদ দেয়া যেতে পারে এবং ডিপিএড এর সর্বমোট সময়কাল বারো মাস (এক বছর) এ করা। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক এ কোর্সটির মেয়াদ ৬ মাস থেকে ৯ মাস করার সুপারিশ করেছে।

৪. ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত ডিপিএড শিক্রাক্রম রিভিউ রিপোর্টের সুপারিশসমূহ

- ডিপিএড প্রশিক্ষণটির সময়সীমা ১৮ মাসের পরিবর্তে ১ বছরে কমানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ে অনুশীলনের সময় প্রয়াজনীয় ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন-শেখানো দক্ষতার পরিশীলন ও উন্নয়নের সুযোগ থাকা ও জরুরি।
- ডিপিএড প্রশিক্ষণটির শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও বিষয়জ্ঞান কিছুদিন পড়ানোর পর মিশ্রপদ্ধতি (Blended)/ এলএমএস ব্যবহার করে শিক্ষকদের তাত্ত্বিক ও বিষয়জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করা যেতে পারে। তাতে একদিকে যেমন প্রশিক্ষণের ব্যয় সাশ্রয় করবে এবং অন্যদিকে শিক্ষককে তার নিজের বিদ্যালয়ে পূর্বের তুলনায় বেশি সময় দিতে সহায়তা করবে।
- ডিপিএড শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সহায়িকা এবং ডিপিএড প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে পেশাগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের একটি নিবিড় সংযোগ থাকা প্রয়োজন ।
- বর্তমান ডিপিএড শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সকল শিক্ষককে পেশাগত বিষয়ের পাশাপাশি সকল বিষয়েই (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং শিল্পকলা) অধ্যয়ন করতে হয়। বিস্তৃত বিষয়বস্তু পড়ানোর পরিবর্তে শিক্ষকদের শিখন-শেখানো দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন।
- যেহেতু ডিপিএড প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দঘন পরিবেশে শিখনে সহয়তা করা, তাই এই প্রশিক্ষণে খেলার ছলে বা আনন্দের মাধ্যমে কীভাবে শিশুদের শেখানো যায় সেই ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা, সামাজিক-আবেগীয় চাহিদা এবং বিভিন্ন মানসিক চাপ চিহ্নিত করতে পারার দক্ষতা শিক্ষকগণের থাকা প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষকদের ডিপিএড প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে মানসিক স্বাস্থ্য, সহমর্মীতা, মনযোগ, মানসিক চাপ এবং সর্বোপরি নিজের যত্নের বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।
- ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি শিখন ও শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলনে বেশি নম্বর বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

পিইডিপি ৪ এর পরিমার্জিত অনুমোদিত ডকুমেন্ট: পিইডিপি৪ এর অনুমোদিত ডকুমেন্টে ডিপিএড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন বিষয়ে বলা হয়েছে, ডিপিএড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ক্ষেত্রে এটিকে শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ ছাড়া উক্ত ডকুমেন্টের ডিএলআই সংজ্ঞায়নে বলা হয়েছে, পরিমার্জিত ডিপিএড শিক্ষাক্রমে যুগোপযোগী 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের' প্রতিফলন থাকতে হবে (RDPP,120)।

ডিপিএড সংশিষ্ট গবেষণার সুপারিশমালা ও স্টেকহোল্ডারদের মতামতে ডিপিএড শিক্ষাক্রমের সীমাবদ্ধতা এবং পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণের দিকনির্দেশনা ও স্পষ্টিকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা ফলাফল নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে সভায় আয়োজন করা হয়েছে। গবেষণা, স্টেকহোল্ডার মতামত এবং মন্ত্রণালয়ের সভার মতামত অনুযায়ী এ কথা স্পষ্ট যে, ডিপিএড শিক্ষাক্রম নতুন আঙ্গিকে এটিকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক। এ শিক্ষাক্রমের ডেলিভারি এপ্রোচ শিক্ষা মোড হতে এটিকে কার্যক্রমভিত্তিক (Activity Based) ও হাতেকলমে শিক্ষা (Hands on Learning) মোডে বা মডিউলভিত্তিক প্যারাডাইম শিফট করা আবশ্যক। সকল সুপারিশের ভিত্তিতে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌক্তিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম হওয়া উচিৎ যে শিক্ষাক্রমে সকল প্রশিক্ষণ এক নজরে (At a glance) দেখা যায়। যে প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে মৌলিক প্রশিক্ষণ, পৌনঃপুনিক পেশাগত উন্নয়ন সংশিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ থাকে এবং এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে উঠবে পেশাদার দক্ষ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, মেন্টর, মনিটর, মূল্যায়নকারী এবং গবেষক।

৫. শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত কতিপয় ধারণার সংজ্ঞায়ন (Using Conceptual Definations in PTTC):

৫.১ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম (Primary Teacher's Training Curriculum):

শিক্ষাক্রম মূলত: শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত বৃত্তাকার গতিশীল প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে টাইলর (Tylor, 1949) এর অভিজ্ঞতা হলো, শিক্ষা কী কী উদ্দেশ্য অর্জন করবে?, কী কী শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসব উদ্দেশ্য অর্জন করবে?, কিভাবে এসব শিখন অভিজ্ঞতাগুলো সংগঠিত ও বিন্যাস করা যাবে?, এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না তা কিভাবে যাচাই করা যাবে? । এই চারটি প্রশ্নের উত্তরের শৃঙ্খলিত রূপই হলো শিক্ষাক্রম। সকল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকৃতির। তবে এটি লক্ষ্যদল (Target group), এদের চাহিদা, পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এর প্রণয়ন ধারাক্রমে কিছুটা পরিবর্তন এনে এটিকে বিন্যাস করতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম মূলতঃ শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষকদের চাহিদা, শিখন পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ভিত্তিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, নানা রকম শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিক্ষাদানের কলাকৌশল সংক্রান্ত পরামর্শ, বাস্ত বায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং পরিমার্জন বিষয়ের একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। বৈশিষ্টগত দিক দিয়ে, এ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের যোগ্যতার বর্ণনা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের যৌক্তিকতা, বিষয়বস্তু, প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি, সহায়কদের (প্রশিক্ষক, মেন্টর, মনিটর, মূল্যায়নকারী ও গবেষক) সম্পর্কে যথাযথ তথ্য, শিক্ষাক্রম বাস্ত বায়ন প্রক্রিয়া, ফলাফলের মূল্যায়ন পদ্ধতি, সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ উপকরণ, মেয়াদকাল প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত উলেখ রয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষকদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়নে প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, পরিবর্ধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবসথার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণ চাহিদা ও ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর ম্যাপিং করে প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণের স্বতন্ত্রতা দান করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ (মৌলিক , ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ) বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এখানে মৌলিক প্রশিক্ষণ মূলতঃ পরিমার্জিত ডিপিএড শিক্ষাক্রমের সমপর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ। দেশ ও বিদেশের সকল পেশাদার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মৌলিক প্রশিক্ষণ পেশার বুনিয়াদ হিসেবে যেসকল শিখন স্তম্ব অত্যাবশ্যক তা বিবেচনায় নিয়ে এই প্রশিক্ষণটি নবাগত শিক্ষক ও কর্মকর্তার জন্য পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষায়ও এই প্রশিক্ষণটি নতুন শিক্ষকদের পেশার বুনিয়াদ হিসেবে ডিপিএড কোর্সের পরিবর্তে এটি পরিচালিত হবে।

৫.২ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক (Primary Teachers' Training Curriculum Framework): প্রশিক্ষণ ফ্রেমওয়ার্ক মূলতঃ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি সৃশৃঙ্খল কাঠামো যা, কতগুলো পরস্পর সম্পর্কবদ্ধ উপাদানের ধারাক্রম। প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্কের এই চক্রাকারে লক্ষ্য দলসমূহের (Target group) যোগ্যতা ও পেশাগত আদর্শমান বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট রূপকল্প (Vision) এবং এই রূপকল্প পরিপূরণে স্পষ্ট অভিলক্ষ্য (Mission), পরিমাপযোগ্য উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণে শিখন স্তম্ভ (learning Pillars), শিখন উপস্তম্ভ (learning sub-pillars) নির্ধারণ ও স্তম্ভভিত্তিক ধারণা ম্যাপিং (Concept mapping) করে

প্রশিক্ষণ ধরন (Training Types) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, শিখনফল এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ধরনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। তাছাড়া এ শিক্ষাক্রম ফেম্রওয়ার্কে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিমার্জনের ধারাক্রম বর্নিত হয়েছে যা ফ্রেমওয়ার্ক কাঠামোর অংশ।

৫.৩ ডিপিএড শিক্ষাক্রম (DPEd Curriculum): বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি-এন-এড) কোর্সটি পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপোমা-ইন-এডুকেশন (ডিপিএড) কোস চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কোসটির মূল বৈশিষ্ট্য এটি এডুকেশন মোডে পরিচালিত এবং বাস্ত বায়িত। এটি মূলতঃ একটি শিক্ষা কোর্স যা, তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর কতগুলো পাঠ্যবইয়ের সমাহার। এই কোর্সটিতে তথ্য পুস্ত ক, নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি তথ্য সম্বলিত বই রয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সটির মূল্যায়ন পদ্ধতিও পরীক্ষা নির্ভর। এই কোর্সটি পরীক্ষামূলক প্রবর্তনের পশ্চাতে কোন গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সিদ্ধান্ত ছিলনা। কোর্সটি ২০১২ সালে ৭টি প্রাইমারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিটিআই) পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে ৬৭টি পিটিটিআই এ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে এর সম্প্রসারণের পশ্চাতে ১১টি মনিটরিং প্রতিবেদন হলেও এর পেছনে কোন মূল্যায়ন গবেষণার প্রমান মেলে না। ২০১৯ সালে এই কোর্সটির উপরে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যার সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ডিপিএড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এটিকে শিক্ষাক্রম বলা হলেও এটির প্রণয়ন রূপরেখায় এর সংজ্ঞায়ন এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধারাক্রম অনুসরণ করা হয়নি। ডিপিএড শিক্ষাক্রম বলা হলেও এর শিক্ষাক্রম অংশে (ডিপিএড শিক্ষাক্রম, পৃ.১৭) ডিপিএড কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এ ডকুমেন্টে বলা হয়েছে কোর্সের রূপরেখা। মূল্যায়ন অংশেও এই কোর্সটির কাঠামো সম্পূর্ণই শিক্ষা মোডে পরিচালিত হয়েছে।

৫.৪ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম মডেল বা ফ্রেমওয়ার্ক (Training Curriculum Framework):
প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বহু বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে হয়। যেমন, জাতীয় শিক্ষা নীতি, দেশে গড়ে ওঠা প্রশিক্ষণ দর্শন, বিভিন্ন শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের উপর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল ও সিদ্ধান্তসমূহ, প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রভৃতি। এই শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক গঠনেও বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই ফ্রেমওয়ার্কটি গঠনে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম মডেল হলো যে শিক্ষাক্রম মডেল অনুসরণ করে চাহিদাভিত্তিক যে নতুন ফ্রেম বা মডেল বিনির্মাণ করে শিক্ষাক্রমটি উন্নয়ন করা হয় তার অনুসৃত প্রক্রিয়া।

৬. প্রশিক্ষণ ফ্রেমওয়ার্ক বিনির্মাণে অনুসৃত শিক্ষাক্রম মডেলসমূহ (Using Curriculum Models for Formulating Training Curriculum Framework):

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম (পিটিটিসি) নক্সা প্রণয়নে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবক্তার মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এনসিটিবি ডিজাইনকৃত শিক্ষাক্রম মডেলও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নিম্নে পিটিটিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন সংশিষ্ট মডেলসমূহ উলেখ করা হলো:

প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম হলো প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রাণ কেন্দ্র যা শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা রাফটাইলার ১৯৪৯ সালে সর্ব প্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া তত্ত্ব প্রদান করেন। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সর্ম্পকে অন্যান্য প্রবক্তাদের মধ্যে হিলডা তাবা (১৯৬২), হুইলার (১৯৬৭), কার (১৯৬৮), ইরাট (১৯৭৫), লিউই (১৯৭৭) প্রমূখ বিশেষজ্ঞজনের নাম উলেখযোগ্য। তাঁদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। পেশাভিত্তিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা বলতে শিক্ষাক্রম সুষ্ঠুভাবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ও জনসম্পদের পুর্বপরিকল্পনাকে বুঝানো হয়। সাধারণত এ ধরনের পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, প্রশিক্ষক বা সহায়ক, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বিশেষজ্ঞ, শিখন উপকরণবিদ প্রভৃতি জনসম্পদ ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। উলেখিত বিষয়গুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ ছাড়াও শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী বা শিক্ষার্থীদের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা হয় । তবে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় নিচে উলেখিত বিষয়ের দিক অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে-

- জাতীয় শিক্ষা দর্শন, শিক্ষক উন্নয়ন কর্মকান্ড, সামাজিক মূল্যবোধ ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক;
- জাতীয়ভাবে চিহ্নিত প্রশিক্ষণ চাহিদা ও ভবিষ্যতব্য কর্মসংস্থানগত উপোযোগিতা;
- জাতীয় ও আর্ন্তজাতীকভাবে স্বীকৃত প্রযুক্তিগত চাহিদা ও প্রযৌক্তির পরিবর্তন ধারা;
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদা;
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপর ফলপ্রসূতা পরিমাপনভিত্তিক গবেষণা;
- মাধ্যমিক উৎস পর্যালোচনা;
- প্রশিক্ষণের ধরন ও সময়কাল।

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার আধুনিক মডেল : শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন মডেল অনুসরণ করা হয়। নিচে শিক্ষাক্রম কয়েকটি মডেলের উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো-

এরিহ লিউই (Arieh Lewy) শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল: এরিহ লিউই তাঁর শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় তিনটি ধাপ অনুসরণ করেছেন। তিনি এই তিন ধাপে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সকল বিষয়ই অর্ন্তভুক্ত করেছেন যা নিচে উপস্থাপনা করা হলো-

ধাপ	উপাদান
পরিকল্পনা পরিলেখ	▪ উদ্দেশ্য ▪ বিষয়বস্তু ▪ শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিখন ও শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন	▪ শিখন সামগ্রি রচনা ▪ শিখন সামগ্রী বিন্যাস ▪ নতুন শিখন সামগ্রির উপযোগিতা বাছাই ▪ চূড়ান্তকরণ
বাস্তবায়ন	▪ বিস্তরণ • প্রযোজনীয় যোগান ২. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ • পরীক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় ৪. অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ▪ গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ▪ পুনরাবর্তন

বাস্তব জীবন পরিবেশ ভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা : ১৯৯২ সালে এ মডেলটি ইউনেস্কো এবং এসসিটিবি এর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গবেষণারত শিক্ষার্থীরা উদ্ভাবন করেন যা পরবর্তীকালে ব্যাংককের ইউনেস্কোর আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক গৃহীত হয় । এ মডেল উদ্ভাবনে গবেষকরা বাস্তব জীবন পরিবেশের আলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে কিছু কিছু বিষয় ধারণা এবং অংশবিশেষ সনাক্ত করে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার এ মডেলে সংযুক্ত করেন। এ মডেল অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় ৫টি ধাপ অনুসরণ করা হয়

যা নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

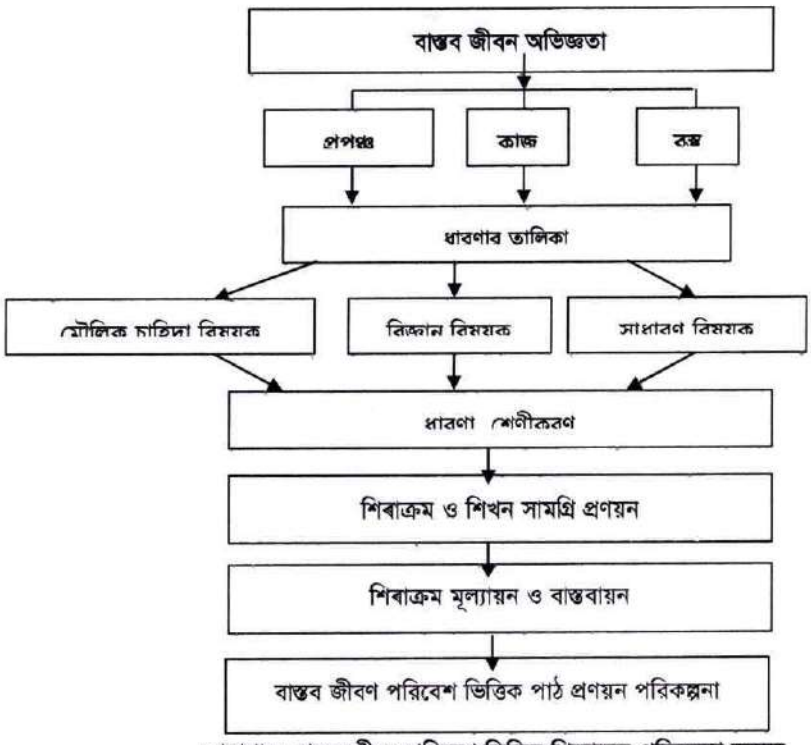

ডায়াগ্রাম: বাস্তব জীবন পরিবেশ ভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল

সেলার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা : সেলার ও তার দুই সহকর্মী "Curriculum Planning for better teaching and Learning" গ্রন্থে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা সমন্ধে বহু মডেল ও নকশা উলেখ করেছেন এবং শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকে তাঁরা এ ভাবে সঙ্গায়িত করেছেন "... a plan for providing sets of learning opportrunites for persons to be educated"।

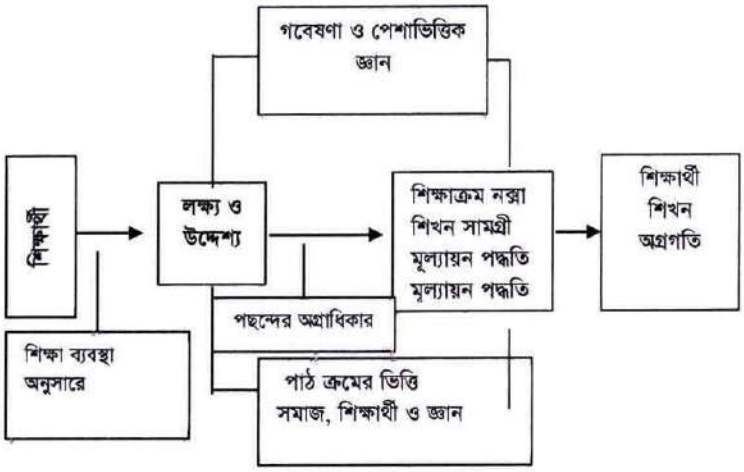

ডায়াগ্রাম: সেলার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা মডেল

হজ হবিজের আধুনিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা : হজ হবিজে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় ৭ টি উপাদানের কথা উলেখ করেছেন যা একটি বৃত্তকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে সর্ম্পকযুক্ত। এ মডেলটি আধুনিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এ মডেলের প্রত্যেকটি উপাদান পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। নিচে চিত্রের সাহায্যে এ মডেলটি উপস্থাপনা করা হলো-

ডায়াগ্রাম : হজ হবিজ পাঠ পরিকল্পনা মডেল

মতিলাল শর্মার আধুনিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল : ইউনেস্কো ব্যাংককের ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের জনসংখ্যা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ তাঁর জনসংখ্যা শিক্ষা পুস্তকে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে ৫টি ধাপ অনুসরণ করার কথা বলেছেন । ধাপগুলো হলো যথাক্রমে লক্ষ্য প্রণয়ন, বিষয়বস্তু চয়ন, শিখন সামগ্রি উন্নয়ন, শিখন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও মূল্যায়ন। বর্তমানে শিক্ষাক্রমের উপর এ মডেলটি অধিক প্রচলিত। নিচের চিত্রের সাহায্যে মডেলটি উপস্থাপনা করা হলো-

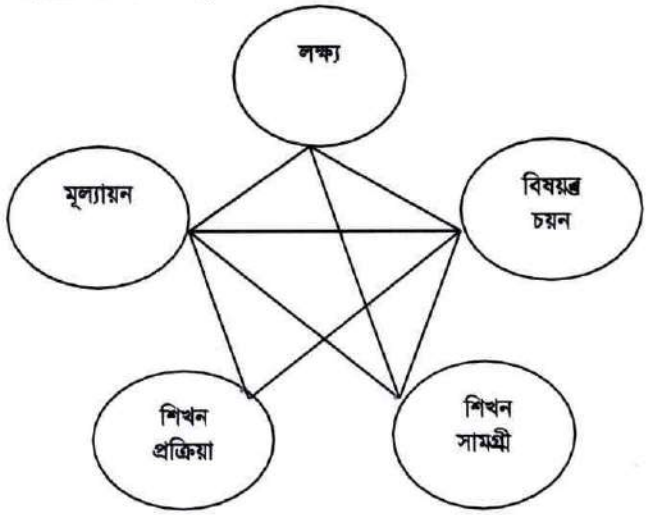

ডায়াগ্রাম: শর্মার শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেলটি বিনির্মাণে আরও অনেকগুলো শিক্ষাক্রম মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে টাইলার তত্ত্ব উলেখযোগ্য। এ তত্ত্বে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কতগুলো স্তরের কথা উলেখ করেছে। যেমন:

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
- বিষয়বস্তু নির্ধারণ;
- শিখন অভিজ্ঞতা সংগতিকরণ ও বিন্যাস;
- মূল্যায়ন।

হিলডা তাবা তত্ত্বেও প্রায় একই প্রকৃতির স্তর বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। চাহিদা নিরূপণ উদ্দেশ্য নিরূপণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয়বস্তু সংগতিকরণ, শিখন অভিজ্ঞতা নির্ধারণ, শিখন অভিজ্ঞতা বিন্যস্ত, মূল্যায়ন। তবে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেলটি প্রণয়নে উপরের শিক্ষাক্রম মডেলসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া DPEd Effectivness Study-2020 এর সুপারিশ, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত ডিপিএড শিক্রাক্রম রিভিউ রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তব পরিস্থিতির বিশেষণের জন্য অংশীজনের মতামত, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ফলাফল, শিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা, শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বৈশিষ্টগত পরিবর্তন প্রভৃতি উপাদানগত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া অভ্যন্তরীণ উপাদান বিশেষণের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষকদের জ্ঞান, দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত আদর্শমান, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিচেনায় নেয়া হয়েছে।

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের ফেমওয়ার্ক বা মডেল প্রণয়নে উপরিক্ত মডেলের পর্যায়ক্রমিক স্তর এবং বাস্তব অবস্থা বিশেষণ করে রূপকল্প, অভিলব্ধ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

অধ্যায়: দুই

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষাক্রম
Primary Teachers' Training Curriculum

২.১ রূপকল্প (Vision):
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন পেশাদার শিক্ষক গড়ে তোলা;

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission):
পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি।

২.৩ উদ্দেশ্য (Objectives of the Training Curriculum):
- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা উন্নয়নে পেশাগতজ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন এবং দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত শিক্ষক গড়ে তোলা;
- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নে নৈতিক মূল্যবোধ, পেশাদার ও অংগীকারাবদ্ধ শিক্ষক গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীবান্ধব বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে দক্ষ নেতৃত্বসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করা;

২.৪ শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও যোগ্যতাসমূহ (Skills and Competencies of the Learners): [জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বর্ণিত। জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও যোগ্যতাসমূহ বিকাশেই মূলত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম। এ কারণে এ অংশে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অবতারণা করা হয়েছে।]

২.৪.১ মূল্যবোধ
মূল্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের পথনির্দেশক নীতি বা বিশ্বাস (Guiding principles/beleifs) যা যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত, সমাধান বা অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ গড়ে উঠে যা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়। মূল্যবোধ, জ্ঞান দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বিদ্যমান। ধরন অনুযায়ী মূল্যবোধকে বিভিন্নভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা যায় যেমন, ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, মানবিক ইত্যাদি। শিক্ষায় মূল্যবোধের চর্চা, অনুসরণ ও উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। যেহেতু মূল্যবোধ সকল ধরনের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপকেই প্রভাবিত করতে পারে সেহেতু শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে নিজ দেশ ও সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত ইতিবাচক মূল্যবোধ তৈরি, চর্চা, অনুসরণকে উৎসাহিত করা হবে – যা শিক্ষাক্রমের রূপকল্প অর্জনে ভূমিকা রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে হলে সেগুলো অর্জন করতে হবে চেতনা সংশিষ্ট মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে। এই মূল্যবোধসমূহের উৎস হলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় পরিচয় ও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট এবং বৈশ্বিক মূল্যবোধসমূহ। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব মূল্যবোধ চর্চার বিষয় এই শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলো হলো:

- **সংহতি:** এক হয়ে থাকার মানসিকতা। ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অগ্রাধিকারকে পেছনে রেখে কতগুলো সামষ্টিক ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিপ্রক্ষিতে সকলে মিলে বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা।
- **দেশপ্রেম:** ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ দেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে দেশপ্রেম।
- **সম্প্রীতি:** ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদের মধ্যেও বিদ্যমান দৃঢ়তাসমূহের সম্মিলনে সর্বোচ্চ ঐক্য প্রদর্শন এবং বজায় রাখাই হচ্ছে সম্প্রীতি।

- **পরমতসহিষ্ণুতা:** ভিন্নমত বা ভিন্ন চিন্তাধারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রর্দশন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের অনুসারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা।
- **শ্রদ্ধা:** স্থায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ সকল মানুষের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুণাবলির আলোকে পারস্পরিক ইতিবাচক অনুভূতির প্রকাশই শ্রদ্ধা বা সম্মান।
- **সহমর্মিতা:** অন্যের মনের অবস্থা ও অনুভূতি আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।
- **শুদ্ধাচার :** শুদ্ধাচার মানে নিজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যেকোনো পরিস্থিতিতে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পরীবিক্ষণ ছাড়াই নিজ দায়বদ্ধতা থেকে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়াই শুদ্ধাচার। চেতনা ও মূল্যবোধ বিমূর্ত অনুভূতি, বোধ বা ধারণা। এগুলোর অনুসরণ ও চর্চা হলো কিনা তা বোধগম্যতার সূচক হল মানুষের মাঝে কী কী গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হল তা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। প্রত্যাশিত গুণাবলি হলো:

গুণাবলি	বর্ণনা
সততা	একটি নৈতিক গুণ যা সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করতে উদ্বদ্ধ করে
উদ্যম	দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা
গণতান্ত্রিকতা	পরমতসহিষ্ণু এবং সকলের মত প্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল
অসাম্প্রদায়িকতা	নিজ সম্প্রদায়সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল
উদ্যোগ	কোনো কাজ বা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া ও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত থাকা
ইতিবাচকতা	কোনো কাজ, কথা, ঘটনা বা বিষয়ের ভাল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া
নান্দনিকতা	সৃজনশীল কাজের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চর্চা করার মননশীল মনোভাব পোষণ করা
মানবিকতা	মানুষ ও সৃষ্টি জগতকে ভালবাসা, পরিচর্যা করা, সংরক্ষণ করা ও নিরাপত্তা প্রদানে সচেষ্ট হওয়া
দায়িত্বশীলতা	সকল দায়িত্ব ও কাজ সময়মত, গুরুত্ব সহকারে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা

২.৪.২ দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে, শিখনের মাধ্যমে অর্জিত প্রবণতা বা সক্ষমতা, যা সচেতন বা অসচেতনভাবে কোনো বিষয়কে মূল্যায়ন করা অথবা কোনো ধারণা, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি নির্দিষ্ট উপায়ে সক্রিয় হওয়া বা সাড়া দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি উপাদানকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে-

- ব্যক্তিগত বিশ্বাস;
- ইতিবাচক সামাজিক রীতি সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং
- আত্মবিশ্বাস।

২.৪.৩ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা

দক্ষতা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষমতা (Ability or Capability) যা সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত এবং স্থায়ী প্রচেষ্টার (Efforts) মাধ্যমে সাবলীল বা অভিযোজনক্ষম কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অর্জন করা যায়। কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপের ধরন, লক্ষ্য বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে দক্ষতাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন কোন ধারণা নিয়ে কার্যক্রম হলে তা যেমন জ্ঞানগত দক্ষতা, আবার বস্তু নিয়ে হলে তা ব্যবহারিক বা কারিগরি দক্ষতা এবং মানুষ বা সমাজ নিয়ে হলে তা সামাজিক, মনোসামাজিক বা আবেগীয় দক্ষতা।

দক্ষতাকে কোন প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে দক্ষতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণায়ন (Conceptualization) করা হয়। যেমন : শিক্ষাক্রমে দক্ষতা হচ্ছে যোগ্যতার (Competencies) সামগ্রিক ধারণার অংশ। আবার জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদির অর্জন পারস্পরিক নির্ভরশীল। যেমন, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানগত দক্ষতার প্রয়োজন আবার মূল্যবোধ চর্চার জন্য মনোসামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার প্রয়োজন। একইভাবে ব্যবহারিক দক্ষতা বা আবেগীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন এবং মূল্যবোধ চর্চা জরুরি।

বৃহত্তর পরিসরে সকল ধরনের দক্ষতাকে মূলত তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা যায় :

১. মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills): যে দক্ষতাসমূহ অন্যান্য দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য, যেমন: সাক্ষরতা (Literacy, Numeracy), ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital literacy) ইত্যাদি।

২. রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (Transferable skills): যে দক্ষতাসমূহ প্রেক্ষাপট ও সময় অনুযায়ী রূপান্তর করে প্রয়োগ করা যায় এবং যা সময়ের সঙ্গে টিকে থাকতে সহায়তা করে, যেমন: সূক্ষ্ম চিন্তন, সৃজনশীল চিন্তন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি।

৩. জীবিকা-সংশিষ্ট দক্ষতা (Livelihood related skills): যে দক্ষতাসমূহ মানুষকে কোনো কাজ করতে পারদর্শী করে গড়ে তোলে। যেমন: বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) বা ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা।

এখানে উলেখ্য যে, গুচ্ছসমূহের দক্ষতাকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। এদের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন নিবিড়ভাবে থাকে তেমনি এক গুচ্ছের দক্ষতা অন্য গুচ্ছেও প্রবেশ করতে পারে।

শিক্ষায় দক্ষতার ধারণা অনেক পুরোনো হলেও সময় পরিবর্তনের সাথে যুগের চাহিদা অনুযায়ী তার নতুন ধারণা ও সংজ্ঞায়ন করা হয়। বিশেষ করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে দক্ষতার সংজ্ঞা ও অর্জনের উপায় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ডেলর কমিশনের (১৯৯৬) সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার চারটি স্তম্ভ বিভিন্ন দক্ষতাকে সংজ্ঞায়িত ও গুচ্ছবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। ডেলর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দক্ষতাসমূহ নিম্নলিখিতভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে।

২.৪.৪ জ্ঞান

জ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তথ্য, ধারণা বা তত্ত্ব। জ্ঞান যেমন তত্ত্বীয় ধারণা নির্ভর তেমনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো কার্যক্রম পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারার বাস্তব অনুধাবননির্ভরও। জ্ঞানকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। OECD দেশসমূহে ব্যবহৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধরণ অনুসরণে এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় জ্ঞানকে চারটি ধরণে বিভাজিত করা হয়েছে।

১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান (Disciplinary knowledge): বিষয়ভিত্তিক ধারণা ও বিষয়বস্তু

২. আন্তঃবিষয়ক জ্ঞান (Inter-disciplinary knowledge): একটি বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংগে অন্য বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংযোগ করতে পারা

৩. বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান (Epistemic knowledge): বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাজ ও চিন্তা বঝু তে পারা

৪. পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural knowledge): কোন কাজ ধাপে ধাপে কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান।

২.৪.৫ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল যোগ্যতাসমূহ (Core Competencies)

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে দশটি মূল যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলো হলো:

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি ও দূর্যোগ মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০.ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

২.৪.৬ **শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ:** শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা উন্নয়ন এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের যে দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভেতর কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি শিখন-ক্ষেত্র এবং তার চাহিদা ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
১. ভাষা ও যোগাযোগ	একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া; বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।
২. গণিত ও যুক্তি	সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (অপারেশন), গণনা, জ্যামিতিক পরিমাপ এবং তথ্য বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত, সামাজিক জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ ফলাফল ও করণীয় জেনে যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ করতে পারা। এছাড়াও সৃজনশীলতার সঙ্গে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যৌক্তিক, কল্যাণকর সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ- বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশিষ্ট প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশিক্ব চ্যালেঞ্জ দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করতে পারা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফলাফল, তাৎপর্য ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারা।
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি	তথ্য অনুসন্ধান, বিশেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িতশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভবনে ভূমিকা রাখতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অজর্ন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার অভিনব ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারা।
৫. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব	নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ও অন্যের মতামত বিবেচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখা।
৬. জীবন ও জীবিকা	ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও টেকসই প্রাককর্ম যোগ্যতা অজর্ন করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা। কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখিনতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা। পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে পারা এবং কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা অজর্ন করে নিজ ও সকলের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারা।
৭.পরিবেশ ও জলবায়ূ	পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িতশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে

	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা।
১০.শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে আনন্দ লাভ করতে পারা, চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো; সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ এবং নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিল্পকলাকে উপজীব্য করে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

তথ্যসূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১

২.৫ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক

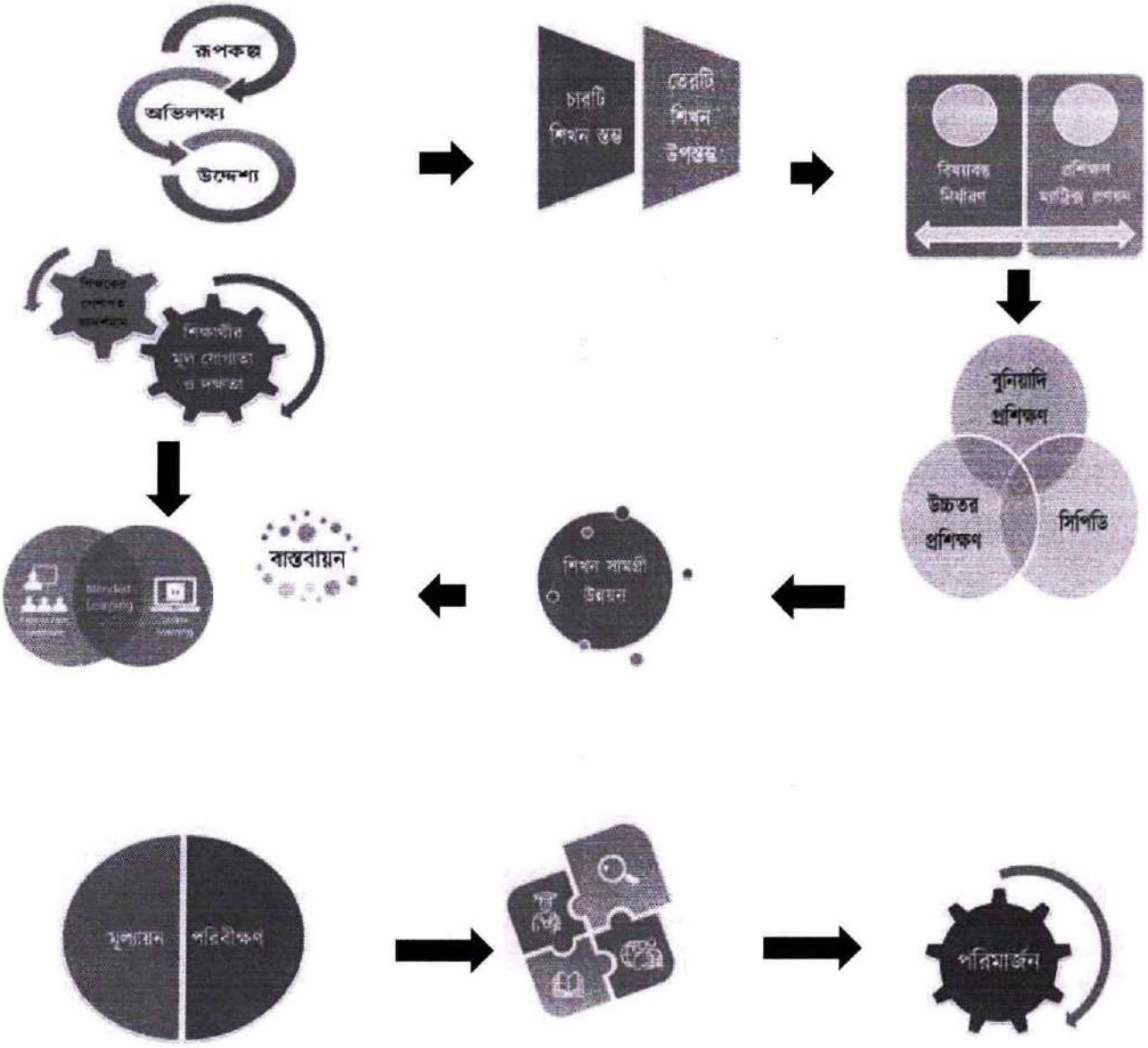

ডায়াগ্রাম: **প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক**

২.৫.১ পিটিটিসি উন্নয়ন প্রক্রিয়া (Developing Process of the PTTC)

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কতগুলো মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। রূপকল্প বিনির্মাণে ডিপএড ইফেকটিভনেস স্যাডি, মাইক্রো স্যাডি অন ট্রেইনড টিচার্স অপিনিয়ন, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত ডিপিএড শিক্রাক্রম রিভিউ রিপোর্ট (Review report of DPEd curriculum, April 2022) এবং অংশীজনের মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। রূপকল্পের চাহিদা অনুযায়ী অভিলক্ষ্য নেয়া হয়েছে। এই অভিলক্ষ্যগুলো নির্ধারণে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও যোগ্যতা পরিপূরণে শিক্ষকের পেশাগত আদর্শমান বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। মূলতঃ শিক্ষকের পেশাগত আদর্শমান বিবেচনায় নিয়ে শিখন স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। শিখন স্তম্ভ এবং উপস্তম্ভের উপর প্রশিক্ষণ ধরন নির্ভর করছে। শিখনের মূল স্তম্ভের উপর শিক্ষকের মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং উপস্তম্ভের যে প্রশিক্ষণগুলো ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে অতীব প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে এই প্রশিক্ষণ ধরন ও শিখনফলের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে যা শিখন স্তম্ভ এবং উপস্তম্ভের উপর নির্ভর করছে। শিক্ষাক্রমে ধরনভিত্তিক প্রশিক্ষণের শিখনফল ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়নের উলেখ রয়েছে। প্রশিক্ষণ সামগ্রী অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিমার্জনের দিক নির্দেশনা এ শিক্ষাক্রমে উলেখ করা হয়েছে।

২.৫.২ শিখন স্তম্ভ ও উপস্তম্ভসমূহ (Learning Pillars and Subpillars)

যেকোনো প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রে রয়েছে প্রশিক্ষণার্থী ও তাঁদের শিখন। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদার ফতিফলন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রণীত তাই এই শিক্ষাক্রমের প্রতিটি শিখন হবে প্রত্যাশিত শিক্ষক যোগ্যতা মান অর্জনের প্রত্যক্ষ শৈক্ষিক মাধ্যম। মূলত: প্রত্যাশিত শিক্ষক যোগ্যতা মানের সঙ্গে সাযুজ্য রাখার প্রয়োজনেই শিখন ক্ষেত্রকে ০৪ (চার) টি শিখন স্তম্ভে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে চারটি শিখন স্তম্ভের উদ্দেশ্য এবং শিখন স্তম্ভভিত্তিক শিখন এর উপর আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি উপস্তম্ভের শিখনফল ও বিষয়বস্তু কী হবে তাও স্পষ্ট করে উলেখ করা হয়েছে। নিম্নের চিত্রে শিখন স্তম্ভ ও উপরম্ভসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

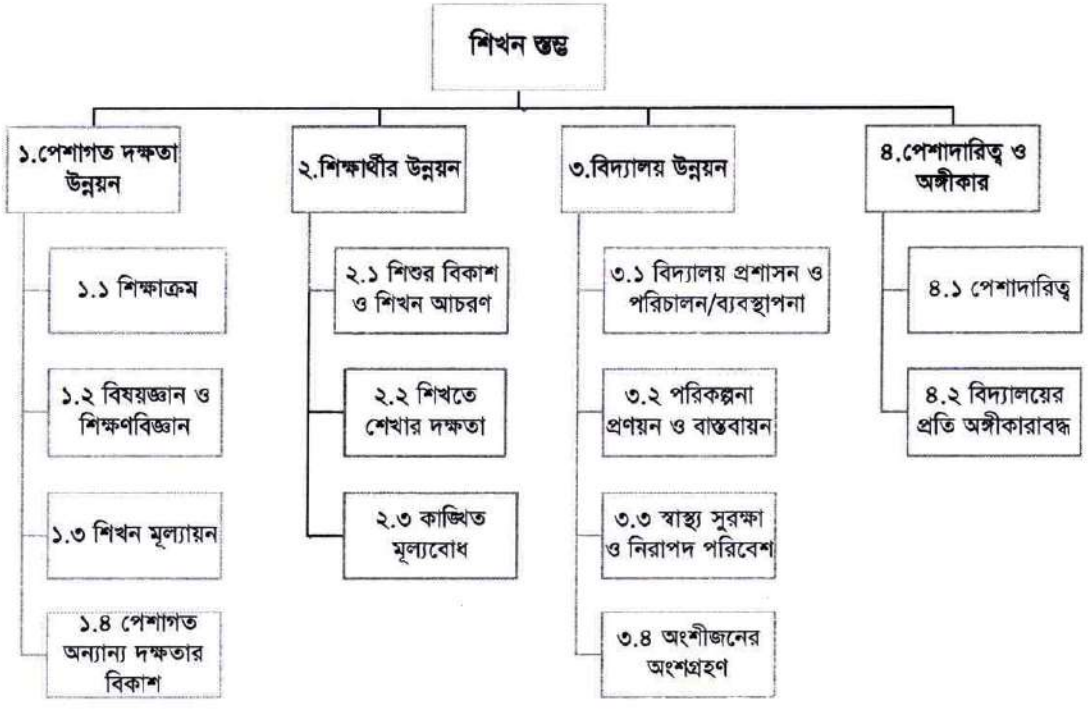

ছক: শিখন স্তম্ভ ও শিখন উপস্তম্ভসমূহ

শিখন স্তম্ভ ০১: পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন (Development of Professional Competence):

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন শিখন স্তম্ভে শিক্ষাক্রম, শিক্ষকমান, বিষয়জ্ঞান এবং শিখন শেখানো সংশিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধিগত শিক্ষা অর্জন এবং তা শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করার কৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই শিখন স্তম্ভের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দক্ষতা বিকশিত হবে, যা তাঁদের পেশাগত কাজে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হবে।

উদ্দেশ্য:

১. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধির উন্নয়ন সাধন করা;
২. শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং শিখন পরিমাপ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধন করা;
৩. শিক্ষকমান অর্জনে প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ সাধন করা ।

উপস্তম্ভসমূহ:

১. শিক্ষাক্রম
২. বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান
৩. শিখন মূল্যায়ন
৪. পেশাগত অন্যান্য দক্ষতার বিকাশ

১.১ শিখন উপস্তম্ভ : শিক্ষাক্রম

এই শিখন উপস্তম্ভে শিশুর বিকাশ, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, প্রান্তিক যোগ্যতা, শিখনক্রম ও আবশ্যকীয় শিখনক্রম, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ব্যবহার এবং শিক্ষকমানের মূল উপাদান ও নির্দেশকসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

শিখনফল:

- শিক্ষকগণ-
  ১. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
  ২. প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
  ৩. প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয় অনুযায়ী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো বিন্যাস করতে পারবেন;

বিষয়বস্তু:

- প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি
  - বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো, প্রশাসনিক কাঠামো;
- শিক্ষাক্রম পরিচিতি
  - শিক্ষাক্রম (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক), পাঠ্যসূচি, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা;

১.২ শিখন উপস্তম্ভ: বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান

এই শিখন উপস্তম্ভে শিক্ষনবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা/শিখন শেখানো পদ্ধতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে এর প্রয়োগ, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা ও এর যথাযথ প্রয়োগ ও অনুশীলন এবং শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা হবে। ম্যানুয়াল উন্নয়নে এ অংশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করা হবে।

শিখনফল:

- শিক্ষকগণ-

১. বিষয়ভিত্তিক বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষনবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা/শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
২. বিভিন্ন বিষয়ে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন
৩. সকল শিক্ষার্থীদের চাহিদাপূরণে পরিকল্পনা ও পাঠ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারবেন
৪. বিভিন্ন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু:

- **শিক্ষণবিজ্ঞান**
    - শিখন-শেখানো কৌশল ও শিখন প্রক্রিয়া
    - প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের উপযোগী শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি;
    - শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: বক্তৃতা, আলোচনা পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, গল্প বলা পদ্ধতি, দলীয় কাজ, ব্রেইন স্ট্রর্মিং, ভূমিকাভিনয়, সাক্ষাৎকার, জড়তামুক্তকরণ, মাইন্ড ম্যাপিং, সমস্যা সমাধান ও প্রজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদি;
    - সহযোগিতামূলক শিখন শেখানো পদ্ধতি: থিংক পেয়ার শেয়ার, জিগসো, ফোর কর্ণার, পেইসমেন্ট ইত্যাদি;
    - খেলার ছলে শিখন: খেলা, খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, খেলার মাধ্যমে শিখন, খেলার স্থান পরিকল্পনা;
    - শিখনফলভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণি কার্যক্রমে এর কার্যকর ব্যবহার;
    - শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শ্রেণিতে শিশুদের আবেগ সৃষ্টি, আবেগ ব্যবস্থাপনা ও ভালো থাকা, শ্রেণিতে যোগাযোগ ও বড় শ্রেণি পরিচালনা কৌশল;
    - কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণিকক্ষে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি।

- **বাংলা বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান:**
    - বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু
        - বাংলা শিক্ষাক্রম
        - বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিতকরণ
    - ভাষাদক্ষতার বিকাশ ও ভাষাদক্ষতা অর্জনের সমন্বিত কৌশল
        - ভাষিক কাজের সাথে ভাষাদক্ষতার সম্পর্ক
        - ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল
        - শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা
        - ভাষা শেখানোর সমন্বিত কৌশল
    - ছবির পাঠ ও ছবিপড়া
    - পড়তে শেখার উপাদান
        - পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা
        - পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানসমূহ
        - শিখন শেখানো কার্যক্রমে পড়তে শেখার উপাদানসমূহ প্রয়োগ
    - প্রাথমিকস্তরে বর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল
    - চলো লেখা শিখি
        - প্রাক লিখনে আঁকিবুকির ধরন
        - লেখার দক্ষতা উন্নয়নে নিয়ন্ত্রিত, নির্দেশিত ও মুক্ত লিখন
    - ছড়া ও কবিতা, গদ্য পঠনরীতি
    - ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল
    - গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

- ইংরেজি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান:
    - English: Bangladesh and global context
    - Primary English Curriculum: Components of Primary English Curriculum
    - Learning Style and Effective Teaching: Language acquisition and Language learning
    - Principles of Communicative Language Teaching (CLT)
    - Use and application of CLT: Principles of IPT for analyzing the primary English textbooks.
    - Reinforce learning using language games, rhymes and songs
    - Downloading and using Language Games, Rhymes and Songs
    - Lesson Planning
    - Framework (components) of IPT based Lesson plan
        - Lesson planning using IPT format with demonstration
        - Lesson planning and microteaching
    - Listening Skill
        - principles teaching of listening skills
        - Stages in teaching and learning listening (Pre, while & Post)
        - Listening tasks in EfT (Class 1 to 5)
    - Speaking Skill
        - Control and free speaking practice
        - Speaking tasks in EfT
        - Problems Bangladeshi speakers face in speaking English
    - Reading Skill
        - Reading aloud and silent reading
        - Reading: Tasks and Stages in Teaching
        - Teaching Vocabulary
    - Writing Skill
        - Mechanics of writing
        - Copying words, sentences, controlled, guided and free writing
        - Process of writing
    - Teaching grammar in context
    - Improving Pronunciation
        - English sounds with the phonemic chart
        - Pronunciation: Stress and intonation

- **গণিত বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান:**
  - প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রম
    - প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা
    - শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
    - শিখন ফলসমূহের যৌক্তিক অনুধাবন
  - সংখ্যা ও গণনা:
    - স্বাভাবিক সংখ্যা, সংখ্যা প্রতীক ও সংখ্যাসহ বিভিন্ন সংখ্যা, মানসংখ্যা ও ক্রমসংখ্যা (কার্ডিনাল ও অর্ডিনাল), স্বাভাবিক সংখ্যা এবং অখন্ড সংখ্যা, মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যা, স্থানীয় মান ও তুলনা ইত্যাদি।
  - চারটি মৌলিক নিয়ম
    - যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের অর্থ, সংযোগ বিধি ও বিনিময় বিধি, বণ্টন বিধি, ৪টি মৌলিক নিয়মের ওপর সমস্যা প্রণয়ন ও সমাধান।
  - গুণিতক ও গুণনীয়ক
    - গুণিতক ও ল.সা.গু., গুণনীয়ক ও গ.সা.গু., গুণনীয়ক ও গুণিতকের ওপর সমস্যা তৈরি ও সমাধান।
  - সাধারণ ভগ্নাংশ
    - ভগ্নাংশের ধারণা, অনুপাত ও পরিমাণ, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান ও সমস্যা তৈরি।
  - দশমিক ভগ্নাংশ
    - দশমিক ভগ্নাংশের অর্থ, স্থানীয় মান, আসন্ন মান, দশমিক ভগ্নাংশের রূপান্তর, দশমিক ভগ্নাংশের সমস্যার সমাধান ও সমস্যা তৈরি।
  - পরিমাপ
    - পরিমাপের মৌলিক ধারণা, কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপ, পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান ও সমস্যা তৈরি।
  - সমতলীয় চিত্র/ক্ষেত্র
    - বিন্দু, রেখাংশ, তল সম্পর্কে মৌলিক ধারণা, বিভিন্ন ধরনের সমতল ক্ষেত্র, ত্রিভুজের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, চতুর্ভুজের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, বৃত্ত ও বৃত্তের পরিধি, একটি সমতলীয় চিত্র অঙ্কন, সমতল ক্ষেত্র সম্পর্কীয় সমস্যা তৈরি ও সমাধান।
  - ক্ষেত্রফল
    - ক্ষেত্রফল সম্পর্কে ধারণা, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, সামন্তরিক ও ট্রাপিজিয়াম, আকৃতির ক্ষেত্র, বৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিমাপ, সমস্যা প্রণয়ন ও সমস্যার সমাধান।
  - ঘনক আকৃতি
    - বিভিন্ন ধরনের ঘনক আকৃতির বর্ণনা, আয়তনিক ঘনকের আয়তন এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল, প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষে ঘনক তৈরি।
  - শতকরা
    - অনুপাত, সমানুপাত ও শতকরার অর্থ ও ব্যবহার, শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি ও সমাধান।
  - উপাত্ত উপস্থাপন
    - উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যাস, উপাত্তের গড়, লেখচিত্রে উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশেষণ, উপাত্ত উপস্থাপন সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি ও সমাধান।
  - সমানুপাতিক সম্পর্ক
    - প্রত্যক্ষ সমানুপাতী, টেবিলে উপাত্ত উপস্থাপন, সম্পর্কসমূহ লেখচিত্রে উপস্থাপন, ঐকিক নিয়মে সমস্যা সমাধান ও সমস্যা প্রণয়ন।

বিজ্ঞান বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান:

- আমাদের পরিবেশ
    - পরিবেশের ধারণা, জীব ও জড়বস্তু এবং এদের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ, খাদ্যশৃঙ্খল এবং খাদ্যজাল, সৌরশক্তি, বাস্তুসংস্থান। পরিবেশ সংরক্ষণ, মাটি এবং এর গঠন, আকৃতি এবং প্রকার। মাটির ক্ষয় এবং সংরক্ষণ।
- বায়ু
    - বায়ুর অস্তিত্ব এবং এর প্রয়োজনীয়তা। বায়ুর উপাদান এবং ব্যবহার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই অক্সাইডের ভূমিকা বায়ুরপ্রবাহ এবং বায়ুশক্তিকে আমাদের জীবনে কাজে লাগানো, পরিবেশের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব। বায়ুদূষণ রোধের উপায়।
- পানি
    - পানির উৎস, ব্যবহার এবং এর অবস্থা ও পরিবর্তন, পানিচক্র, পানির প্রকারভেদ, পানিদূষণ এবং এর প্রতিকার, পানি বিশুদ্ধকরণ, পানি সংরক্ষণ।
- আবহাওয়া এবং জলবায়ু
    - আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান, আবহাওয়া এবং জলবায়ুর মাঝে সম্পর্ক এবং পার্থক্য, আবহাওয়াতে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং চাপের প্রভাব। বৃষ্টিপাত, অস্বাভাবিক আবহাওয়া, বিশ্ব-উষ্ণতা, জলবায়ুর পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর প্রভাব।
- আমাদের মহাবিশ্ব
    - মহাবিশ্ব, এর উৎপত্তি, মহাবিশ্বের আকার, সূর্য এবং সৌরজগৎ, পৃথিবী, চন্দ্র, দিন-রাত্রি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, কালের পরিবর্তন।
- পদার্থ
    - পদার্থের ধারণা, পদার্থের অবস্থা এবং অবস্থার পরিবর্তন। মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ, মিশ্রণ, ধাতু এবং অধাতু, অণু ও পরমাণু।
- শক্তি
    - দৈনন্দিন জীবনে শক্তি, কাজ এবং শক্তি, শক্তির উৎস, শক্তির সংরক্ষণ, বিভিনড়ব প্রকারের শক্তি, শক্তি রূপান্তর একশক্তি থেকে অন্য শক্তিতে। যেমন–তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চৌম্বক শব্দশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি।
- প্রাকৃতিক সম্পদ
    - বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ–স্থলভাগ, পানি, বন, খনিজ পদার্থ-গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর। সৌর এবং বায়ুশক্তি, জাতীয় উনড়বয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যার প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশের উপর। জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা বিজ্ঞান–এর ভূমিকা।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং আইসিটি
    - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারণা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মাঝে সম্পর্ক এবং পার্থক্য, শিক্ষক, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং ওষুধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। আমাদের জীবনে আইসিটি-এর ব্যবহার।
- খাদ্য এবং পুষ্টি
    - খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা, অপুষ্টি, পুষ্টি উপাদান, বিভিনড়ব পুষ্টি উপাদানের উৎস। পুষ্টি উপাদানের নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য। অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগ, সুষমখাদ্য এবং খাদ্যের ক্ষতিকর দিক।
- স্বাস্থ্য
    - স্বাস্থ্য কী? পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা। স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার। বিভিন্ন প্রকারের বায়ু এবং পানিবাহিত রোগ। এদের লক্ষণ, প্রতিকার, এইডস, ক্যান্সার কী? ব্যক্তিগত যত্ন-চর্ম, চুল, দাঁত, কান, চোখ, নখ এবং নাক।

- প্রাথমিক চিকিৎসা
    - প্রাথমিক চিকিৎসা কী? প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা। বিভিনড়ব প্রকারের প্রাথমিক চিকিৎসা। ছোটখাটো দুর্ঘটনায় যেমন সাপের কামড়, পানিতে ডোবা, ইলেকট্রিক শক, হিট স্ট্রোক, পুড়ে যাওয়া, হাড় ভাঙা, রক্তপাত।
- প্রাথমিক বিজ্ঞানে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা
- বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রক্রিয়া (product in science)
    - বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা অর্জনের উপায়: পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, শ্রেণিকরণ, সিদ্ধান্ত, পরীক্ষণ, আনুমানিক সিদ্ধান্ত
    - বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রম
    - অনুসন্ধানের প্রকারভেদ–অনুসন্ধান নির্দেশিত অনুসন্ধান, শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান
- প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষণের কৌশল
    - বিজ্ঞান শিক্ষণের কৌশল গ্রহণের মৌলিক দিকসমূহ
    - সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষার কৌশল-ধারণা মানচিত্র, ব্রেইন স্টর্মিং, POE এবং ৫ E Model

- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান:
- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান:
- শিখনশৈলী ও শিখন প্রতিবন্ধকতা
- পাঠপরিকল্পনা
    - কার্যক্রমনির্ভর পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ;
- শিক্ষা উপকরণ
    - শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল
    - ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ
- শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন

১.৩ শিখন উপস্তম্ভ: শিখন মূল্যায়ন

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীর শিখনের ওপর বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত মূল্যায়ন পদ্ধতির অত্যন্ত জোরালো প্রভাব রয়েছে। একটি ভালো বা কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নয়নে সহায়তা করে। বিপরীতক্রমে দুর্বল মূল্যায়ন ব্যবস্থা মানসম্মত শিখনের অন্তরায়। এই শিখন উপস্তম্ভে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, প্রান্তিক যোগ্যতা, শিখনক্রম ও আবশ্যকীয় শিখনক্রম, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ব্যবহার ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

- শিখনের জন্য শিখনকালীন মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ;
- পরীক্ষাভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়ন হ্রাস;
- বিকল্প মূল্যায়ন (স্ব-মূল্যায়ন, সহপাঠী বা দল কতৃক মূল্যায়ন ইত্যাদি) ব্যবস্থা চালু;
- যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
- মূল্যায়নের মূলনীতি অনুসরণ;
- মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

বিষয়বস্তু:

- শিখন মূল্যায়নের ধারণা;
- মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;
- মূল্যায়নের ভিত্তি;

- মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়;
- মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল এবং টুলস;
- শিখনকালীন মূল্যায়ন/ ধারাবাহিক মূল্যায়ন;
- ব্লেন্ডেড, ROL
- কার্যকর ফলাবর্তন, ফলাবর্তনের স্তর ও শর্ত;
- সতীর্থ মূল্যায়ন, স্ব-মূল্যায়ন, পোর্টফোলিও সংরক্ষণসহ;
- উত্তম অভীক্ষা প্রণয়ন পদ্ধতি ও প্রয়োগ,
- যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন;
- মূল্যায়নে রুব্রিক, রুব্রিকের গুরুত্ব ও শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি।

১.৪. শিখন উপস্তম্ভ: পেশাগত অন্যান্য দক্ষতার উন্নয়ন

এই শিখন উপস্তম্ভে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষক যোগ্যতা মান অর্জনে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অর্জনের কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

বিষয়বস্তু:

- নেতৃত্ব (Leadership)
    - নেতৃতের ধারণা ও প্রকৃতি (Concepts and Nature of Leadership);
    - ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের তুলনামূলক ধারণা (Concepts of management and leadership);
    - বিভিন্ন পটভূমিতে নেতৃত্বের ভূমিকা (Situational Leadership);
    - শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের ভূমিকা (Role of leadership in classroom management);
    - শ্রেণি শিক্ষণ-শিখনে নেতা হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher as a leader in classroom teaching-learning);
    - শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় ফলপ্রসূ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা (effective leadership and management in regards to classroom management)
- **প্রতিফলনমূলক দক্ষতা**
    - প্রতিফলনের ধারণা (Concepts of reflection);
    - প্রতিফলন ও সমালোচনামূলক প্রতিফলনের ধারণা (Reflection and critical reflection);
    - প্রতিফলিত শিক্ষকের (Reflective teacher) বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা;
    - শিক্ষকতা পেশায় ও শিক্ষার্থীদের শিখনে প্রতিফলনের গুরুত্ব ও উপকারিতা;
    - অধিক প্রতিফলিত শিক্ষক (More Reflective teacher) হওয়ার উপায় ও কৌশল;
    - প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা (Skills to practice of reflective teaching);
    - প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনে বাস্তব প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণের উপায় (Challenges to practice of reflective teaching (in terms of institutional set up);
    - প্রতিফলনমূলক শিক্ষণের অনুশীলন (Practice of reflective teaching);
    - শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিফলনমূলক শিখনে উৎসাহিত করার কৌশলসমূহ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান (Supporting students for reflective learning and techniques to encourage them)
- **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত দক্ষতা**
    - শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ব্যবহারের জন্য মৌলিক দক্ষতা (Basic Skills to use ICT in education/teaching -learning);
    - ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা (to collect readings/ materials/digital content, communication, to take class using virtual (google meet and zoom) platform, to preserve database, e-monitoring, etc.);
    - শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলিতে মাল্টিমিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার দক্ষতা;

- মাল্টিমিডিয়া ও মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে শিক্ষণ-শিখনের অনুশীলন।
- TPACK
- ডিজিটাল কনটেন্ট

- **শিক্ষণ-শিখনের অনুশীলন:**
  - গুগোল ও জুম পাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি সম্পাদন করা;
  - গুগোল ও জুম পাটফর্ম ব্যবহার করে মিটিং করা;
  - শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ব্যবহারের সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুসমূহ (Plagiarism & ICT law 2015: সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০১৫);
  - ডিজিটাল লাইব্রেরী সম্পর্কে ধারণা ও এর ব্যবহার দক্ষতা ;

শিখন স্তম্ভ ০২: শিক্ষার্থীর উন্নয়ন (Student's Development)

শিক্ষার্থীর উন্নয়ন শিখন স্তম্ভে মূলতঃ শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও দক্ষতা বিকাশের কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকের দক্ষতা অর্জিত হবে যা শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে কাজে লাগবে।

উদ্দেশ্য:

১. শিশুর বিকাশ এবং শিখন আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির বিকাশ সাধন করা;
২. শিক্ষার্থীর শিখতে শেখার দক্ষতা বিকাশের কৌশল অনুশীলন করা;
৩. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা বিকাশের কৌশল অনুশীলন করা;
৪. শিক্ষার্থীর মৌলিক দক্ষতা এবং প্রায়োগিক ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশের কৌশল অনুশীলন করা;
৫. শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রত্যাশিত মূল্যবোধ বিকাশের উপায়সমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু:

২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন

- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ, শিশুর প্রারম্ভিক ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা;
- শিশুর বিকাশ ও শিশুর বিকাশ ক্ষেত্রে সংশিষ্টদের ভূমিকা;
- খেলা ও শিশুর বিকাশ, শিশুর মনো-সামাজিক বিকাশে খেলা;
- শিশু ও শিক্ষর্থীর মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার্থীর আচরণ;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ও খেলা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে খেলা;
- শিক্ষার্থী শিখনে অনাগ্রহ, পিছিয়ে পড়া এবং শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার।

২.২ শিখতে শেখার দক্ষতা (Skills for learning to learn)

সূক্ষ্মচিন্তন (Critical thinking), সৃজনশীল চিন্তন (Creative Thinking) এবং সমস্যা সমাধান (Problem solving)

ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা (Skills for personal empowerment)

আত্ম সচেতনতা ও বিশেষণ, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, স্ব- কার্যকারিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) এবং যোগাযোগ (Communication)

প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ও সামাজিক দক্ষতা (Practical and social skills)

সহযোগিতা (Cooperation)-খুদে ডাক্তার, স্টুডেন্ট কাউন্সিল ইত্যাদি, সহমর্মিতা (Empathy), আবেগ ব্যবস্থাপনা, ভালো থাকা (Wellbeing)

মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills)

ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy) (তথ্য, প্রযুক্তি, মিডিয়া)

২.৩ কাঙ্খিত মূল্যবোধ

শুদ্ধাচার চর্চা (সততা, উদ্যম, গণতান্ত্রিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, উদ্যোগ, ইতিবাচকতা, নান্দনিকতা, মানবিকতা, দায়িত্বশীলতা)

শিখন স্তম্ভ ০৩: বিদ্যালয় উন্নয়ন (School Development)

বিদ্যালয় উন্নয়ন (School Development) শিখন স্তম্ভে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির সঠিক বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল উক্ত শিখন স্তম্ভে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

- বিদ্যালয় পর্যায়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার মূখ্য কাজগুলো শনাক্তকরণে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা।

বিষয়বস্তু:

৩.১ বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা:

- বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক;
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ও বিধিবিধান;
- শিশু জরিপ;
- শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও ঝরেপড়া রোধ;
- নথি বা রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা;
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা;
- উদ্ভাবন, কাইজেন এবং উত্তম চর্চা।

৩.২ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

- বিদ্যালয় পরিস্থিতি বিশেষণ ও চাহিদা নিরূপণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ);
- বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্পি)।

৩.৩ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ:

- বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;
- শিশু বান্ধব পরিবেশ; নিজের মনের যত্ন;
- অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

৩.৪ অংশীজনের অংশগ্রহণ

- উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ;
- উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা।

শিখন স্তম্ভ ০৪: পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার (Professionalism and Committment):

পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার শিখন স্তম্ভে স্ব-মূল্যায়ন, পাঠ সমীক্ষা, রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, এ্যাকশন রিসার্চ সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জিত হবে এবং প্রয়োজনীয় পেশাগত মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ বিকশিত হবে, যা তাঁদের পেশাগত কাজে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১. শিক্ষকদের মধ্যে পেশার প্রতি এবং বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতার বিকাশ সাধন করা;

২. চাকরি বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধন করা;

৩. সহযোগিতা ও সহমর্মিতার চর্চার মাধ্যমে পেশাদারিত্বের বিকাশ সাধন করা;

৪. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করা।

৪.১ শিখন উপস্তম্ভ: পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা

এই শিখন উপস্তম্ভে শিক্ষকতা পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুশীলন নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

শিখনফল:

শিক্ষকগণ-

১. পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে পারবেন;
৩. চাকরি বিধি-বিধান মেনে চলবেন;
৪. আত্ম-পরিচর্চার মাধ্যমে জীবনব্যপী শিক্ষা অব্যহত রাখতে পারবেন।

বিষয়বস্তু:

- স্ব-মূল্যায়ন (আত্মসমীক্ষা ও আত্মোন্নয়ন), রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, এ্যাকশন রিসার্চ, পাঠ সমীক্ষা/লেসন স্টাডি, কেস স্টাডি;
- চাকরি বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুশীলন;
- আত্ম পরিচর্চা ও মাইন্ডফুলনেস;
- প্রতিফলন অনুশীলন চক্র ও এর উপায়;
- স্কাউটিং;
- নেতৃত্ব ও দলীয় আনুগত্য।

৪.২ শিখন উপস্তম্ভ: বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা

এই শিখন উপস্তম্ভে বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুশীলন নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

শিখনফল:

শিক্ষকগণ-

১. বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বিভিন্ন উপায়ে বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করবেন;
৩. বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন।

বিষয়বস্তু:

- সহকর্মীদের মেন্টরিং;
- সহাযোগিতা ও সহমর্মিতার চর্চা; পরস্পরের প্রতি যত্নশীলতা;
- TSN (Teachers Support Networks);
- জরুরি পরিস্থিতিতে পাঠদান;
- হোমভিজিট ও মা/অভিভাবক সমাবেশ।

অধ্যায়: তিন

প্রশিক্ষণ ধরন ও মডিউলভিত্তিক বিষয়বস্তু

Training Types and Module Based Contents

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, মেন্টর ও মনিটর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণীভেদ, বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান, দক্ষতা, প্রত্যাশা, কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রম প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে প্রশিক্ষণের ধরণ নির্ধারণ করতে হয়। এ ছাড়াও সম্পদের প্রাপ্যতা, কর্ম পরিবেশের অবস্থা এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানের চাহিদা প্রভৃতি প্রশিক্ষণের ধরণ নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রশিক্ষণকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগিক করার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। এই শিক্ষাক্রমটি মূলতঃ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের জন্য প্রণীত তাই প্রশিক্ষণের ধরন বিবেচনায় প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়কেন্দ্রিক যোগ্যতা এবং পেশাগত জীবনকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিশেষায়িত এই পেশাগত প্রশিক্ষণের ধরন নির্ধারণে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণ ধরনও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এ প্রশিক্ষণটি চাকুরিপূর্ব একটি পেশাগত যোগ্যতা। এই যোগ্যতার মাপকাঠী ও অর্জিত যোগ্যতার মাধ্যমেই প্রায় সকল দেশের শিক্ষকতা চাকুরীতে অনুপ্রবেশের অধিকার অর্জন করে। বাংলাদেশেও শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ এই কোর্সটি ১৯৯৩-৯৪ সেশন পর্যন্ত চালু ছিল। পিইডিপি৪ ডকুমেন্টেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ চাহিদাভিত্তিক করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশিক্ষণের ধরন:

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক ও বিস্তৃত। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর এবং সংশ্লিষ্ট পরিবার বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট জনবল কাঠামো এ দেশের জনসংখ্যার বিবেচনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের সাথে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ধরনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও গঠন বর্তমান সময়ের অন্যতম চাহিদা। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষক গঠনের জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় চাকুরি-পূর্ববতী প্রশিক্ষণ (Pre-service Trainings) ও চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ (In-service Trainings) দুই ধরনের প্রশিক্ষণই অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রশিক্ষণের ধরনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের সময়কাল, লক্ষ্যদল প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, প্রতিষ্ঠান, বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ মেট্রিক্স প্রভৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষায় চাকুরীপূর্ব সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে পেশাদার শিক্ষক পাবে এবং অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষায় চাকুরী প্রার্থীর আবেদনকারীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট হবে। তাছাড়া নির্বিঘ্ন ও শংকামুক্ত পরিবেশে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কার্যকর করা যাবে। সুতরাং প্রণীত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি দুই ধরনের নির্ধারণ করা যায়।

ক. চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ (Pre-service Training)
খ. চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ (In-service Training)

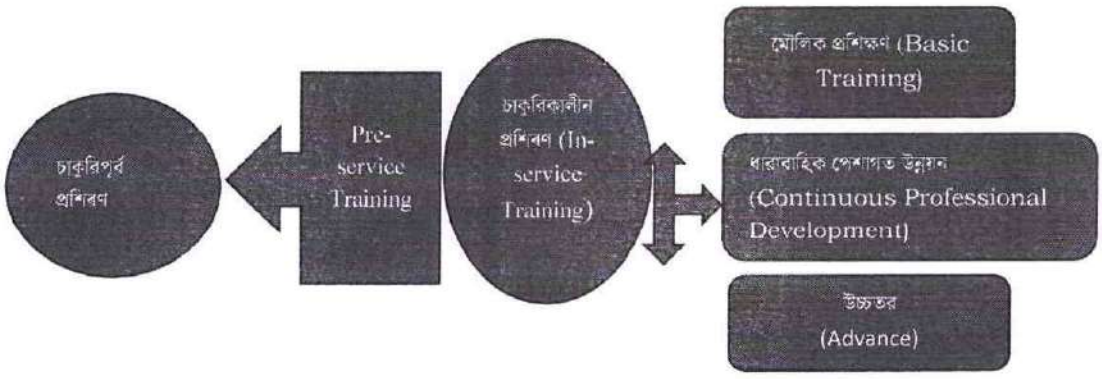

ক. **চাকুরি-পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ** (Pre-service Training): সাধারণভাবে চাকুরির পূর্বে যে সব প্রশিক্ষণসমূহ বিজ্ঞপিত চাকুরির যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেসব প্রশিক্ষণই চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে পেশাগত যোগ্যতা অর্জন এবং ভবিষ্যতে এ পেশায় মনোনিবেশ করা। শিক্ষাকতা পেশায়ও চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন, সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ, সার্টিফিকেট ইন ফ্রেন্স ল্যাংগুয়েজ প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ্য এক সময় বাংলাদেশেও এ প্রশিক্ষণসমূহ চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণগুলো মূলতঃ শিক্ষণ মোডে পরিচালিত হয় এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিও স্মৃতি নির্ভর ও সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment) ভিত্তিক।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (DPEd) ২০১২ সাল থেকে দেড় বছর ব্যাপি পচিালিত হয়ে আসছে এবং বর্তমানেও চলমান। এই প্রশিক্ষণটির ফলপ্রসূতা বিবেচনায় এটির ধরনে পরিবর্তন আনয়ন অতীব জরুরী। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে মূলতঃ নতুন শিক্ষক এবং যারা কোনো প্রশিক্ষণ পায়নি তাদের মৌলিক (foundation) হিসেবেই প্রয়োগিত হয়ে আসছে। ডিপিএড ইফেকটিভনেস স্টাডি এর সুপারিশ, অংশীজন সভার মতামত এবং মাইক্রোস্যাডির সুপারিশমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণটির কার্যকারিতায় যথেষ্ঠ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া এটি কোর্সভিত্তিক এবং এডুকেশন মোডে পরিচালিত যা প্রশিক্ষণ কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

সুতরাং ডিপিএড প্রশিক্ষণটি চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে একদল শিক্ষকতা পেশার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যাবে। আর এর ডিপিএড প্রশিক্ষণটির পরিবর্তে মৌলিক প্রশিক্ষণ (Basic Training) হিসেবে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ হিসেবে নির্বাচন করে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে সংযোজিত করা হয়েছে। ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় শিক্ষকতা পেশায় আবেদনকারীর যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণসমূহ বাংলাদেশে পাবলিক ও ইউজিসির নিয়ন্ত্রাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ শর্তসাপেক্ষে পরিচালনা করতে পারবে এবং এইসকল প্রতিষ্ঠান হতে সফল উত্তীর্ণকারীরা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় চাকুরীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রেও পেশাগত জ্ঞান ও অনুশীলনের উপর শিখন ক্ষেত্রের প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা পরিমাপের নির্দিষ্ট নম্বরের অভীক্ষাপদ দিয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

খ. **চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ** (In-service Training): প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বলতে, চাকুরিতে প্রবেশের সময়কাল হতে চলমানভাবে যে প্রশিক্ষণসমূহ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশ এবং প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে (পিটিটিআই) পরিচালনা করা হবে এমন প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ নির্ধারণে নতুন শিক্ষকের যোগদান হতে সমগ্র পেশাগত জীবনের ব্যাপ্তি, শিক্ষাকতা পেশার শিখন স্তম্ভ, উপস্তম্ভ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং এর ধারাক্রম বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের প্রশিক্ষণ বিবেচনায় প্রশিক্ষণার্থীর বয়স, প্রশিক্ষণ চাহিদা, প্রশিক্ষণ ভ্যেনু, প্রশিক্ষণ সময়কাল, প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা ও যোগ্যতা, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা, পেশাগত উৎকর্ষের রেকর্ড প্রভৃতি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তিন ধরনের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ডিজাইন করা হয়েছে।

খ.১. পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ/Basic Training);

খ.২. ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Continuous Professional Development Training);

খ.৩. উচ্চতর প্রশিক্ষণ (Advance Training)।

খ.১ **মৌলিক প্রশিক্ষণ/পরিমার্জিত ডিপিএড (Basic Training):** প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ হিসেবে এই প্রশিক্ষণটি নতুন যোগদাকৃত প্রাথমিক শিক্ষক এবং যাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি এমন শিক্ষকদের প্রদান করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে এটিকে মৌলিক হিসেবে পরিগণিত করা হবে। প্রশিক্ষণটির মূল উদ্দেশ্য হলো পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ অনুধাবন ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ এবং বিদ্যালয় উন্নয়নে শিক্ষককে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করা। এই প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

মৌলিক প্রশিক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্য:

১. পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষাকতা পেশার বুনিয়াদ গড়ে তোলা;

২. পেশাগত দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ও বিদ্যালয় উন্নয়নে জবাবদিহিতাবোধ সম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলা;

৩. পেশাগত সম্পর্কস্থাপনে দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় দায়িত্বশীলতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

মৌলিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু:

শিক্ষাক্রমে শিক্ষকের পেশাগত আদর্শমান এবং চারটি শিখনস্তম্ভের সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	মডিউল	বিষয়বস্তু
১	মডিউল-১: শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ	শিশুর বিকাশের ধারণা; শিশুর বিকাশ ক্ষেত্র, বিকাশ প্রক্রিয়া এবং শিশুর বিকাশ তত্ত্বে বয়সভেদে শিশুর আচরণ; শিশুর শিখন আচরণ, সামাজিক আচরণ, আবেগীয় আচরণ শিশুর আচরণ গঠনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা; শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়া ও উত্তরণের উপায়; শিশুর শিখন আচরণে শিশুর পরিবার, প্রতিবেশী, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ব্যতিক্রমী শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ; এ ধরনের শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সম্পৃক্ততা এবং একক ও সমন্বিত ভূমিকা; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ধরন, মনো-সামাজিক আচরণ, আচরণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাথে পেশাগত আচরণ ও সম্পর্ক স্থাপন কৌশল, সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের খাপখাওয়ানো কৌশল এবং সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল; শিশুর শিখন আচরণে খেলার ভূমিকা; শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার উপায়, শিশুর মানসিক চাপ, মানসিক চাপের কারণ, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ কৌশল, শিশুর বিচ্যুত আচরণ (Deviant behaviour) এবং অংশীজনের ভূমিকা; শিশুর মনো-সামাজিক বিকাশে পারিপার্শিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও নৈতিক (ethical and moral values) মূল্যবোধের ভূমিকা; শিশুর চাহিদাসমূহ, চাহিদাপূরণ পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়; শিশুর মনো-সামাজিক ও শারীরিক বিকাশে কো-কারিকুলার কার্যক্রমসমূহ এবং এর প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি।
২	মডিউল-২: শিক্ষার্থীর উন্নয়ন (জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ)	শিশুর জ্ঞান, *দক্ষতা ও **মূল্যবোধসমূহ উন্নয়ন/জাগ্রতকরণ কৌশল (খুদে ডাক্তার, স্টুডেন্ট কাউন্সিল ইত্যাদি); শিক্ষার্থীর আত্ম-উন্নয়ন ও আত্ম-বিশ্বাসমূলক দক্ষতা উন্নয়নের কৌশল অনুশীলন; *প্রত্যাশিত দক্ষতাসমূহ: শিখতে শেখার দক্ষতা (Skills for learning to learn): সূক্ষ্মচিন্তন (Critical thinking), সৃজনশীল চিন্তন (Creative Thinking) এবং সমস্যা সমাধান (Problem solving); ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা (Skills for personal empowerment): আত্ম সচেতনতা ও বিশ্লেষণ, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, স্ব-কার্যকারিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) এবং যোগাযোগ (Communication); প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ও সামাজিক দক্ষতা (Practical and social skills): সহযোগিতা (Cooperation) এবং সহমর্মিতা (Empathy)। **প্রত্যাশিত মূল্যবোধ বা শুদ্ধাচার চর্চা: সততা, উদ্যম, গণতান্ত্রিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, উদ্যোগ, ইতিবাচকতা, নান্দনিকতা, মানবিকতা, দায়িত্বশীলতা।

ক্রমিক	মডিউল	বিষয়বস্তু
৩	মডিউল-৩: শিক্ষাক্রম	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো, প্রশাসনিক কাঠামো; প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের ধারণা, শিক্ষাক্রমের উপাদান, বিষয়গত উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফলের সম্পর্ক, শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তু, শিখনফলের সাথে শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের দৃষ্টান্ত সহ সম্পর্ক; বিদ্যমান জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি, মূল দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী, মূল যোগ্যতা, দক্ষতাসমূহ, শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা; শিক্ষাক্রম থেকে বিভিন্ন ধরনের (জ্ঞানগত বা চিন্তন, আবেগীক ও মনোপেশিজ) শিখনফল চিহ্নিতকরণ, পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ধরণের শিখনফলের প্রতিফলন চিহ্নিতকরণ, একটি ব্যাপক শিখনফলচিহ্নিতকরণ এবং ছোট ছোট শিখনফলে বিভাজন, শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষা উপকরণ চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োগ ইত্যাদি
৪	মডিউল-৪: বিষয়জ্ঞান	**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শেখন-শেখানো সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস, সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় পর্যায় নূন্যতম বাস্তবায়ন মানদন্ড পরিচিতি, ন্যূনতম মানদন্ড অর্জন করার জন্য ব্যক্তিবর্গের করণীয়, প্রাক-প্রাথমিক এর শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস, সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ইত্যাদি **বাংলা:** পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, ভাষাদক্ষতার বিকাশ, ভাষিক কাজের সাথে ভাষাদক্ষতার সম্পর্ক, ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল , শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা, ভাষা শেখানোর সমন্বিত কৌশল, পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানসমূহ ইত্যাদি **English:** Text Book Analysis; Learning Style and Effective Teaching: Language acquisition and Language learning, Principles of Communicative Language Teaching (CLT), Use and application of CLT, Lesson Planning, Framework (components) of IPT based Lesson plan, Listening Skill: principles teaching of listening skills; Writing Skills, Speaking Skill: Control and free speaking practice, Problems Bangladeshi speakers face in speaking English; Reading Skill: Reading aloud and silent reading, Teaching grammar in context, Improving Pronunciation, English sounds with the phonemic chart, Pronunciation : Stress and intonation etc. **প্রাথমিক গণিত:** পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, সংখ্যা ও গণনা, চারটি মৌলিক নিয়ম, গুণিতক ও গুণনীয়ক, সাধারণ ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ, পরিমা, সমতলীয় চিত্র/ক্ষেত্র, ক্ষেত্রফল, ঘনক আকৃতি, শতকরা, উপাত্ত উপস্থাপন, সমানুপাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। **প্রাথমিক বিজ্ঞান:** পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, প্রাথমিক বিজ্ঞানে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রক্রিয়া (product in science), বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা অর্জনের উপায়: পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, শ্রেণিকরণ, সিদ্ধান্ত, পরীক্ষণ, আনুমানিক সিদ্ধান্ত, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রম, অনুসন্ধানের প্রকারভেদ–অনুসন্ধান নির্দেশিত অনুসন্ধান, শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান ইত্যাদি। **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়:** পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, জেন্ডার এবং একীভূত শিক্ষার ধারণা ইত্যাদি **শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক মাল্টিসেনসরি উপকরণ ব্যবহার;** শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন সামগ্রী নির্বাচন পরিকল্পনা, শিখন সামগ্রী সংগ্রহ, তৈরি ও উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবহারের দক্ষতা;

ক্রমিক	মডিউল	বিষয়বস্তু
৫	মডিউল-৫: শিক্ষণবিজ্ঞান	শিখন-শেখানোর ধারণা, বিভিন্ন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ, সহযোগিতামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি (থিংক পেয়ার শেয়ার, জিগসো, ফোর কর্ণার, পেইসমেন্ট ইত্যাদি); খেলার ছলে শিখন (খেলা, খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, খেলার মাধ্যমে শিখন, খেলার স্থান পরিকল্পনা ইত্যাদি); শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন; জেন্ডার সমতা ও অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন শেখানো কৌশল; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিখন- শেখানো পদ্ধতি; কর্মতৎপর ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শ্রেণিতে পাঠগ্রহণে শিশুদের আবেগ সৃষ্টির কৌশল, আবেগ ব্যবস্থাপনা ও ভালো থাকা, শ্রেণিতে যোগাযোগ ও বড় শ্রেণি পরিচালনা কৌশল; কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণিকক্ষে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি কৌশল; শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ব্লেন্ডেড এপ্রোচ নির্বাচন ও প্রয়োগ কৌশল; শিখনফলভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণি কার্যক্রমে এর কার্যকর ব্যবহার ইত্যাদি। বাংলা পাঠে ছবির পাঠ ও ছবিপড়া, পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা, বাংলা শিখন শেখানো কার্যক্রমে পড়তে শেখার উপাদানসমূহ প্রয়োগ, প্রাথমিকস্তরে বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল, ছড়া ও কবিতা, গদ্য পঠনরীতি, ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল, গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল ইত্যাদি। Use and application of CLT, IPT based Lesson plan, Stages in teaching and learning listening (Pre, while & Post), Listening tasks in EfT (Class 1 to 5); Control and free speaking practice, speaking tasks in EfT, reading: Tasks and Stages in Reading tasks; Teaching Vocabulary, Writing Skill, Mechanics controlled, guided and free writing, Process writing, teaching grammar in context, Improving Pronunciation, Stress and intonation etc. প্রাথমিক গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল; গাণিতিক খেলা, ধাঁধাঁ, গণিতিক সমস্যা তৈরি, খেলার মাধ্যমে গণিত শিখন প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষণের কৌশল, বিজ্ঞান শিক্ষণের কৌশল গ্রহণের মৌলিক দিকসমূহ, সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষার কৌশল-ধারণা মানচিত্র, ব্রেইন স্টর্মিং, P O E এবং ৫ E Model, বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অনুশীলন ইত্যাদি। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন– শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক শিখন সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানো পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিখন মূল্যায়ন
৬	মডিউল-৬: শিখন মূল্যায়ন	শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ধারণা; মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; (Assessment for, as and of learning); শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্র; মূল্যায়নের ধরন: স্বমূল্যায়ন, সতীর্থ মুল্যায়ন ও শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন; সামষ্টিক ও শিখনকালীন/ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়ন; শিখন পরিবেশ মূল্যায়ন; মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল এবং টুলস (কেসস্টডি, অ্যাসাইনমেন্ট, পোর্টফলিও, অভীক্ষা, মৌখিক, লিখিত, চেকলিস্ট, রুব্রিক); ব্লেন্ডেড মূল্যায়ন, রিয়েল টাইম এসেসমেন্ট, মূল্যায়নে আইসিটির ব্যবহার, বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়; বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও ব্যবহার; মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক কার্যক্রম; মূল্যায়ন তথ্য সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং; জেন্ডার এবং একীভূত শিক্ষায় মূল্যায়ন কৌশল; শিখনফলের ধরন অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োগ ইত্যাদি।

ক্রমিক	মডিউল	বিষয়বস্তু
৭	মডিউল-৭: শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ/উপকরণসমূহ, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, কম্পিউটার পরিচিতি ও ব্যবহার, অনুশীলন: প্রয়োজনীয় দক্ষতা (ফাইল ও ফোল্ডার তৈরি ইত্যাদি), কম্পিটার নিরাপত্তা ও ট্রাবলশুটিং, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পরিচিতি ও পরিচালনা কৌশল (VGA, HDMI, Display, Driver etc), ব্যবহার অনুশীলন ও ট্রাবলশুটিং, ইন্টারনেট পরিচিতি ও শিক্ষায় এর ব্যবহার, ইন্টারনেট থেকে ছবি ও তথ্য খোজা ও ডাউনলোড, অডিও ও ভিডিও কার্টিং, জয়েনিং ও কনর্ভাটার অনুশীলন, ইমেইল খোলা ও অনুশীলন, ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত ট্রাবলশুটিং, ডিজিটাল নিরাপত্তা'র ধারণা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সতর্কতা, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ই-মেইলের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা ও করনীয়; পাওয়ার পয়েন্ট: ফাইল ওপেন, স্লাইড আনা, সেভ ও বন্ধ করা, স্লাইড সংযোজন, ডিজাইন লে আউট পরিবর্তন, ইমেইজ ইনসার্ট ও এডিটিং, সেইপ ও টেবিল ইনসার্ট ও স্মার্ট আর্ট, এনিমেশন ব্যবহার (Entrance, Exit and Emphasis etc), Motion Path, Triggering, স্লাইডে অডিও ও ভিডিও ক্লিপ সংযোজন, স্লাইড শো পরিচালনা, ডিজিটাল/মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টের ধারণা ও ব্যবহার, TPAK মডেল পরিচিতি ও ডিজিটাল কনটেন্টে এর প্রতিফলন, মডেল কনটেন্ট পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিতকরণ, কনটেন্ট তৈরিতে অনুসৃত শর্তাবলী ও নীতিমালা, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরির কলাকৌশল অনুশীলন, ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ নির্বাচন, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়ন, উপস্থাপন ও ফলাবর্তন, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম/মিটিং প্লাটফরম পরিচিতি, জুম পরিচিতি ও ব্যবহার (ক্লাস আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ), গুগলমিট পরিচিতি ও ব্যবহার (ক্লাস আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ), উন্নয়নকৃত পাঠ অনলাইনে পরিচালনা (একক), অনলাইন কোর্স সম্পন্ন ইত্যাদি।
৮	মডিউল-৮: প্রতিফলিত শিক্ষক	প্রতিফলনের ধারনা, প্রতিফলন ও সমালোচনামূলক প্রতিফলনের ধারনা, প্রতিফলিত শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা, শিক্ষকতা পেশায় ও শিক্ষার্থীদের শিখনে প্রতিফলনের গুরুত্ব ও উপকারিতা, অধিক প্রতিফলিত শিক্ষক হওয়ার উপায় ও কৌশল (আত্ম পরিচর্চা ও মাইন্ডফুলনেস, প্রতিফলন অনুশীলন চক্র, লেসন স্টাডি ইত্যাদি), প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনে বাস্তব প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণের উপায়, প্রতিফলনমূলক শিক্ষণের অনুশীলন, শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিফলনমূলক শিখনে উৎসাহিত করার কৌশলসমূহ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, স্ব-মূল্যায়ন, রিফ্লেকটিভ জার্নাল, মাইক্রো স্ট্যাডি এবং একশান (Action Research) গবেষণা ধারণা ও প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন কৌশল এবং রিপোর্ট প্রণয়ন কৌশল; কেস স্টাডি ধারণা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি
৯	মডিউল-৯: বিদ্যালয় উন্নয়ন	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা: বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ও বিধিবিধান, শিশু জরিপ, শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও ঝরে পড়া রোধ, নথি বা রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা, উদ্ভাবন, কাইজেন এবং উত্তম চর্চা; পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: বিদ্যালয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ); স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ: বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিশু বান্ধব পরিবেশ ও শিশুদের ভালো থাকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ের সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি;
১০	মডিউল-১০: পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার	শিক্ষকতা পেশা এবং নীতি, মানদন্ডসমূহ, নৈতিক মূল্যবোধ; শিক্ষকতা পেশায় দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং অঙ্গীকারনামা প্রণয়ন কৌশল; শিক্ষকতা পেশার পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকারের ধারণা, বিদ্যালয়ে পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার থাকা আবশ্যক এমন কার্যক্রমসমূহ (শ্রেণিতে শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, দুর্বল ও শিখন ঘাটতিসম্পন্ন শিক্ষর্থীর প্রতি দায়িত্ববোধ, নিয়মিত উপস্থিতি, যথাসময়ে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সম্পন্নকরণ) চিহ্নিতকরণ এবং পেশার প্রতি দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকারাবদ্ধের উপায়; চাকরি বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুশীলন: বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, ছুটিবিধি বিধিমালা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ক্রমিক	মডিউল	বিষয়বস্তু
		ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৯ (সর্বশেষ), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, নিয়মিত উপস্থিত অধ্যাদেশ আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ইত্যাদি; অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ, অংশীজনের অংশগ্রহণ: উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা, হোমভিজিট ও মা/অভিভাবক সমাবেশ, সহকর্মীদে মেন্টরিং, সহাযোগিতা ও সহমর্মিতার চর্চা, TSN (Teachers Support Networks), জরুরি পরিস্থিতিতে পাঠদান ইত্যাদি।
১১	মডিউল-১১: এক্সপ্রেসিভ আর্ট	এক্সপ্রেসিভ আর্ট পরিচিতি, এক্সপ্রেসিভ আর্ট ও শিশু বিকাশে এ বিষয়ের গুরত্ব ও বৈশিষ্ট্য, এক্সপ্রেসিভ আর্ট এবং শিক্ষাক্রম, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখন ফল; চারু ও কারুকলা এবং চারু ও কারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ, ছবি আঁকার উপকরণ (পেন্সিল ও অন্যান্য উপকরণ) এবং মাধ্যম হিসেবে এদের ব্যবহার-উপযোগিতা এবং রং, রঙের ধারণা ও ভাবার্থ অনুপাত, সমতা, পরিপ্রেক্ষিত, আলো-ছায়া, ভারসাম্য, শিশুকে অঙ্কনে দক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৌশল; অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা (ফল, ফুল, পশু-পাখি, মানুষের), বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পাঠের সাথে সংযুক্ত করে জাতীয় ফুল, ফল, পাখি, মাছ, পশু, পতাকা, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ও মানচিত্র অঙ্কন, রেখা চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জল রঙের ছবি অঙ্কন, মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মডেল, পাট দিয়ে পুতুল ও ম্যাট তৈরি রঙ্গিন কাগজ ছিঁড়ে/ফেলে দেওয়া কাগজ দিয়ে নক্শা ও মডেল তৈরি করা, তাল-পাতা, নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা ও ডিমের খোসা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন শৌখিন জিনিস তৈরি করা, চারু ও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি অঙ্কন; খেলাধুলা পরিচালনা পদ্ধতি, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা, শ্রেণি-গঠন ও দৈনিক সমাবেশ, ব্যায়াম, মুক্ত হস্ত ব্যায়াম, ব্যায়াম (ভারসাম্য রক্ষা); **কাব-স্কাউটিং**; সুর পরিচয়, সুর সম্পর্কে ধারণা, সপ্তক সম্পর্কে ধারণা, তাল পরিচয়, তাল ও মাত্রা সম্পর্কে ধারণা, লয় ও ছন্দ সম্পর্কে ধারণা এবং অনুশীলন ইত্যাদি।

মৌলিক প্রশিক্ষণ/ পরিমার্জিত ডিপিএড বাস্তবায়ন কৌশল:

প্রশিক্ষণার্থী এবং বয়স কাঠামো: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষক, রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অন্যকোনো ধরনের বিদ্যালয় সরকারি হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ডিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি এমন শিক্ষক যাদের বয়স কাঠামো ৫৫ বছরের নিচে সেসকল শিক্ষকগণ মৌলিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে পরিগণিত হবে।

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান: এই প্রশিক্ষণটির ভেন্যু হবে পিটিটিআইসমূহ। বাংলাদেশের ৬৭টি পিটিটিআই মৌলিক প্রশিক্ষণের ভেন্যু হিসেবে বিবেচিত হবে। এই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের ৬৭টি পিটিটিআই এ কর্মরত সকল বিষয়ভিত্তিক ইন্সট্রাকটর, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং সুপারিনটেনডেন্ট গণ এই প্রশিক্ষণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবে। তবে এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে পিটিটিআই এর প্রশিক্ষকদের দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে মৌলিক প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর হাতে-কলমে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পিটিটিআই এই মৌলিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একডেমি (নেপ) এর প্রণীত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুসরণ করবে। প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণই আবাশিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। তাই প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পিটিটিআই এর শৃঙ্খলা মেনে অবস্থান করতে হবে।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা: এই প্রশিক্ষণ প্রতিটি পিটিটিআই এক শিফটে পরিচালনা করবে এবং ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২০০ জন হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও নেপ যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করবে এবং নেপের মহাপরিচালকের স্বাক্ষরে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে।

মৌলিক প্রশিক্ষণ/ পরিমার্জিত ডিপিএড উপকরণ: মৌলিক প্রশিক্ষণ উপকরণ মূলত: শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বিদ্যালয় কার্যক্রমে অনুশীলন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সমন্বিত কাঠামোর মডিউলভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের সমষ্টি। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালগুলো প্রণীত হবে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত মৌলিক প্রশিক্ষণের শিখনফল ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে এবং ম্যানুয়ালগুলো প্রণীত হবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায়। ম্যানুয়াল প্রণয়নে একদল

দক্ষ ম্যানুয়াল প্রণেতা যারা প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নেপ, এনসিটিবি, পিটিটিআই, ইউআরসি, সকল পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ম্যানুয়াল প্রণয়নে দক্ষ অতিথি বিশেষজ্ঞ যুক্ত থাকবেন।

প্রশিক্ষণ সময়কাল বিভাজন: মৌলিক প্রশিক্ষণের সময়কাল সর্বমোট ১২০ কার্যদিবস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। মোট সময়কালের ৮০ দিন পিটিটিআই এ অনুষ্ঠিত হবে এবং বাকী ৪০ দিন সংযুক্ত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পিটিটিআই এ এই ৮০ দিন প্রশিক্ষণ ৩টি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। বাকী ৪০ দিন পিটিটিআই প্রশিক্ষণ পরবর্তি নির্ধারিত বিদ্যালয়ে সংযুক্ত থেকে অর্জিত প্রশিক্ষণ দক্ষতা হাতেকলমে অনুশীলন করবে। পিটিটিআইতে এই প্রশিক্ষণটি সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়ালের মাধ্যমে মডিউলের কার্যক্রম ভিত্তিক (Activity Based) ও হাতেকলমে (Hands on) পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ সময়ককাল অনিবার্য কারণ ব্যতীত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করতে হবে। প্রশিক্ষণে প্রতিদিন তিনটি শ্রেণি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে এবং এর প্রতিটির শ্রেণি কার্য়ক্রমে সময় ব্যাপ্তি অধিবেশনের শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী ২.০০ ঘন্টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং শ্রেণি কার্যক্রমে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ১ ঃ ৪০ হবে।

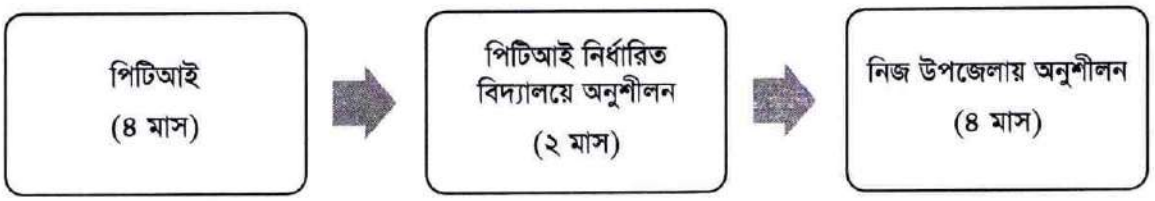

পিটিটিসি অরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ: প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম (পিটিটিসি) উন্নয়ন যেমনি একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। তেমনি এই প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি বাস্তবায়নেও একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। পিটিটিসি উন্নয়নের পর এটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন, সকল পিটিটিআই, ইউআরসি, জেলা শিক্ষা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের সকল পর্যায়ের মেন্টর কর্মকর্তাদের অন লাইনে অরিয়েন্টেশন/ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে একটি রিসোর্সপুল গঠন করা হবে।

খ.২ ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Continuous Professional Development Training): ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মূলতঃ শিক্ষক ও মেন্টরগণের জন্য চাকুরীকালীন পরিকল্পিত, ধারাবাহিক এবং শিক্ষকতা পেশার পথযাত্রায় ক্যারিয়ার গঠনে পেশাগত দক্ষতা ও অনুশীলনের উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী অধিকতর গভীর প্রশিক্ষণ। যার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় একদল পেশাদার শিক্ষক ও মেন্টর প্রতিনিধি গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থীর শিখন আচরণের ইতিবাচক পিরবর্তনে পেশাগত জ্ঞান ও মূল্যবোধ গঠনে এই প্রশিক্ষণটির ধরণ ও লক্ষ্যদলের চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার পেশার বিকাশে রিসোর্সপুল গঠনের উদ্দেশ্য পূরণ করা যাবে। মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও রিসোর্সপুলের সদস্য নির্বাচন করা যাবে। একদল পেশাদার শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, মেন্টর ও মনিটর গড়ে তোলা হবে।। যারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কোর ট্রেইনার, মাস্টার টেইনার এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পিইডিপি ৪ এ এই প্রশিক্ষণটি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

- **ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:** প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-
  - প্রাথমিক শিক্ষায় একদল পেশাদার শিক্ষক, প্রশিক্ষক, মেন্টর, মনিটর, মূল্যায়নকারী এবং গবেষক তৈরি করা;
  - প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জন করা;
  - প্রাথমিক শিক্ষার রিসোর্সপুল সমৃদ্ধকরা এবং প্রশিক্ষণে শৃঙ্খলা গড়ে তোলা।

- **ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণসমূহ:**

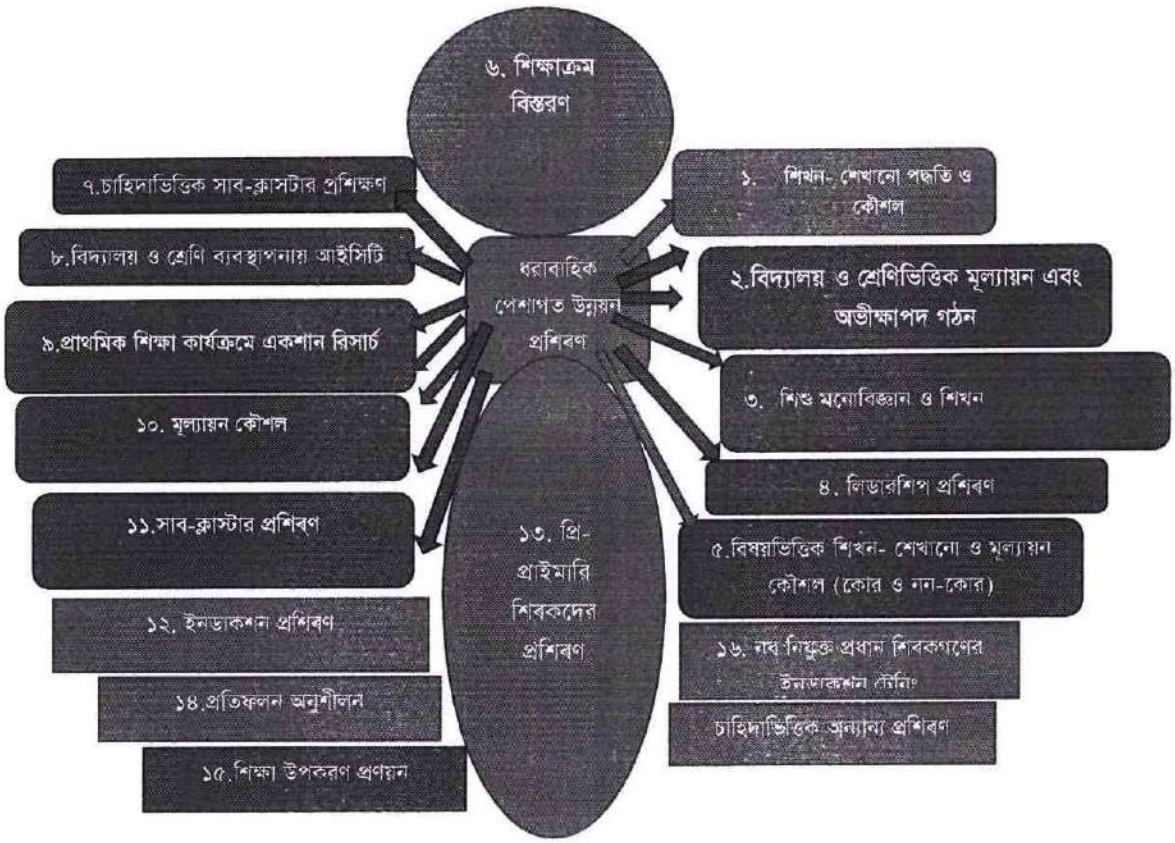

নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বিষয়বস্তু
১.	শিখন- শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	শিখন-শেখানোর ধারণা, বিভিন্ন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ, সহযোগিতামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি (থিংক পেয়ার শেয়ার, জিগসো, ফোর কর্ণার, পেইসমেন্ট ইত্যাদি); খেলার ছলে শিখন (খেলা, খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, খেলার মাধ্যমে শিখন, খেলার স্থান পরিকল্পনা ইত্যাদি); শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন; জেন্ডার সমতা ও অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন শেখানো কৌশল; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিখন- শেখানো পদ্ধতি; কর্মতৎপর ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শ্রেণিতে পাঠগ্রহণে শিশুদের আবেগ সৃষ্টির কৌশল, আবেগ ব্যবস্থাপনা ও ভালো থাকা, শ্রেণিতে যোগাযোগ ও বড় শ্রেণি পরিচালনা কৌশল; কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণিকক্ষে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি কৌশল; শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ব্লেন্ডেড এপ্রোচ নির্বাচন ও প্রয়োগ কৌশল; শিখনফলভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণি কার্যক্রমে এর কার্যকর ব্যবহার ইত্যাদি।
২.	নব নিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ইনডাকশন ট্রেনিং	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো, শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো কৌশল, ূল্যায়ন (Assessment) এবং মূল্যায়নের (Evaluation) ধারণা ও সম্পর্ক, শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, মূল্যবোধসমূহ এবং দক্ষতাসমূহ; শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপের পদ্ধতি ও সূচকসমূহ; বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, চাকরি বিধি-বিধান, বিদ্যালয়ের জন্য উপযোগী ও কার্যকর নেতৃত্বের

নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বিষয়বস্তু
		ধরণসমূহ; শিক্ষণকেন্দ্রিক নেতৃত্বের (Instructional Leadership) সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব; শিক্ষক কেন্দ্রিক নেতৃত্বের গুনাবলী ও দক্ষতাসমূহ এবং তা' অর্জনের উপায়, একাডেমিক সুপারিভিশন ইত্যাদি।
৩.	বিদ্যালয় ও শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন এবং অভীক্ষাপদ (Test Item Development) প্রণয়ন	মূল্যায়ন (Assessment) এবং মূল্যায়নের (Evaluation) ধারণা ও সম্পর্ক, শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, মূল্যবোধসমূহ এবং দক্ষতাসমূহ; শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপের পদ্ধতি ও সূচকসমূহ; শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং মূল্যবোধ বিকাশ কৌশল; শ্রেণিতে ও বিদ্যালয়ে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ে প্রয়োগিত কার্যক্রম ও কৌশলসমূহ এবং অনুশীলন; গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়সমূহ; শিখনক্ষেত্রভিত্তিক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে গাঠনিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া; গাঠনিক মূল্যায়নের কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণি পরীক্ষায় অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন; শিক্ষার্থীর শিখনে শ্রেণিভিত্তিক মূল্যযাচাই (Classroom based Assessment), মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব, পরিমাপক, শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও পরিমাপক এবং বিবেচ্য বিষয়; মুল্যায়ন ক্ষেত্র এবং মূল্যযাচাই রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ; সামষ্টিক মূল্যায়নের ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল সামষ্টিক মূল্যায়নে ব্যবহৃত অভীক্ষা পদসমূহ, অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে রুব্রিক্স; বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতির ধারণা, ধরন ও গুরুত্ব, বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র, প্রথাগত ও বিকল্প মূল্যায়নের তুলনা; প্রচলিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি।
৫.	লিডারশিপ ট্রেনিং	নেতা, নেতৃত্ব, নেতৃত্বের প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য এবং নেতৃত্বের ধরণসমূহ; নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুনাবলীসমূহ এবং আত্ম-মূল্যায়ন; বিদ্যালয়ে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব; বিদ্যালয়ের জন্য উপযোগী ও কার্যকর নেতৃত্বের ধরণসমূহ; শিক্ষণকেন্দ্রিক নেতৃত্বের (Instructional Leadership) সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব; শিক্ষক কেন্দ্রিক নেতৃত্বের গুনাবলী ও দক্ষতাসমূহ এবং তা' অর্জনের উপায়; বিদ্যালয়ে শিক্ষণকেন্দ্রিক নেতৃত্বের অনুশিলন/প্রয়োগ এবং অগ্রগতি মূল্যায়ন; রুপান্তরকারী নেতৃত্বের (Transformation Leadership) সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব; রুপান্তরকারী নেতৃত্বের গুণাবলী ও দক্ষতাসমূহ এবং তা' অর্জনেডর উপায়; বিদ্যালযে রুপান্তরকারী নেতৃত্বের অনুশীলন/প্রয়োগ এবং অগ্রগতি মূল্যায়ন; বিদ্যালযে রুপান্তরকারী নেতৃত্বের অনুশীলন/প্রয়োগ এবং অগ্রগতি মূল্যায়ন; বন্টনমূলক নেতৃত্বের (Distributed Leadership) সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব; বিদ্যালয়ে বন্টনমূলক নেতৃত্ব অনুশীলনের উপায়সমূহ; বিদ্যালয়ে বন্টনমূলক নেতৃত্বের সংস্কৃতি; কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বের (Authoritative Leadership) সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব; কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বের গুণাবলী ও দক্ষতাসমূহ এবং তা' অর্জনের উপায়; বিদ্যালয়ে কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বের অনুশীলন/প্রয়োগ এবং অগ্রগতি মূল্যায়ন; সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ; আত্ম- উন্নয়ন; শিক্ষকগণের আত্ম-উন্নয়ন শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা; বিদ্যালয়ের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন; বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং একটি নান্দনিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ; বিদ্যালয়ের সাধারণ তথ্য ব্যবস্থাপনা (আইসিটি'র ব্যবহারসহ); বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন; কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ: এসএমসি ও পিটিএ; কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ, বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি।
৬ (১)	বাংলা ভাষা শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কৌশল	ভাষাদক্ষতার বিকাশ, ভাষিক কাজের সাথে ভাষাদক্ষতার সম্পর্ক, ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল , শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা, ভাষা শেখানোর সমম্বিত

নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বিষয়বস্তু
		কৌশল, পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানসমূহ, বাংলা পাঠে ছবির পাঠ ও ছবিপড়া, পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা, বাংলা শিখন শেখানো কার্যক্রমে পড়তে শেখার উপাদানসমূহ প্রয়োগ, প্রাথমিকস্তরে বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল, ছড়া ও কবিতা, গদ্য পঠনরীতি, ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল, গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল ইত্যাদি।
৬(২)	ইংরেজি ভাষা শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কৌশল	Learning Style and Effective Teaching: Language acquisition and Language learning, Principles of Communicative Language Teaching (CLT), Use and application of CLT, Lesson Planning, Framework (components) of IPT based Lesson plan, Listening Skill: principles teaching of listening skills; Writing Skills, Speaking Skill: Control and free speaking practice, Problems Bangladeshi speakers face in speaking English; Reading Skill: Reading aloud and silent reading, Teaching grammar in context, Improving Pronunciation, English sounds with the phonemic chart, Pronunciation : Stress and intonation etc.
৬(৩)	প্রাথমিক গণিত শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কৌশল	প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রম : প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা , শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখন ফলসমূহের যৌক্তিক অনুধাবন সংখ্যা ও গণনা:স্বাভাবিক সংখ্যা, সংখ্যা প্রতীক ও সংখ্যাসহ বিভিন্ন সংখ্যা, মানসংখ্যা ও ক্রমসংখ্যা (কার্ডিনাল ও অর্ডিনাল), স্বাভাবিক সংখ্যা এবং অখন্ড সংখ্যা, মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যা, স্থানীয় মান ও তুলনা ইত্যাদি। চারটি মৌলিক নিয়ম: যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের অর্থ, সংযোগ বিধি ও বিনিময় বিধি, বণ্টন বিধি, ৪টি মৌলিক নিয়মের ওপর সমস্যা প্রণয়ন ও সমাধান। গুণিতক ও গুণনীয়ক : গুণিতক ও ল.সা.গু., গুণনীয়ক ও গ.সা.গু., গুণনীয়ক ও গুণিতকের ওপর সমস্যা তৈরি ও সমাধান। সাধারণ ভগ্নাংশ: ভগ্নাংশের ধারণা, অনুপাত ও পরিমাণ, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান ও সমস্যা তৈরি। দশমিক ভগ্নাংশ: দশমিক ভগ্নাংশের অর্থ, স্থানীয় মান, আসন্ন মান, দশমিক ভগ্নাংশের রূপান্তর, দশমিক ভগ্নাংশের সমস্যার সমাধান ও সমস্যা তৈরি। পরিমাপ: পরিমাপের মৌলিক ধারণা, কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপ, পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান ও সমস্যা তৈরি। সমতলীয় চিত্র/ক্ষেত্র: বিন্দু, রেখাংশ, তল সম্পর্কে মৌলিক ধারণা, বিভিন্ন ধরনের সমতল ক্ষেত্র, ত্রিভুজের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, চতুর্ভুজের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, বৃত্ত ও বৃত্তের পরিধি, একটি সমতলীয় চিত্র অঙ্কন, সমতল ক্ষেত্র সম্পর্কীয় সমস্যা তৈরি ও সমাধান। ক্ষেত্রফল: ক্ষেত্রফল সম্পর্কে ধারণা, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, সামন্তরিক ও ট্রাপিজিয়াম, আকৃতির ক্ষেত্র, বৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিমাপ, সমস্যা প্রণয়ন ও সমস্যার সমাধান। ঘনক আকৃতি: বিভিন্ন ধরনের ঘনক আকৃতির বর্ণনা, আয়তনিক ঘনকের আয়তন এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল, প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষে ঘনক তৈরি। শতকরা: অনুপাত, সমানুপাত ও শতকরার অর্থ ও ব্যবহার, শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি ও সমাধান। উপাত্ত উপস্থাপন: উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যাস, উপাত্তের গড়, লেখচিত্রে উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ, উপাত্ত উপস্থাপন সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি ও সমাধান। সমানুপাতিক সম্পর্ক: প্রত্যক্ষ সমানুপাতী, টেবিলে উপাত্ত উপস্থাপন, সম্পর্কসমূহ লেখচিত্রে উপস্থাপন, ঐকিক নিয়মে সমস্যা সমাধান ও সমস্যা প্রণয়ন। **[প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়বস্তুর উপর অধিবেশন প্রণয়ন করে ম্যানুয়ালে সন্নিবেশিত**

নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বিষয়বস্তু
		করতে হবে।]
৬(৪)	প্রাথমিক বিজ্ঞান শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কৌশল	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, প্রাথমিক বিজ্ঞানে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রক্রিয়া (product in science), বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা অর্জনের উপায়: পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, শ্রেণিকরণ, সিদ্ধান্ত, পরীক্ষণ, আনুমানিক সিদ্ধান্ত, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রম, অনুসন্ধানের প্রকারভেদ–অনুসন্ধান নির্দেশিত অনুসন্ধান, শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান; প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষণের কৌশল, বিজ্ঞান শিক্ষণের কৌশল গ্রহণের মৌলিক দিকসমূহ, সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষার কৌশল-ধারণা মানচিত্র, ব্রেইন স্টর্মিং, P O E এবং ৫ E Model, বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অনুশীলন ইত্যাদি।
৭	শিক্ষাক্রম বিস্তরণ	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের ধারণা, শিক্ষাক্রমের উপাদান, বিষয়গত উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফলের সম্পর্ক, শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তু, শিখনফলের সাথে শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের দৃষ্টান্তসহ সম্পর্ক; বিদ্যমান জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি, মূল দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী, মূল যোগ্যতা, দক্ষতাসমূহ, শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা; শিক্ষাক্রম থেকে বিভিন্ন ধরনের (জ্ঞানগত বা চিন্তন, আবেগীক ও মনোপেশিজ) শিখনফল চিহ্নিতকরণ, পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ধরণের শিখনফলের প্রতিফলন চিহ্নিতকরণ, একটি ব্যাপক শিখনফলচিহ্নিতকরণ এবং ছোট ছোট শিখনফলে বিভাজন, শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন- শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষা উপকরণ চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োগ, শিখন মূল্যায়ন ইত্যাদি।
৯.	চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ	চাহিদাভিত্তিক
১০	বিদ্যালয় ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ/উপকরণসমূহ, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, কম্পিউটার পরিচিতি ও ব্যবহার, অনুশীলন: প্রয়োজনীয় দক্ষতা (ফাইল ও ফোল্ডার তৈরি ইত্যাদি), কম্পিটার নিরাপত্তা ও ট্রাবলশুটিং, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পরিচিতি ও পরিচালনা কৌশল (VGA, HDMI, Display, Driver etc), ব্যবহার অনুশীলন ও ট্রাবলশুটিং, ইন্টারনেট পরিচিতি ও শিক্ষায় এর ব্যবহার, ইন্টারনেট থেকে ছবি ও তথ্য খোজা ও ডাউনলোড, অডিও ও ভিডিও কার্টিং, জয়েনিং ও কনর্ভাটার অনুশীলন, ইমেইল খোলা ও অনুশীলন, ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত ট্রাবলশুটিং, ডিজিটাল নিরাপত্তা'র ধারণা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সতর্কতা, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ই-মেইলের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা ও করনীয়; পাওয়ার পয়েন্ট: ফাইল ওপেন, স্লাইড আনা, সেভ ও বন্ধ করা, স্লাইড সংযোজন, ডিজাইন লে আউট পরিবর্তন, ইমেইজ ইনসার্ট ও এডিটিং, সেইপ ও টেবিল ইনসার্ট ও স্মার্ট আর্ট, এনিমেশন ব্যবহার (Entrance, Exit and Emphasis etc), Motion Path, Triggering, স্লাইডে অডিও ও ভিডিও ক্লিপ সংযোজন, স্লাইড শো পরিচালনা, ডিজিটাল/মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টের ধারণা ও ব্যবহার, TPAK মডেল পরিচিতি ও ডিজিটাল কনটেন্টে এর প্রতিফলন, মডেল কনটেন্ট পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিতকরণ, কনটেন্ট তৈরিতে অনুসৃত শর্তাবলী ও নীতিমালা, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরির কলাকৌশল অনুশীলন, ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ নির্বাচন, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়ন, উপস্থাপন ও ফলাবর্তন, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম/মিটিং প্লাটফরম পরিচিতি, জুম পরিচিতি ও ব্যবহার (ক্লাস আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ), গুগলমিট পরিচিতি ও ব্যবহার (ক্লাস আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ), উন্নয়নকৃত পাঠ অনলাইনে পরিচালনা (একক), অনলাইন কোর্স সম্পন্ন ইত্যাদি।
১১	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে এ্যাকশান রিসার্চ	গবেষণার ধারণা, প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণার গুরুত্ব, প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা চাহিদা

নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বিষয়বস্তু
		নিরূপণ, বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল; গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন কৌশল; একশান রিসার্চ এর ধরণা, একশান রিসার্চের জন্য সমস্যা নির্বাচন, প্রস্তাবণা ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সুপারিশমালা অনুযায়ী সংশিষ্ট নীতি পরিমার্জন ইত্যাদি
১২	শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিখন	শিশুর বিকাশের ধারণা; শিশুর বিকাশ ক্ষেত্র, বিকাশ প্রক্রিয়া এবং শিশুর বিকাশ তত্ত্বে বয়সভেদে শিশুর আচরণ; শিশুর শিখন আচরণ, সামাজিক আচরণ, আবেগীয় আচরণ শিশুর আচরণ গঠনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা; শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়া ও উত্তরণের উপায়; শিশুর শিখন আচরণে শিশুর পরিবার, প্রতিবেশী, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ব্যতিক্রমী শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ; এ ধরনের শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সম্পৃক্ততা এবং একক ও সমন্বিত ভূমিকা; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ধরন, মনো-সামাজিক আচরণ, আচরণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাথে পেশাগত আচরণ ও সম্পর্ক স্থাপন কৌশল, সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের খাপখাওয়ানো কৌশল এবং সচেতনতা ও উদ্ধুদ্ধকরণ কৌশল; শিশুর শিখন আচরণে খেলার ভূমিকা; শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার উপায়, শিশুর মানসিক চাপ, মানসিক চাপের কারণ, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ কৌশল, শিশুর বিচ্যুত আচরণ (Deviant behaviour) এবং অংশীজনের ভূমিকা; শিশুর মনো-সামাজিক বিকাশে পারিপার্শিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও নৈতিক (ethical and moral values) মূল্যবোধের ভূমিকা; শিশুর চাহিদাসমূহ, চাহিদাপূরণ পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়; শিশুর মনো-সামাজিক ও শারীরিক বিকাশে কো-কারিকুলার কার্যক্রমসমূহ এবং এর প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি।
১৩	নব নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসহ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু।
১৪	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ	প্রারম্ভিক শৈশব ও এর গুরুত্ব; শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং প্রারম্ভিক শৈশবে বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল চাহিদাসমূহ; শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবেশের প্রভাব; শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমুহ ; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী; মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মানদন্ডসমূহ; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য; শিশুর ভাল লাগা ও মন্দ লাগা এবং তার কারণ; শিশুরা কিভাবে শেখে? শিশুদের সাথে যোগযোগের উপায়; সকল শিশুর প্রতি সমগুরুত্ব/ সমসাড়া প্রদান; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কাজ; পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ; ব্যায়াম; সৃজনশীল কাজ; ভাষার কাজ; প্রাক-গাণিতিক ধারণা ; সংখ্যা গণনা (০, ১ থেকে ২০); শিখন-শেখানো কার্যক্রম; যোগের ধারণা; বিয়োগের ধারণা ; নির্দেশনার খেলা; ইচ্ছেমতো খেলা; অন্যান্য কাজ (পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক); বার্ষিক পরিকল্পনা, সাপ্তাহিক রুটিন এবং দৈনিক পাঠ বা কার্যক্রম পরিকল্পনা; শিখন অনুশীলন; প্রাক - প্রাথমিক শিশুদের মূল্যায়ন ; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি।
১৫	প্রতিফলন অনুশীলন প্রশিক্ষণ	প্রতিফলনের ধারনা, প্রতিফলন ও সমালোচনামূলক প্রতিফলনের ধারনা, প্রতিফলিত শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা, শিক্ষকতা পেশায় ও শিক্ষার্থীদের শিখনে প্রতিফলনের গুরুত্ব ও উপকারিতা, অধিক প্রতিফলিত শিক্ষক হওয়ার উপায় ও কৌশল (আত্ম পরিচর্চা ও মাইন্ডফুলনেস, প্রতিফলন অনুশীলন চক্র, লেসন স্টাডি ইত্যাদি), প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ

নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বিষয়বস্তু
		অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনে বাস্তব প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণের উপায়, প্রতিফলনমূলক শিক্ষণের অনুশীলন, শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিফলনমূলক শিখনে উৎসাহিত করার কৌশলসমূহ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, স্ব-মূল্যায়ন, রিফ্লেকটিভ জার্নাল, মাইক্রো স্ট্যাডি এবং একশান (Action Research) গবেষণা ধারণা ও প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন কৌশল এবং রিপোর্ট প্রণয়ন কৌশল; কেস স্টাডি ধারণা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি
১৬	একাডেমিক তত্ত্বাবধান	

প্রশিক্ষণভেদে সময়কাল, প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক এবং ভেন্যু:

ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণসমূহ ক্যাচক্যাড পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। সুতরাং প্রশিক্ষণের জন্য কোর ট্রেইনার এবং ভেন্যু নির্বাচিত ও সুবিধাজনকভাবে পরিমার্জন ও সংশোধন করা হবে। তবে প্রশিক্ষণের গুণগতমান রক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করা যাবে।

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষক	মাঠপর্যায়ের ভেন্যু	মন্তব্য (প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রতিটি প্রশিক্ষণের জন্য মাস্টার ট্রেইনার এবং ভেন্যু আলাদা হবে)	
						মাস্টার ট্রেইনার	ভেন্যু
১.	শিখন- শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	১৪দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	এডিপিইও, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, ইউইও, ইন্সট্রাক্টর ইউআরসি	নেপ ও পিটিআই	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
২.	নব নিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ইনডাকশন ট্রেনিং	১৫ দিন	প্রধান শিক্ষক	নেপ এর অনুষদ সদস্য	নেপ ও পিটিআই	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
৩.	নব নিযুক্ত শিক্ষকগণের ইনডাকশন ট্রেনিং	১০ দিন	নব নিযুক্ত সহকারী শিক্ষক	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, এইউইও, ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (ইউআরসি)	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	পিটিআই
৪.	যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ উন্নয়ন (Competency Based Test Item Development. Marking And Test Administration training)	০৩ দিন	প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক	এইউইও, ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (ইউআরসি)	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
৫.	বিদ্যালয় ও শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস	০৬ দিন	প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক	এইউইও, ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (ইউআরসি)	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষক	মাঠপর্যায়ের ভেন্যু	মন্তব্য (প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রতিটি প্রশিক্ষণের জন্য মাস্টার ট্রেইনার এবং ভেন্যু আলাদা হবে)	
						মাস্টার ট্রেইনার	ভেন্যু
৬.	লিডারশিপ ট্রেনিং	১৪ দিন	প্রধান শিক্ষক	ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, এইউইও এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক	পিটিআই/ ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি কর্মকর্তা, এইউইও, এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
৭.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (কোর এবং ননকোর)	৬ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	শিক্ষক, এইউইও, ইনস্ট্রাকটর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি)	ইউআরসি	পিটিআই/ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর	পিটিআই
৮.	শিক্ষাক্রম বিস্তরণ	১০ দিন	প্রধান শিক্ষক	ইন্সট্রাক্টর পিটিআই, এইউইও, ইনস্ট্রাকটর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি) এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
৯.	চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ	৩ দিন	প্রধান শিক্ষক	এডিপিইও, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, ইউইও, এইউইও, ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি	পিটিআই	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, এইউইও এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১০.	চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ	১ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর/সহকারী ইন্সট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক	সাব-ক্লাস্টার	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১১.	আইসিটি প্রশিক্ষণ	১৪ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর/সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক	পিটিআই	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১২.	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে এ্যাকশান রিসার্চ	৬ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই/ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১৩.	বিদ্যালয় ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং, মেন্টরিং এবং	৬ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং	এডিপিইও, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট,	ইউআরসি ও পিটিআই	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষক	মাঠপর্যায়ের ভেন্যু	মন্তব্য (প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রতিটি প্রশিক্ষণের জন্য মাস্টার ট্রেইনার এবং ভেন্যু আলাদা হবে)	
						মাস্টার ট্রেইনার	ভেন্যু
	মূল্যায়ন কৌশল		প্রধান শিক্ষক	পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউইও, ইন্সট্রাক্টর ইউআরসি)		ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	পিটিআই
১৪.	শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিখন	১০ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	শিশু মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানী এবং রিসোর্সপুলের সদস্য	ইউআরসি ও পিটিআই	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১৫.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ	১৫ দিন	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক	এইউইও, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি)	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১৬.	প্রশিক্ষণ শিক্ষোপকরণ উন্নয়ন	৪ দিন	সহকারী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক	শিক্ষক, এইউইও, ইনস্ট্রাক্টর, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (ইউআরসি)	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, এইউইও এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১৭.	একাডেমিক তত্ত্বাবধান	৬ দিন	প্রধান শিক্ষক	এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১৮.	শিক্ষকমান, দায়িত্ব-কর্তব্য ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা	৩ দিন	সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক	এডিপিইও, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, ইউইও, এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
১৯.	বিদ্যালয় উন্নয়নে বিদ্যালয় ব্যাবস্থাপনা কমিটি (এস এম সি) ও অংশীজনের প্রশিক্ষণ	০৩ দিন	প্রধান শিক্ষক, এসএমসি ও অংশীজন	এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর	ইউআরসি	নেপ এর অনুষদ সদস্য, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউইও এবং রিসোর্সপুলের সদস্যবৃন্দ	নেপ/লিডারশীপ সেন্টার/ পিটিআই
▪	চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য প্রশিক্ষণ	চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং নেপ এর যৌক্তিক যৌথ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালনা করা যাবে । তাছাড়া ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু প্রয়োজন মাফিক সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জন করে ম্যানুয়াল উন্নয়ন করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে সময়কাল ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পরিবর্তন করা যাবে।						

খ.৩ উচ্চতর প্রশিক্ষণ (Advance Training): প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে উচ্চতর প্রশিক্ষণ বলতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক সহায়ক উপকরণ উন্নয়ন, প্যাডাগজি, যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপত্র প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমানভিত্তিক নীতি প্রণয়ন, সাইকোমেট্রিক্স ও জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, ম্যাক্রো ও মাইক্রো স্ট্যাডি, পেশাগতসম্পর্ক উন্নয়ন ও মনো-সামাজিক সহায়তা, সাইকো থেরাপি প্রভৃতি বিষয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণকে বুঝাবে। এই প্রশিক্ষণটি মূলত দেশে কোনো সরকারি বা বেসরকারি উন্নত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা যাবে এবং এর ধারাবহিকতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। যেমন, যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের উপর দেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের পর বিদেশে সাইকোমেট্রিক্স এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় সাইকোমেট্রিশিয়ান নেই এবং এর প্রতিবন্ধকতার কারণে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নে বিদেশি পরামর্শক প্রয়োজন হয়। এটি মূলত একটি পেশাগত প্রশিক্ষণ।

উচ্চতর প্রশিক্ষণটি হবে সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানের চাহিদাভিত্তিক। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বহু গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে, কিন্তু এ গবেষণাসমূহের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কোনো নতুন নীতি উন্নয়ন বা প্রচলিত নীতির পরিমার্জন করা হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রমানভিত্তিক (Evidence based) নীতি প্রণয়ন কৌশলের উপর দেশে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভরনেন্স এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) এবং এর ধারাবাহিকতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষায় একটি মানসম্মত রিসোর্সপুল গঠন করে কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠিত লিডারশিপ সেন্টারে এই প্রশিক্ষণটি প্ররিচালনা করা যেতে পারে। তাছাড়া নেপের নব নির্মিত ভবনটিতেও রিসোর্সপুলের সদস্য দ্বারা এই প্রশিক্ষণ ধরনটির বিশেষ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ ধরনটির সাথে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংযোগ থাকবে।

উচ্চতর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

- **প্রাথমিক শিক্ষায় একদল পেশাদার দক্ষ প্রশিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সহায়ক, মনো-সামাজিক সহায়তাকারী এবং নীতি প্রণয়নে সহায়তাকারী তৈরি করা।**

উচ্চতর প্রশিক্ষণসমূহ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক):

১.	Psychomatrics and Competency Based Assessment	▪ Pre-course: Introductory reading, revision of basic statistical concepts, pre-course assignments ▪ Introduction to testing (Basic Theory, Scaling, test construction, item analysis, types of test, properties of tests, selecting tests, standardization, prediction, test administration, and scoring and basic statistics), Practical exercise ▪ Practical Ability and Aptitude Testing, Uses of Test Scores Professional and Ethical Issues in Testing (Test bias, Methods for ensuring test fairness, Confidentiality, equal opportunities), Assessment of underlying Knowledge, Personality theories and Test practicale's, (focasing on test like WPI, Personality Type, FIRO-B, EQiM) ▪ Interpersona Report writing, Decision making using test scores in occupational and organisational settings, Developing and implementing policies and procedures on testing, Post assessment feedback and counselling, Overview of the principles and practice of feedback, Practice Session. ▪ Follow up: workbased assignments and Case study presentations by participants
২	Advance Training on Peadagogy	▪ Competency based Curriculum Development, Execution and Revision; ▪ Need Assessment Procedure; ▪ Effectie Teaching Learning and Classroom Management; ▪ Quality Assessment: Formative and Summative Procedure; ▪ Textbook Review and analysis; ▪ Learning Outcome based stem writing, Application and higher order thinking test item development ▪ Specification Greed; ▪ Quality Question or Testpaper Development;
৩	Advance Training on Inclusive Practive/SEND	▪ Validity and Reliability of Measurement; ▪ Principles and Planning of Test Construction; ▪ Test and Test Item Construction; ▪ Construction MCQ; ▪ Specification Gride and Arrainging Test Item in a Test Paper
	Psycho-social	▪ Davient Behaviour and Davient Child;

৪.	Intervention of Davient Behaviour	▪ Psycho-Social Tharaphy; ▪ Behaviour Modification; ▪ Tharapieutic interventions for problematic Child
৫.	Rapport and Psycho-Social Support	▪ Rapport building and Rapport building mechanism; ▪ Motivtion and Psycho-social Support building ▪ Developing Positive Attitude to learners and teachers
৬.	Advance Training on Early Childhood Development	▪ Manual and different types of manual; ▪ Component and Process of Quality Manual; ▪ Designing Quality Training Manual;
৭.	Advance Training on Leadership	▪ Policy and Existing Policy in Education; ▪ Reviewing Different Policies; ▪ Importance of Research for writing Policy; ▪ Designing Evidence based Policy for Primary Education;
৮.	Advance Training on EiE	▪ Curriculum and Components of Curriculum; ▪ Research in Curriculum; ▪ Curriculum Models and Developing Need Based Model; ▪ Designing Curriculum for Primary Education

এই প্রশিক্ষণ ধরনটিতে বিস্তারিত প্রশিক্ষণভিত্তিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়নি। যে প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে সে প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণের সময় অনুযায়ী বিষয়বস্তু বিন্যস্তকরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারবে।

অধ্যায়: চার

পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) মূল্যায়ন পদ্ধতি
Evaluation Methods of the Basic Training

ভূমিকা:

মৌলিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে প্রশিক্ষণার্থী (শিক্ষক) ও তাঁর শিখন। আর মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর শিখন অগ্রগতি (কী শিখেছে, কী মাত্রায় শিখেছে এবং কতটা ঘাটতি রয়ে) সম্পর্কে জানতে পারেন, প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা অনুধাবন করেন এবং সে অনুযায়ী তাঁকে সহায়তা করেন। তাই মৌলিক প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে শিখন সহায়ক করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পিটিটিআই এ প্রশিক্ষণে যোদানের প্রথম দিনেই অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পূর্ব দক্ষতা এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণ শেষে অর্জিত দক্ষতা পরিমাপের জন্য সুনির্দিষ্ট টুলস প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা গঠনকালীন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে (Formative Assessment) যেমন, একক কাজ, পিয়ারওয়ার্ক, পেয়ারওয়ার্ক, দলীয় কাজ, শ্রেণি পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট প্রভৃতির মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন ও পরিমাপ এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া অধিবেশনে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী লেসন স্যাডি, কেস স্যাডি, রিফ্লেকটিভ মূল্যায়নসহ অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ ও মনোযোগ, শৃঙ্খলাবোধ, প্রশিক্ষণ মূল্যবোধ, ডাইনিং ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনাগত শৃঙ্খলার প্রতি আচরণ ও পেশাগত সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ইটিকেটস, ম্যানারস প্রভৃতিও পর্যবেক্ষণ টুলস প্রয়োগ করে আচরণিক মূল্যবোধ পরিমাপ করা হবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ে সংযুক্তকালীন অর্জিত প্রশিক্ষণ প্রয়োগ পরিস্থিতিও মাঠ পর্যায়ের মেন্টর কর্তৃক পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য টুলস প্রয়োগ করে পরিমাপ করা হবে।

মৌলিক প্রশিক্ষণে মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণার্থী (শিক্ষক) কে দক্ষ ও পেশাদার শিক্ষকে রূপান্তরের লক্ষ্যে তাঁর শিখনে সহায়তা প্রদান করা। তাই মৌলিক প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন হবে একটি প্রক্রিয়া যেখানে পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর শিখন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশেষণ করা হয় ও ফলাফল পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেই লক্ষ্যেই মৌলিক প্রশিক্ষণে কাঙ্খিত শিখনফল ও শিক্ষকমানের অর্জনমাত্রা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হবে। একটি অনুমোদিত মূল্যায়ন নির্দেশিকার আলোকে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কিংবা গঠিত কমিটি পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরিচালনা করবে।

পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কাঠামো:

ক্রমিক নং	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর
১	মডিউলভিত্তিক মূল্যায়ন	৫৫০
২	এ্যাকশন রিসার্চ অন প্যাডাগজি এ্যান্ড স্কুল ম্যানেজমেন্ট	৫০
৩	বিদ্যালয়ে অনুশীলন	১৫০
৪	যোগাযোগ দক্ষতা	৫০
৫	শরীর চর্চা ও খেলাধুলা এবং স্কাউটিং	৫০
৬	উদ্ভাবন ও উত্তম চর্চা	৫০
৭	উপস্থিতি ও আচরণবিধি	৫০
৮	মৌখিক পরীক্ষা	৫০
	মোট	১০০০

১. মডিউলভিত্তিক মূল্যায়ন:

প্রতিটি মডিউলের জন্য নির্ধারিত নম্বর হবে সর্বমোট ৫০ যেখানে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। গাঠনিক মূল্যায়ন প্রতিটি মডিউল চলাকালীন সংঘটিত হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন মডিউল শেষে অনুষ্ঠিত হবে (চিত্র-১)।

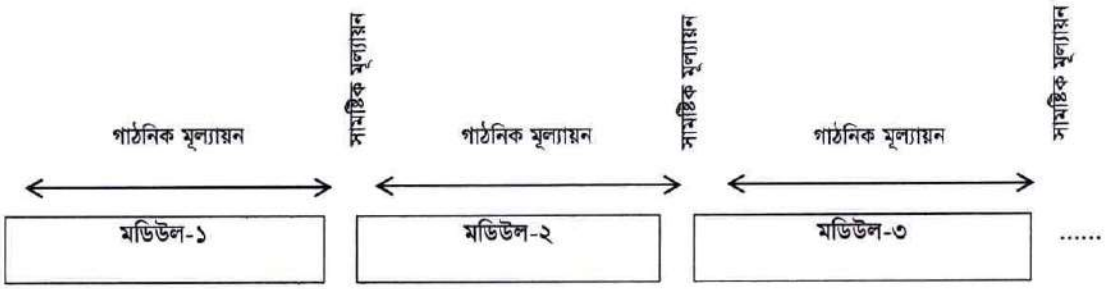

চিত্র-১

১.১ গাঠনিক মূল্যায়ন:

প্রতিটি প্রশিক্ষণ মডিউল চলাকালে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক গাঠনিক মূল্যায়ন করা হবে। মডিউলভিত্তিক মূল্যায়নের ৬০% (৩০ নম্বর) মূল্যায়ন গাঠনিক পদ্ধতিতে করা হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণের মডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রম.	ডবষয়	নম্বর	মন্তব্য
১	• সেশনে ধারাবাহিক মূল্যায়ন	১০	
২	• অ্যাসাইনমেন্ট • উপস্থাপন • রিফ্লেকটিভ জার্নাল • কেস স্টাডি	২০	প্রতিটি মডিউলে যেকোন দুটি
সর্বমোট		৩০	

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন:

প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণকক্ষে সেশনে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন মডিউল চলাকালে প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করবেন। এই ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখন-কার্যক্রম থেকে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে না। বরং দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচালিত হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষক অবহিত থাকবেন কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের এ মূল্যায়ন সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা বা নোটিশ দেওয়া যাবে না। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁর অজান্তেই শ্রেণিকক্ষে স্বাভাবিক পরিবেশে মূল্যায়ন করবেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীকে একাকী অথবা দলীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, প্রশ্ন করে, সংশিষ্ট বিষয়ে লিখতে দিয়ে অথবা বলতে দিয়ে তাঁর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ধারাবাহিক এবং পরিকল্পিতভাবে একজন প্রশিক্ষণার্থীর কার্যক্রম মনিটর এবং যাচাই করে তাঁর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে বাস্তব ও কার্যকর ধারণা লাভ করা যায়। আবার একটি শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে কতদিন পর একজন শিক্ষার্থীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

একজন প্রশিক্ষক কী টুলস বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করবেন অর্থাৎ কী প্রশ্ন করবেন, কী বলতে দিবেন, কী লিখতে দিবেন অথবা কী কাজ করতে দেবেন, সে সম্পর্কে একটি লিখিত পরিকল্পনা তৈরি করবেন। প্রশিক্ষক নিজের সুবিধা অনুযায়ী একক কাজ বা দলীয় কাজ দিয়েও মূল্যায়ন করতে পারেন। প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতি, পরিসর, বিশেষত্ব ইত্যাদি বিষয় বিচার করে উপযুক্ত টুলস নির্বাচন করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাঠামো:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	বিবেচ্য শিখনফল	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য শিখনফল: কোন বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্র বলতে শিখন ক্ষেত্র/শিখন স্তম্ভকে বুঝায়। মূল্যায়নের ক্ষেত্র সাধারণত: বৃহৎ বা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিবেচ্য শিখনফল বলতে মডিউল/অধিবেশনের শিখনফল কে বুঝায়।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস: শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট একটি বা দুটি পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা সমীচীন নয়। বরং বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহার করতে হবে। যেমন, বাংলা বিষয়ের বলা দক্ষতার জন্য মৌখিক মূল্যায়নের বিকল্প নেই। আবার বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য লিখিত মূল্যায়ন উপযুক্ত। তেমনি নৈতিক চর্চা মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য।

নমুনা:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	বিবেচ্য শিখনফল	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস
শিখন শেখানো কার্যক্রম	বিভিন্ন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন।	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়ন কৌশল:

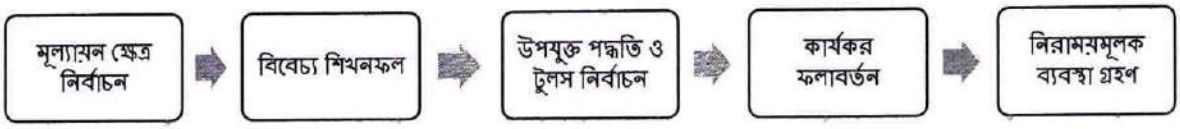

প্রতিটি প্রশিক্ষণ মডিউল চলাকালে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক গাঠনিক মূল্যায়ন এবং মডিউল শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে হবে।

খ. অ্যাসাইনমেন্ট:

অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থীর কোন বিষয়ে ধারণা তত্ত্ব বা তথ্য সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পায়। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর চিন্তাশক্তি, ভাষাজ্ঞান এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে যেকোন রচনামূলক লেখা কিংবা প্রজেক্ট হতে পারে। মডিউলে নির্দেশিত শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে উক্ত শিখনফল সংশ্লিষ্ট তথ্য/অধ্যায়/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রশিক্ষক অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন। অ্যাসাইনমেন্টের মান নির্ধারণ করতে অবশ্যই বিষয়টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞানের গভীরতা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান এবং লেখার দক্ষতা সম্পর্কে লিখিত ফিডব্যাকের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে বিষয়গুলোর উন্নয়নে সহায়তা দিবেন। অ্যাসাইনমেন্ট যাচাই করার ক্ষেত্রে রুব্রিক (Rubric) ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অ্যাসাইমেন্ট প্রদান করার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীর সাথে অ্যাসাইমেন্টের কোন কোন দিকগুলোর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীকে লিখিত অথবা মৌখিকভাবে অবহিত করতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়ন চেকলিস্টের নমুনা

মানদন্ড/বিষয়	নির্দেশক	নম্বর
ভূমিকা	বিষয়টির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বর্ণিত। বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সংক্ষিপ্ত ও যথাযথভাবে বর্ণিত।	২
বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশেষণ নিজস্ব মতামত বর্ণনা	উপযুক্ত তথ্যসহ বিষয়বস্তুটি যথাযথ ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত। লেখার স্টাইল, মতামত এবং যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়।	৪
লেখার মান	ভাষাগত মান (বানান, ব্যাকরণগত শুদ্ধতা), লেখার মান, লেখার দৈর্ঘ্য (খুব ছোট বা খুব বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়)	২
উপসংহার	উপস্থাপিত তথ্যের সারসংক্ষেপ করা	২
মোট নম্বর		১০

গ. উপস্থাপন:

প্রশিক্ষণার্থীদের সেশনে শিখনের কোনো একটি দিক সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলা হবে। উপস্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতাকেও মূল্যায়ন করা যাবে এবং দলের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে পুরো দলের সঙ্গে শিখনকে ভাগাভাগি করা যেতে পারে। উপস্থাপনার বিষয়বস্তু ও কৌশল বিভিন্ন হবে। যেমন: প্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়া পাঠ উপস্থাপন হতে পারে আবার প্রযুক্তির প্রয়োগে পাঠ উপস্থাপন হতে পারে। তাই উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষণ দক্ষতা যেমন যাচাই করা যাবে আবার ক্ষেত্র বিশেষে আইসিটি প্রয়োগের দক্ষতাও যাচাই করা যাবে।

উপস্থাপন মূল্যায়ন চেকলিস্টের নমুনা

নির্দেশক	নম্বর
উপস্থাপন (স্বচ্ছ ভূমিকা, বিষয়বস্তু ও উপসংহার আছে কিনা?)	২
উপযুক্ত তথ্যসহ বিষয়বস্তুটি যথাযথ ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত কিনা? উপস্থাপনের স্টাইল, মতামত এবং যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা?	৪
ভাষাগত মান (বানান, ব্যাকরণগত শুদ্ধতা), লেখার মান, লেখার দৈর্ঘ্য (খুব ছোট বা খুব বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়)	২
সময় ব্যবস্থাপনা	২

ঘ. রিফ্লেকটিভ জার্নাল:

রিফ্লেকটিভ জার্নাল প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। রিফ্লেকটিভ জার্নালের মাধ্যমে লেখার দক্ষতা উন্নয়ন, সৃজনশীলতা, আত্মসমালোচনা এবং সক্রিয় শিখন নিশ্চিত করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীরা সেশনকালে পাঠদান পর্যবেক্ষণ, নিজে পাঠদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এসব বিষয়ের সমাধানের পথ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা রিফ্লেকটিভ জার্নালে প্রতিদিনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে প্রশিক্ষকের কাছে সপ্তাহ শেষে জমা দিবেন। প্রশিক্ষক সেটিতে অনুস্বাক্ষর কারবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

রিফ্লেকটিভ জার্নাল মূল্যায়ন চেকলিস্টের নমুনা

মানদন্ড/বিষয়	নির্দেশক	নম্বর
বোধগম্যতা	বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বিদ্যমান।	২
প্রতিফলন	ব্যক্তিগত ভাবনা ও মতামত যথাযথভাবে উপস্থাপিত। মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়।	৪
প্রয়োগ	স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যাখায়িত।	৪
মোট নম্বর		১০

ঙ) কেস স্টাডি: কেস স্যাডি গুণগত গবেষণার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষক একটি গবেষণা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে সমস্যার কার্যকারণ সম্পর্ক তুলে ধরতে পারেন। এটির মূলত বর্ণনামূলক, উদ্ঘাটনমূলক এবং অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। এটির একক কোনো প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা কোনো ঘটনা হতে পারে। এই স্যাডি করতে প্রথমে কেস নির্বাচন করতে হয়, সাময়িক অনুমান গঠন, প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের উৎস ও মাধ্যম নির্বাচন করতে হয়। পর্যায়ক্রমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশেষণ এবং সমাধান প্রদান ও ফলো আপ করতে হয়। সতরাং শিক্ষক গবষক এ ক্ষেত্রে তাকে কেস হিসেবে কোনো বিদ্যালয়কে নিতে পারেন আবার ক্যাচমেন্টে শিক্ষকদের শিখন- শেখানো আচরণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে কেস শিরোনাম প্রদান করে গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে কেসস্যাডি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিচালনা করবেন।

কেস স্টাডি মূল্যায়ন চেকলিস্টের নমুনা

নির্দেশক	নম্বর
গবেষণা প্রস্তাবনার মান: কেস স্টাডির বিষয় নির্ধারণ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ণ	২
উপযুক্ত তথ্যসহ বিষয়বস্তুটি যথাযথ ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত। লেখার স্টাইল, মতামত এবং যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়।	৩
তথ্য সংগ্রহে দক্ষতা এবং তা গভীরভাবে বিশেষণ করার ক্ষমতা	৩
ফলাফল নির্ণয়, সুপারিশ প্রণয়নে দক্ষতা এবং রিপোর্ট প্রণয়নে দক্ষতা	২
	১০

১.২ সামষ্টিক মূল্যায়ন:

সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। প্রতিটি মডিউল শেষে একটি করে সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে।

অভীক্ষার ধরণ, নম্বর এবং সময়:

ক্ষেত্র	নম্বর	অভীক্ষার ধরন এবং নম্বর
জ্ঞান (১০%)	২	সংক্ষিপ্ত উত্তর অভীক্ষা (২ টি থেকে ১টি)
অনুধাবন (২০%)	৪	সংক্ষিপ্ত উত্তর অভীক্ষা (৪ টি থেকে ২টি)
প্রয়োগ (৪০%)	৮	বিস্তৃত উত্তর অভীক্ষা (৪ টি থেকে ২টি)
উচ্চতর দক্ষতা (৩০%)	৬	বিস্তৃত উত্তর অভীক্ষা (২ টি থেকে ১টি)
মোট নম্বর	২০	সময়: ২ ঘন্টা

মূল্যায়নের কাঠামো:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	বিবেচ্য শিখনফল	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস
		লিখিত	লিখিত প্রশ্নপত্র

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য শিখনফল: কোন বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্র বলতে শিখন ক্ষেত্র/শিখন স্তম্ভকে বুঝায়। মূল্যায়নের ক্ষেত্র সাধারণত: বৃহৎ বা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিবেচ্য শিখনফল বলতে মডিউল/অধিবেশনের শিখনফল কে বুঝায়।

২. এ্যাকশন রিসার্চ

কোন সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে। বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনাই এর মূল লক্ষ্য। এই গবেষণা অংশগ্রহণকেন্দ্রিক (participatory) এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

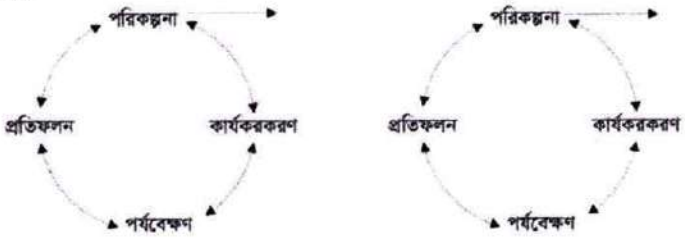

এ্যাকশন রিসাচ মূল্যায়ন চেকলিস্টের নমুনা

মানদন্ড/বিষয়	নির্দেশক	নম্বর
প্রতিফলন	সমস্যা চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৫
উদ্দেশ্য	প্রাথমিক/মাধ্যমিক উৎস উলেখ করে উদ্দেশ্যের স্পষ্টিকরণ	৫
তথ্য সংগ্রহ	বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহের প্রমান (টুলসসহ) যা রিপোর্টে বা সংযুক্তিতে থাকতে হবে	৫
তথ্য বিশেষণ	তথ্য বিশেষণ ও সংশেষণ	১০
যথার্থতা	যথার্থতা নিরূপণ করার জন্য গৃহীত পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা	৫
ফলাফল	বিভিন্ন ধরণের প্রাপ্ত তথ্য বিশেষণ করে ফলাফল/সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১০
উপসংহার	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উলেখপূর্বক গবেষণা প্রতিবেদন রচনা ও কাজের সমাপ্তি করা	৮
গ্রন্থপুঞ্জি	যে কোনো স্টাইল ফলো করে রেফারেন্স থাকতে হবে	২
মোট নম্বর		৫০

৩. বিদ্যালয় সংযুক্ত/টিচিং পেসমেন্ট

প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত থাকবে। উদ্দেশ্য হলো-প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষণ অনুশীলন করবে এবং শিক্ষকমান অনুযায়ী নিজেকে একজন দক্ষ শিক্ষক হিসেবে তৈরি করবে। সর্বোপরি তাদের পেশাগত মানের উন্নয়ন ঘটবে। প্রশিক্ষণকালীন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নিকট একটি কেস (Case)। প্রশিক্ষণার্থী ১ জন বা ২ জন শিক্ষক বিদ্যালয়ে (School as a Case) সংযুক্তির দিন হতে ৫ কর্মদিবস পর্যন্ত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের বাস্তব পরিস্থিতি (শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীর শিখন আচরণ, শিক্ষার্থী উপস্থিতি এবং বিদ্যালয়ের শিখন কার্যক্রম পরিস্থিতি, শ্রেণি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিস্থিতি, শিখন-শেখানো পরিস্থিতি, মূল্যায়ন পরিস্থিতি, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা পরিস্থিতি, নেতৃত্ব পরিস্থিতি, এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সংযুক্তিতে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ তিন মাসে বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিস্থিতির উন্নয়নে কী পরিবর্তন

আনতে পেরেছেন তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী বিদ্যালয় সংযুক্তিতে থাকা অবস্থায় কী কাজ কীভাবে করবেন তার একটি প্রশিক্ষণ সংযুক্তির পূর্বে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেয়া হবে। প্রতিবেদন প্রণয়ণ কৌশল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে সংযোজন করা হবে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে শিক্ষকমান মূল্যায়ন বিষয়ে বিভিন্ন টুলস ও কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। বিদ্যালয় সংযুক্তির কার্যক্রমগুলো মাঠ পর্যায়ের মেন্টর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত পিটিটিআই ইনস্ট্রাকটর প্রশিক্ষণার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষকতা পেশার জ্ঞান, উপলব্ধি, পেশা জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলন এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন পরিমাপের কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। তাছাড়া এ প্রশিক্ষণে বিদ্যালয় সংযুক্তির কার্যভিত্তিক সময়বন্টন এবং প্রশিক্ষণে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হবে।

বিদ্যালয় সংযুক্তিতে থাকাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন কাঠামো নিম্নরূপ:

	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর	পদ্ধতি	মূল্যায়নকারী
১	টুলস প্রণয়ন করে বেইজলাইন সার্ভে	২০	প্রশ্নপত্র ও পর্যবেক্ষণ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
২	পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিরকল্পনা প্রণয়ন	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর -
৩	পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম	২০	প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
৪	পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যায়ন পরিকল্পনা	২০	প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
৫	শিখন পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা	১০	পর্যবেক্ষণ টুলস	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
৬	উপকরণ ব্যবহার	১০	প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
৭	স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ (উদাহরণ. মা সমাবেশ, হোমভিজিট ইত্যাদি)	১০	প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
৮	সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা (উদাহরণ. লেসন স্টাডি ইত্যাদি)	২০	প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
৯	মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন	২০	প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর
	সর্বমোট	১৫০		

এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের মেন্টরদের মূল্যায়ন মান সংশিষ্ট পিটিটিআই প্রশিক্ষক, উপজেলা শিক্ষাকর্মকর্তা, জেলা শিক্ষাকর্মকর্তা তদারকি করবেন এবং মন্তব্য পেশ করবেন। তাছাড়া নেপ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাগণ এ মূল্যায়ন মান তদারকি ও মন্তব্য পেশ করবেন।

৪. যোগাযোগ/সংযোগ দক্ষতা

নিজের মনের ভাব ও অন্তর্নিহিত ধারণা সকলের বোধগম্য করে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের দক্ষতায় যোগাযোগ বা সংযোগ দক্ষতা। একজন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য সংযোগ দক্ষতা অর্জন ও তার চর্চা অপরিহার্য। তাই সংযোগ দক্ষতা মৌখিক, লিখিত ও অভিব্যক্তিমূলক করা হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীগণের সংযোগ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিখানো আচরণে প্রয়োগিত কথোপকথন, বক্তৃতা, বিতর্ক, আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, রোল পে; অভিনয়, চিত্রিপত্র লিখন, সভা পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর	পদ্ধতি	টুলস
১	বক্তৃতা	৫	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
২	বিতর্ক	৫	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
৩	প্যানেল আলোচনা	৫	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
৪	রোল পেস/অভিনয়	৫	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
৫	চিত্রিপত্র লিখন	৫	পর্যালোচনা	রুব্রিক্স
৬	অভিনয়	৫	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
৭	সৃজনশীল কাজ / দেয়ালিকা	৫	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
৮	লাইব্রেরী ব্যবহার	৫	পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট
৯	অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করতে হবে)	১০	সংশিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ	সংশিষ্ট রুব্রিক্স বা টুলস প্রয়োগ
	সর্বমোট	৫০		

৫. শরীর চর্চা ও খেলাধুলা এবং স্কাউটিং

সুস্থ সবল দেহ ও মনের বিকাশ ঘটানোই শরীরচর্চা ও ক্রীড়া কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। খেলাধুলা ব্যক্তিগত তথা জাতীয় নিয়ম-শৃঙখলা, আনগত্য এবং সময়ানুবর্তী মনোভাবের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ ছাড়া দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে খেলাধুলার ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। মৌলিক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা একটি দৈহিক উৎকর্ষসাধনসহ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক। বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পর কোর্সের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ মধ্যে দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে বহিরাঙ্গন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের সহায়তায় প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে।

স্কাউটিং এমন একটি আন্তর্জাতিক, শিক্ষামূলক ও অরাজনৈতিক আন্দোলন- যার মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুবকদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।তাই পরিমার্জিত ডিপিএড/মৌলিক প্রশিক্ষণে স্কাউটিং কে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পিটিআই অবস্থানকালের শুরুতেই ০১ (এক) দিন স্কাউটিং ওরিয়েন্টেশন এবং ওরিয়েন্টেশনের এক মাস পর ০৬ (ছয়) দিন বেসিক কোর্সের বিধান রাখা হয়েছে। এই স্কাউটিং ওরিয়েন্টেশন ও বেসিক ট্রেনিং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রশিক্ষক দ্বারা বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসরণে প্রদান করা হবে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃপক্ষ থেকে সনদ প্রদান করা হবে। **শরীর চর্চা ও খেলাধুলা এবং স্কাউটিং** মূল্যায়ন কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর	পদ্ধতি	টুলস/প্রমানক
১	শরীর চর্চা	২০	পর্যবেক্ষণ ও শৃঙ্খলা অনুসরণ	শৃঙ্খলা নির্দেশনা
২	খেলাধুলা	১৫	পর্যবেক্ষণ ও শৃঙ্খলা অনুসরণ	শৃঙ্খলা নির্দেশনা
৩	স্কাউটিং	১৫ (ওরিয়েন্টেশন ০৫ ও বেসিক কোর্স ১০)	বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল	বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রাপ্ত সনদ
	সর্বমোট	৫০	--	--

৬.উদ্ভাবন ও উত্তমচর্চা: প্রশিক্ষণার্থী অনেকক্ষেত্রে প্রশিক্ষণকালীন বিভিন্ন কর্মকান্ডে যেমন, শিখন-শেখানো, মূল্যায়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও উত্তম চর্চায় সরকার নির্দেশিত গাইডলাইন অনুযায়ী এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে।

ক্রমিক নম্বর	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর	মূল্যায়ন পদ্ধতি
১	উদ্ভাবনী/ উত্তম চর্চা বিষয়টি গাইডলাইনের নিয়ম অনুযায়ী উপস্থাপিত	১০	সংশিষ্ট প্রশিক্ষক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন
২	বিষয়বস্তুতে পদ্ধতির বর্ণনা শৃঙ্খলিত	১০	সংশিষ্ট প্রশিক্ষক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন
৩	বিদ্যালয় কার্যক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য	১০	সংশিষ্ট প্রশিক্ষক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন
৪	সংযুক্ত বিদ্যালয়ে এটির প্রয়োগ করতে পেরেছেন	১০	মাঠ পর্যায়ের মেন্টর পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন প্রক্রিয়া সরজমিনে পরীক্ষণ করবেন
৫	বিদ্যালয় কার্যক্রমে এ উদ্ভাবনী বা উত্তম চর্চা সফল হয়েছে	১০	
	মোট:	৫০	

৭. উপস্থিতি ও আচরণ বিধি

মূল্যায়ন কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর	পদ্ধতি
১	উপস্থিতি	১০	উপস্থিতি রেজি: পরীক্ষণ
২	সময়ানুবর্তিতা	৫	পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ
৩	নিয়ম-কানুন মেনে চলা	৫	পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ
৪	দৃষ্টিভঙ্গি	৫	পর্যবেক্ষণ
৫	পরিস্কার- পরিছন্নতা	৫	পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ
৬	আচার ব্যবহার	৫	পর্যবেক্ষণ
৭	সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক	৫	পর্যবেক্ষণ
৮	সামাজিক কাজ	৫	পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ
৯	অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট)	৫	সংশিষ্ট পদ্ধতি
	সর্বমোট	৫০	

৮. মৌখিক পরীক্ষা

প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মৌখিকভাবে বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা বা দক্ষতা দেখানোর সুযোগ দেওয়া হবে। বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীর উপলব্ধি মূল্যায়নের জন্য মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কৌশল সম্পর্কে ধারণা মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়ন কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবেচ্য বিষয়াদি	নম্বর	পদ্ধতি	টুলস
১	উপস্থাপনা	১০	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
২	বিষয়জ্ঞান ও যুক্তি	১০	অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নকরণ	রুব্রিক্স সম্বলিত চেকলিস্ট
৩	প্রাসঙ্গিকতা	১০	উপস্থাপনা ও যুক্তি পরিমাপন	রুব্রিক্স সম্বলিত চেকলিস্ট
৪	বাচনভঙ্গি	১০	উপস্থাপনা	রুব্রিক্স সম্বলিত চেকলিস্ট
৫	পোষাক-পরিছদ ও আচরণ	১০	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
	সর্বমোট	৫০		

ধারাবহিক পেশাগত ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি: সকল প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা হবে। প্রশিক্ষণসমূহ চলমান অবস্থায় অর্থাৎ প্রক্রিয়াগত পরিস্থিতি এবং প্রশিক্ষণ শেষ হবার একটা নির্দিষ্ট সময় পরে প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। এ বিষয়ে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত উলেখ করা হয়েছে।

অধ্যায়: পাঁচ

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

Monitoring and Evaluation Methods of The PTTC

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রমের এ অধ্যায়ে পরিবীক্ষণ, মেন্টরিং ও মূল্যায়নের ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ শিক্ষাক্রমের অধীন তিন ধরনের প্রশিক্ষণ মৌলিক, ধারাবাহিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণসমূহ পরিকল্পনা অনুসারে যর্থাথভাবে হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে বা খতিয়ে দেখা হবে এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোনো পরিবর্তন করতে হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই মনিটরিং প্রক্রিয়া মাধ্যমে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি সর্ম্পকে ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশেষণ করে প্রশিক্ষণসমূহের সবল ও দূর্বল দিকসমুহ চিহ্নিত করে গুণগত মান উন্নয়ন করার জন্য সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং কার্যক্রম সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, মনিটর ও মূল্যায়নকারীদের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দাযিত্বশীল করে গড়ে তোলা হবে।

দুই পদ্ধতিতে এ পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং করা হবে। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকালীন প্রক্রিয়া মনিটরিং এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রভাব মনিটরিং। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট যাবতীয় প্রক্রিয়ার (প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, অংশগ্রহণকারী, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ, অধিবেশন পরিকল্পনা প্রভৃতি) মূল্যায়ন করা হবে এ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু শিক্ষক ও মেন্টরদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিনা, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর পেশাগত সম্পর্ক যথাযথ রয়েছে কিনা, ম্যানুয়ালে বর্ণিত শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন- শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণি পরিচালনা করতে পারছে কিনা, উপকরণ প্রয়োগ যথাযথ কিনা, কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পিত কিনা, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ যথাযথ কিনা প্রভৃতি প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াগত অংশে উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ এ অংশে সমাধান প্রক্রিয়া মনিটরিং অংশে সম্পন্ন করা হবে।

প্রক্রিয়া মনিটরিং এর বিশেষ পদ্ধতি হলো মেন্টরিং। এটি একটি ধারবাহিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া মনিটরিংকে অর্থবহ করতে মেন্টরিং পদ্ধতি প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। এটি মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ বিশেষ। এ পদ্ধতিতে যোগ্যতার আলোকে Mentor ও Mentee যৌথ উদ্যোগে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে শিখন শিখানোসহ অন্যান্য কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে Mentee-র দক্ষতাসমূহ উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। মেন্টরিং এর প্রধান লক্ষ্য হল Mentee-র পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজের (মানসম্মত শিক্ষা) উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা। এ শিক্ষাক্রমে মেন্টরিং পদ্ধতি প্রয়োগেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে।

প্রভাব মনিটরিং মৌলিক, ধারাবাহিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণসমূহের উদ্দেশ্যসমূহ সময়ের সাথে পর্যায়ক্রমে অর্জিত হচ্ছে কিনা এবং উদ্দেশ্যের সাথে প্রভাব যথার্থভাবে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং শিক্ষার্থীর উপর কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা তার উপর অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করবে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের প্রভাব চলমান অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় শেষে বা চূড়ান্তভাবে শেষ হওয়ার পর কিংবা শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন বা বিদ্যালয় উন্নয়নে প্রভাব ফেলতে পারছে কিনা তা দেখা হবে।

এ শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন বলতে, সকল প্রশিক্ষণসমূহের (মৌলিক , ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ) উদ্দেশ্যাবলির আলোকে সবল ও দুর্বল দিকগুলো অবিরাম অনুসন্ধান ও বিশেষণ করাকে বুঝাবে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর দক্ষতার পূর্বাবস্থা (Bench mark status of the participants), প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নত্তোর প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা এবং অন্যান্য পরিস্থিতি, অগ্রগতির স্তর এবং নতুন চাহিদা বা সমস্যার স্তর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে পরিচালিত হবে।

২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা বা প্রশিক্ষণের বর্তমান উদ্দেশ্যসমহের প্রয়োজনীতা ভবিষ্যতে আছে কিনা তা নিরূপণ করা;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য অনুসারে কার্যক্রমসমহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি যর্থাথ অবস্থায় আছে কিনা এবং প্রশিক্ষণ বাস্ত বায়নের উপাদানসমহের পরিমাপকসমূহের মান যথার্থ অবস্থায় আছে কিনা তা নিরূপণ করা;
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ যথাযথ বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া ও প্রভাবগত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মানোন্নয়নে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩.প্রশিক্ষণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও অধিক্ষেত্রসমূহ:

প্রশিক্ষণসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র বা অধিক্ষেত্র বিবেচনায় নেয়া যাবে। তবে প্রতিবেদন প্রণয়নে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে।

ক্রমিক নম্বর	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষেত্র	অধিক্ষেত্র
১.	মৌলিক প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট বিষয়সমূহ	১.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত ম্যানুয়াল এবং এর প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		১.২ প্রশিক্ষকদের পেশাগত মান ও দক্ষতাগত পরিস্থিতি;
		১.৩ প্রশিক্ষণে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		১.৪ প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের গঠনকালীন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া;
		১.৫ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
		১.৬ প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াগত পরিস্থিতি;
		১.৭ প্রশিক্ষণে শিখনফলভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার ও দক্ষতা ভিত্তিক শিখনে আইসিটির ব্যবহার;
		১.৮ প্রশিক্ষণে পেশাগত অনুশীলন পরিস্থিতি;
		১.৯ প্রশিক্ষণে পেশাগত মূল্যবোধ বিকাশ পরিস্থিতি;
		১.১০ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর মান মূল্যায়ন;
		১.১১ প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়ে পেশাগত অনূশীলন ব্যবস্থাপনাগত পরিস্থিতি;
		১.১২ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাগত (শৃঙ্খলা, খাদ্য, আবাসন, ক্রিড়া, সাংস্কৃতিক, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য) পরিস্থিতি;
		১.১৩ চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য।
২.	**ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ (সিপিডি) সংশিষ্ট বিষয়সমূহ**	২.১ প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ম্যানুয়ালসমূহ এবং এর প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		২.২ সংশিষ্ট প্রশিক্ষণসমূহে প্রশিক্ষকদের দক্ষতা এবং প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		২.৩ প্রশিক্ষণসমূহে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		২.৪ প্রশিক্ষণসমূহের মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		২.৫ প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকারিতা বা প্রভাব মূল্যায়ন পরিস্থিতি।
		২.৬ চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য।
৩.	উচ্চতর প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট বিষয়সমূহ	৩.১ প্রশিক্ষণসমূহে প্রয়াগিত ম্যানুয়ালসমূহ এবং এর প্রয়োগ পরিস্থিতি;
		৩.২ প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকারিতা বা প্রভাব মূল্যায়ন পরিস্থিতি;
		৩.৩ চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য।

প্রশিক্ষণভিত্তিক মনিটরিং ও মেন্টরিং প্রতিবেদন

১. **প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ধরন:** প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত প্রশিক্ষণসমূহ প্রারম্ভিক মূল্যায়ন বা প্রাক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন (Pre-training evaluation), প্রশিক্ষণ চলাকালীন মূল্যায়ন বা প্রক্রিয়া মূল্যায়ন (On going evaluation), প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন (Post training evaluation) এই তিন ধাপে সম্পন্ন করা হবে।

২. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিক্ষেত্রভিত্তিক টুলস প্রণয়ন নির্দেশনা:** প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট পরিবীক্ষক ও মূল্যায়নকারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণসংশিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ টুলস প্রণয়ন এবং প্রয়োগের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ সকল কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রয়োগ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। তবে, ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) সকল কার্যক্রমে সংশিষ্ট থাকবে।

৩. **প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা:** প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারের কোনো না কোনোভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভূমিকা রয়েছে। সিপিডি ফ্রেম ওয়ার্কেও (পৃ.৩৮) এ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সকল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত পরিবীক্ষণ ও মেন্টরিং ব্যবস্থাপনায়ও এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত প্রশিক্ষণসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ের মনিটর, মেন্টর ও মূল্যায়নকারী হিসেবে উপজেলা/থানা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসির সহকারী ইনস্ট্রাকটর, ইনস্ট্রাকটর, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশিষ্ট কর্মকর্তার সমন্বয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গঠন করা হবে। প্রশিক্ষণের ব্যাপক প্রভাব মূল্যায়নে এনসিটিবি সংযুক্ত থেকে এ কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারবে। প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট মেন্টর ও মনিটর প্রতিটি প্রশিক্ষণের উপর মনিটরিং ও মেন্টরিং প্রতিবেদন তৈরি করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকারীর দায়িত্বাবলি:

ক. মনিটর ও মেন্টরগণ (ইউআরসি ইনস্ট্রাকটর, সহকারী ইনস্ট্রাকটর ও এটিইও, এইউইও) উপজেলা/থানা পর্যায়ে (তৃতীয় টার্ম) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন, টুলস প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ ও সংশোধনী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

গ. প্রধান শিক্ষক (মেন্টর) প্রশিক্ষণ অনুশীলনকারী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম ফলোআপ, ফলাবর্তন পুনঃপুনঃ সংশোধনী এবং উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল প্রয়োগ করে হাতে কলমে কাজ শিখাবেন;

ঘ. মেন্টরগণ মেন্টিকে (শিক্ষক) দীর্ঘমেয়াদীভাবে দক্ষ করে তুলবেন এবং ভবিষ্যতে মেন্টি নিজেই আনন্দঘন পরিবেশে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় যাতে দক্ষ হতে পারে সেরূপ পদক্ষেপ নিবেন;

ঙ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণের (মৌলিক , ধারবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং এই প্রতিবেদনের সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে প্রয়াজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চ. নেপ, প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টুলস প্রণয়ন করবে এবং টুলস প্রয়োগ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর সংশিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৩. মূল্যায়নে অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়নের কয়েকটি পদ্ধতি এবং এর একটি সাধারণ ব্যাখ্যা উলেখ করা হলো। মূলতঃ এ পদ্ধতিসমূহ প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ক. **সার্ভে:** সার্ভে বা জরিপ হলো মূল্যায়নের সর্বোত্তম পন্থা। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয় প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য বিশেষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

খ. **সমীক্ষা:** এ পদ্ধতির মৌলিক দিকসমূহ অনেকটা সার্ভের অনুরূপ হলেও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়; মূলত একটি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ণের মাধ্যমে এগুতে হবে। যেমন-

প্রথমতঃ প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের প্রথম ধাপেই যে কার্যক্রমটি হাতে নেয়া হবে তার উদ্দেশ্য কী, কতটা সময়ের মধ্যে কতটুকু ফল লাভ সম্ভব হবে, কি পরিমাণ অর্থ খরচ হবে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তি তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত হবেন, ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণের কাজ কারা পরিচালনা করবেন, কি ধরনের প্রশ্নপত্র পাঠানো হবে ইত্যাদি কাজ পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখবেন।

তৃতীয়তঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরুতে, মাঝে ও শেষে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা স্থির করতে হবে ।

চতুর্থতঃ প্রাপ্ত তথ্যের বিচার ও বিশেষণ করে দেখতে হবে এবং সংশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অভিমত নিতে হবে।

গ. **ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার:** এ পদ্ধতি পরিবীক্ষণকারী বা মূল্যায়নকারী সরাসরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপকারভোগী, কর্মী ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে বা প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করে থাকেন। কার্যক্রম মূল্যায়নে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ঘ. **দলীয় সাক্ষাৎকার:** এ পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণকারী বা মূল্যায়নকারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের উপর কিছুসংখ্যক উপকারভোগী বা কর্মীদের সাথে দলভিত্তিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিশেষণ করে থাকেন।

ঙ. **প্রশ্নমালা:** এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয় এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য বিদ্যালয় এবং সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারী প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট বা বহিরাগতও হতে পারে। মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে এ পদ্ধতি অতি সহজ হলেও কতিপয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর নাও পাওয়া যেতে পারে।

চ. **সরাসরি কার্যকরী পর্যবেক্ষণ:** এ পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণকারী বা মূল্যায়নকারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। মূল্যায়নের এ পদ্ধতিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তথ্যসমূহ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও মূল্যায়নে কারো কারো ভূমিকা থাকে। তবে এ পদ্ধতিতে উত্তরদাতা অতি সহজে স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে নাও আসতে পারে।

ছ. **রেকর্ড বা প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট কাগজপত্র বিশেষণ:** এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পদ্ধতি, অগ্রগতি, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি বিশেষণ করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

জ. **কেস স্টাডি পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কিভাবে শুরু হয়েছিল, কিভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে, বাস্তবায়নে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনাকারে কেস পদ্ধতিতে প্রকাশ বা লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তীতে পরিবীক্ষণকারী বা মূল্যায়নকারী ঘটনা বিশেষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ খুঁজে বের করেন এবং প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কি কি করতে হবে তার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকেন। মূল্যায়নের জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

ঝ. **বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন সমীক্ষা:** প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নে এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করা যেতে পারে। এটি মূলতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এ ধরনের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। মূল্যায়ন কার্যক্রম শুর করার পূর্বই কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমহের উপর বেঞ্চমার্ক জরিপ করা হয়। এ জরিপে বাস্তবায়নের পরবর্তী পর্যায়ে উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর তথ্য বা উপত্ত সংগ্রহ করে বেঞ্চমার্ক জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

৪. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকারীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা:**

ক. শিক্ষাক্রমের উপাদান, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও প্রান্তিক যোগ্যতা, পাঠ পরিকল্পনা, পাঠটিকা, শ্রেণি রুটিন ব্যবস্থাপনা, শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন- শেখানো পদ্ধতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ, পাঠদানে মিক্সড মেথড প্রয়োগ, গঠনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, মার্কিং গাইড লাইন সম্পর্কে ধারণা ও হাতে কলমে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খ. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের কার্যকর নক্সা প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরনের শিখন পরিবেশ তৈরি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রশিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা এবং এর প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

গ. শিক্ষক ও প্রশিক্ষক যোগ্যতা পরিমাপন, একাডেমিক সুপারভিশন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন, মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থাপনা, ফলাবর্তন কৌশল (Feedback Mechanism) সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ঘ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টুলস প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, জরীপ পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি, কেস স্টাডি পদ্ধতি, ফলোআপ (Follow up Technique), সচেতনতা উন্নয়ন কৌশল (Awareness building technique), তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য সংগঠিতকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতি (Motivation Method), পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন(Rapport Building), অভিযোজন কলাকৌশল (Adaptation Strategy), দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থাপনা (Conflict resolve management) এর উপর জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।

ঙ. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর ধারণা ও দক্ষতা থাকতে হবে।

চ. সকল ধরনের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন স্তর সম্পর্কে ধারণা ও সচেতন থাকতে হবে।

ছ. টেকসই উন্নয়ন টার্গেট, সূচক, টেকসই উন্নয়ন স্থানীয়করণ (SDG Localization), শুদ্ধাচার কৌশল ও বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রভৃতি ধারণা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও প্রয়োগ কৌশল জানতে হবে।

৫. **পরিবীক্ষণকালীন পরিবীক্ষণকারীর অনুসরণীয় (Code of conducts) বিষয়াবলি:**

ক. পরিবীক্ষণকারী সকল ধরণের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক (পেশাগত জ্ঞান, মুল্যবোধ ও আদর্শমান বিষয়ে সচেতনতা ও যত্নবান, বিষয়গত জ্ঞান, ফরমাল পোষাক, প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি) মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

খ. মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনাকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, এসএমসির সদস্য (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন), অভিভাবক (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন), শিক্ষার্থী এবং সংশিষ্ট সকলের সঙ্গে মনিটর সৌজন্যমূলক আচরণ করবেন;

গ. মনিটরিং কালে পিটিআই ও বিদ্যালয়ের কাজ কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন এবং মনিটরিং যাতে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজ কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন;

ঘ. মনিটর নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন হবেন এবং সকলের সংগে সমান আচরণ করবেন;

ঙ. মনিটর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সততার সাথে মূল্যায়ন করবেন এবং সংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

চ. মনিটর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন;

ছ. মনিটর বস্তুগত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রভাবিত হবেন না;

জ. মনিটরিংকালে শিক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে মৌখিক ফলাবর্তন প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে তা প্রর্দশন করবেন।

ঝ. ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতির ফলোআপ করা ও পুন: ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

ঞ. নেতিবাচক কোন বিষয় লক্ষ্য করলে সংবেদনশীল হয়ে তা সংশোধনের উপায় বের করবেন।

ট. মনিটরের আচরণ হবে সহায়ক, খবরদারিমূলক নয়;

ঠ. মনিটরের আচার- আচরণ ও ভাষা হবে মার্জিত।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলঃ

- মৌলিক , ধারাবাহিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন এবং পরবর্তি প্রশিক্ষণসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণের প্রথম কার্যদিবসে প্রত্যেকটি পিটিটিআই এ অধিবেশন শুরুর পূর্বে শিক্ষকদের উপর প্রণীত পূর্বযাচাইমূলক প্রশ্নমালার মাধ্যমে ইউআরসির ৩ জন সহকারী ইনস্ট্রাকটর এবং ১ জন উপজেলা সহকারী শিক্ষাকর্মকর্তা সমন্বয়ের একটি দল তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।
- পিটিআই এ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ চলমান অবস্থায় শ্রেণিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি মেন্টরিং করার জন্য জেলায় কর্মরত মনিটর ও মেন্টরগণ সুনির্দিষ্ট দল গঠনের (৩ সদস্যবিশিষ্ট) মাধ্যমে (ইউআরসি, ইউইও এবং টিইও কার্যালয়) প্রণীত পর্যবেক্ষণ ছক/প্রশ্নমালা/ অন্যকোনো পদ্ধতি প্রয়োগে প্রশিক্ষণের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিস্থিতির উপর তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণকালীন শ্রেণিতে ফলাবর্তন প্রদান এবং এর রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। এই মেন্টরিং ও মনিটরিং ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে।
- দলীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমন্বয় ও প্রতিবেদন প্রণয়ণের লক্ষ্যে নেপ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ও পিটিটিআই এর একটি সমন্বিত কমিটি থাকবে। এই কমিটির অধীনে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর প্রতিবেদন প্রণীত ও উপস্থাপিত হবে। এই প্রতিবেদনসমূহ প্রত্যেকটি পিটিটিআই সংরক্ষণ করবে।
- মেন্টর, মনিটর ও মূল্যায়নকারীগণ প্রশিক্ষণের উপর কেসস্ট্যাডি প্রণয়ন কবেন যা প্রশিক্ষণের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশনে সহায়তা করবে।
- নেপ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং এনসিটিবির প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ চলমান অবস্থা এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

অধ্যায়: ছয়

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে গবেষণা ও উন্নয়ন

Research and Development on PTTC

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রশিক্ষণ কতটা সফল তা পরিমাপের মূল হাতিয়ার হলো মূলতঃ গবেষণা। সুতরাং কার্যকর গবেষণা ব্যতীত প্রশিক্ষণের সফলতা অনুধাবন করা যাবে না। প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পরিমাপের বিবেচ্য বিষয় হলো প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ। এই উদ্দেশ্যসমূহের কার্যকারিতা পরিমাপে প্রয়োজন গবেষণা। সুতরাং প্রশিক্ষণ শেষে একটি নির্দিষ্ট সময় পর সংশিষ্ট প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য এ শিক্ষাক্রমে এ অধ্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন সংযোজন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণভেদে নমুনা হিসেবে সম্ভাব্য গবেষণার ক্ষেত্র এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উলেখ করা হলো:

গবেষণা ক্ষেত্র ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

গবেষণা ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
মৌলিক	
▪ শিক্ষকতা পেশার যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নে মৌলিক প্রশিক্ষণ; ▪ শিক্ষাকতা পেশার আদর্শমান অর্জনে মৌলিক প্রশিক্ষণ; ▪ শিক্ষকের পেশাগত বুনিয়াদ গঠনে প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ম্যানুয়াল ও অন্যান্য উপকরণের কার্যকারিতা; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকদের দক্ষতা; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের মূল্যায়ন ব্যবস্থার কার্যকারিতা; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ পরিবেশ; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণে শিক্ষকের অর্জিত দক্ষতাসমূহ বিদ্যালয় কার্যক্রমে প্রয়োগ পরিস্থিতি; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণে পরিবীক্ষণ ও মেন্টরিং কার্যক্রম বাস্ত বায়ন পরিস্থিতি; ▪ পিটিআইসমূহে মৌলিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণে শিক্ষকের অর্জিত যোগ্যতা ও দক্ষতাসমূহ বিদ্যালয়ে অনুশীলন পরিস্থিতি; ▪ শিক্ষকদের অ্যাকশন রিচার্স কার্যকমের সফল বাস্ত বায়ন; ▪ মৌলিক প্রশিক্ষণ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে শিক্ষকের মনোভাব; ▪ অন্যান্য।	▪ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ➢ গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং অনুমোদন ➢ গবেষণা পরিচালনা ➢ গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন ➢ গবেষণা ফলাফল এবং সুপারিশমালা অনুযায়ী মৌলিক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম এবং ম্যানুয়াল পরিমার্জন।
ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণসমূহ	
▪ পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণসমূহে প্রণীত ম্যানুয়ালের কার্যকারিতা; ▪ পেশাগত উন্নয়নে সংশিষ্ট প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতাগত পরিস্থিতি; ▪ পেশাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাগত পরিস্থিতি; ▪ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ধারাবাহিক পেশাগত	▪ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ➢ গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং অনুমোদন ➢ গবেষণা পরিচালনা ➢ গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন ➢ গবেষণা ফলাফল এবং সুপারিশমালা অনুযায়ী পেশাগত প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম এবং ম্যানুয়াল

উন্নয়ন সংশিষ্ট প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকারিতা; ▪ অন্যান্য	পরিমার্জন।
উচ্চতর প্রশিক্ষণ	
▪ পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণসমূহে প্রণীত ম্যানুয়ালের কার্যকারিতা; ▪ পেশাগত উন্নয়নে সংশিষ্ট প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতাগত পরিস্থিতি; ▪ উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাগত পরিস্থিতি; ▪ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকারিতা; ▪ অন্যান্য	▪ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ➢ গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং অনুমোদন ➢ গবেষণা পরিচালনা ➢ গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন ➢ গবেষণা ফলাফল এবং সুপারিশমালা অনুযায়ী পেশাগত প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম এবং ম্যানুয়াল পরিমার্জন।

- শিক্ষাক্রম ও গবেষণা শাখা, প্রশিক্ষণ বিভাগ, ডিপিই এর উদ্যোগে একটি গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ নীতিমালায় গবেষকের ধরন এবং কীভাবে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনা করা হবে তার বিস্তারিত উলেখ থাকবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা পরিচালিত ও প্রকাশিত হবে।

- এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে ও প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার নিমিত্তে একটি ইথিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে এবং এ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা করা হবে।

অধ্যায়: সাত
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া
Revision Process of PTTC

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটিও এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিমার্জন করতে হবে। শিক্ষাক্রমের আওতায় যেসব প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে এসব প্রশিক্ষণের উপর পরিচালিত মূল্যায়ন গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সংশিষ্ট প্রশিক্ষণের পরিমার্জন করা হবে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালসমূহ পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করা হবে। তাছাড়া চাহিদার নিরিখে বিষয়বস্তু সংযোজন ও বিয়োজন করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পরিমার্জন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাবে।

প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি কার্যকারিতা নির্ধারণে প্রশিক্ষণভিত্তিক পরিচালিত গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জন করা হবে।

গ্রন্থ সহায়িকা

১. *Akhter, S. (2021). Diploma in Primary Education (DPEd) Effectiveness Evaluation (Unpublished). DPE, Dhaka.*

২. *Curriculum Framework for Quality Teacher Education, National Council for Teacher Education, India, 1998*

৩. *Aerarunchot, S. (2008). Curriculum and Instruction, Khon Kaen University, Thailand*

৪. *Dr, Anoj, Raj., (2009). Teacher Trainig Curriculum Design: Development and Implementation, Research Journal for Interdisciplinary Studies, Himgiri Zee University, Dehradun, India.*

৫. *Chaiyabhan, M (2005). The Development of Training Curriculum on Integrated Learning Unite Construction for Elimentary School Teachers, Thailand*

৬. *Marsh, C.J. & Willis, G. (2003). Curriculum: Alternative Approaches, 3rd ed, New Jerrsey: Prentice-hall.*

৭. *Soonklang, S. (2008). The Development of an In-Service Training Course to Enhance Fundamental Education Teacher Professional Procedure Skills for Development, Srinakharinworot Unoversity, Thailand*

৮. *DPEd Effectiveness Evaluation Study-2020, Directorate of Primary Education, 2019*

৯. *Directorate of Primary Education (2011). Main document: Third Primary Education Development Programme (PEDP3). Dhaka: DPE*

১০. *Directorate of Primary Education (2018). Development of Project Proforma (PEDP4), Director of Primary Education (DPE), Dhaka.*

১১. *প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা ডিপিএড শিক্ষাক্রম, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ২০১৫।*

১২. *জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২১, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।*

১৩. *উলাহ, এম. এম. (১৯৮০). প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস. এডুকেয়ার পাবলিকেশন, ঢাকা।*

১৪. *বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ২০২১।*